

প্রথম প্রকাশ : ১ বৈশাখ ১৩৬৪ । ১৪ এপ্রিল ১৯৫৭

প্রকাশ করেছেন :

শেফালিকা ঘোষ

ভারত বুক এজেন্সী

২০৬, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট

কলিকাতা ৬

ছেপেছেন :

শ্রীশঙ্কুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মানসী প্রেস

৭৩ মণিকতলা ষ্ট্রীট

কলিকাতা ৬

প্রচ্ছদপট এঁকেছেন

শ্রীপ্রভাত কর্মকার

রক—নিটি আর্ট প্রডাকসন

“রূপদর্শী”

শ্রীগৌরকিশোর ঘোষ

কল্যাণীয়েষু

এই লেখকের অণ্য বই—

॥ ওগো মেয়ে সাবধান ॥ ম্যানিয়া ॥

॥ স্বামী পালন পদ্ধতি ॥ সালোম ॥

॥ ফ্যাশন ট্রেনিং স্কুল ॥ কটাক্স ॥

॥ ভ্যাগাবণ্ডস্ ॥ পংকিল ॥ ভাঙাগড়া ॥

॥ পণ্যা ॥ ফাঁকিস্থান ॥ চক্র ॥ বেনছর ॥

॥ লেখকের পরবর্তী অনুবাদ ॥

তিন চাপ্তি করেলির Sorrows of Satan—শয়তানের শোক

২০২৪

পাশ্চাত্য সমাজ আজ উগ্র অগ্রগতির দিকে। আর তারই
অন্ধ অহু করণে ব্যস্ত আমাদের প্রাচ্য সমাজ। এই
সন্ধিক্ষণে গুদেশী মেয়ে ‘খেলমাকে’ আমাদের মেয়েদের
সামনে দাঁড় করানো হ’লো সুলেখিকা মেরি কেরল্লির এই
স্নিগ্ধ সুন্দর উপগ্রাস্থানির মাধ্যমে। আশা রইলো, অহু-
করণ যদি করতেই হয়, খেলমা-ই যেন তাদের আদর্শ হয় ॥

নিখীথ সূর্যের
দেশ

শীতল সূর্যের রঙীন আলোয় নরওয়ের আকাশ তখন রঙাভ ।

চারিদিক নীরব, নির্জন !

আলভেন ফোর্ড গ্রামের পাশ দিয়ে বাঁয়ে চলেচে কুলকুল করে ফোর্ড নদী । আর আগলগ্ন, সেই নদীর ধারে দানী শুভারকোট পেতে অলস-ভঙ্গীতে শুয়ে আছেন এক বিদেশী । ইংরেজ লর্ড । নাম এরিণ্টন । তাঁর বন্ধরা গেছেন তাঁরই প্রাণে তরলী নিয়ে নদীর ওপারে সেইল্যাণ্ডে । ভদ্রলোক যাননি সঙ্গে হৈঁচৈ করতে । একটি নিরিবিলিতে উপভোগ করছিলেন নরওয়ের আকাশে আলোর খেলা । বাস্তববাদী ইংরেজ মুগ্ধ বিষয়ে দেখছিলেন প্রকৃতির রং-লীলা ।

সংসা তাঁর ধ্যান ভাঙলো না'বীৰ গুহরে ।

দূর থেকে ভেসে এলো অপূর্ব সঙ্গীত । কে গাইছে গান ? কোথায় সে নারী ? লর্ড এরিণ্টন উঠে দাঁড়ালেন । বাঁ হাতের কজি ঘুরিয়ে ঘড়ি দেখলেন : রাত বারোটা । সূর্যের রং লাগা আলোয় ভালো করে দেখা গেলো না কাউকে । পাশের দূরবীনটা তুলে ধরলেন চোখে : না, কিছু দেখা গেল না ।

অথচ কানে ভেসে আসচে অপূর্ব স্বরমুছ'ণা ! ছুঁখোঁখা সে গানের ভাষা কিন্তু তার স্বরচাতুর্ঘ্য প্রাণে লাগায় দোলা । লর্ড চঞ্চল হলেন !

এমন সময় নৌকোর একটা কোণ চোখে পড়লো তাঁর । এগিয়ে গেলেন তিনি । দেখেন একটি যুবতী, দীঘলদেহী, রূপময়ী নৌকোটাকে কিনারা থেকে জলে দিচ্ছে ভাসিয়ে আর আপন মনেই গাইছে গান !

এরিণ্টন এগিয়ে গেলেন আরো : ঠেলা দেবো নৌকায় ?

চুপ্-ক'রে রইলো মেয়ে । ইংরেজী জানে না হয়তো । এবার হাত ইসারায় জানালেন তাঁর প্রস্তাব ।

দিতে পারেন ।—মেয়েটি উত্তর দিলো ভাঙা ইংরেজিতে !

লর্ড অভ্যস্ত হাতে ঠেলে দিলেন নৌকো।

নৌকো ঠেলা অভ্যাস আছে বুঝি ?—মেয়েটি জিগ্যেস করলো।

হ্যাঁ !—এরিংটন উত্তর দিলেন : আমার নিজের নৌকো আছে কিনা।

মেয়েটি এবার ভালো ক’রে এরিংটনের ভদ্রবেশের দিকে লক্ষ্য করলো,
বললো : নৌকো আছে নিজের ? মশায়ের কি করা হয় ?

কিছু না।—হেসে বললেন : অবশ্য একটা কাজ আছে—পেঁচে থাকা !

খুব শক্ত কাজ বুঝি ?—হাসলো না মেয়ে !

নিশ্চয়ই !

আর কোন কথা নেই। নৌকায় উঠলো মেয়ে। হাতে ধরলো দাঁড়।

যাচ্চো নাকি ?

হ্যাঁ। নইলে বাড়ি ফিরতে দেরি হবে যে !

কী নাম তোমার বলবে ?

নরওয়েস কুমারীরা অজানা কাউকে নাম বলে না।

যদি আমার নাম বলি ?

তবুও না। চলি বিদায়।

দেহলতা হেলিয়ে দিলো দাঁড়ের গায়ে। নদীর তীর ছেড়ে চলে গেল
মেয়ে দূরে, সূদূরে !

লর্ড এরিংটন চোখে দূরবীন তুললেন আবার। ভরা নদীতে যৌবনভরা
নারী নাও বেয়ে চলেচে আপন মনে। নিদীথ স্বর্ষের লাল আলো নাচে
নদীর বুকে। আর লর্ডের বুকে ?

লর্ড বসে প’ড়লেন হতাশায়। লজ্জাও পেলেন।

একটি মেয়ে, একটি গ্রামীন কুমারী এমন ক’রে বোকা বানিয়ে গেল
তাঁকে ! তার ফিলিপ ক্রস এরিংটন, ব্যারোনেট, অর্থের ষাঁর শেষ নেই,
সম্মানের ষাঁর সীমা নেই—সমাজে ষাঁর ভুলনা নেই—একি তাঁর পরিণতি !

কে ও মেয়ে ? কোনো ছদ্মবেশী রাজকুমারী ? না, কোনো কৃষক-কন্যা ? স্বদেশে কুমারী-কন্যার মায়েরা যাকে জামাতারূপে পাবার জন্তে ব্যগ্র, সুন্দরী-শ্রেষ্ঠা গাওঁদার একটু স্পর্শ পাবার জন্তে উদ্গ্রীব—তাকে অবহেলা করলে কে ঐ নারী, কোন অহমিকায় ?

আমার কথায় কি রাগ করেছে মেয়ে ?—এরিংটন ভাবতে বসলেন : আমি তো এমন অলস কিছু বলিনি ? সাধারণ চাষীর মেয়ে হলে অন্ততঃ এতটা অবহেলা করবার সাহস পেতো না । আর চেহারাটাও তো উপেক্ষা করবার মত নয় ও মেয়ের । দেহের গড়ন, বলার ধরণ—আকর্ষণীয় ! জানতে হবে ও মেয়ে কে ? ঠিক, ভিগ্যাস করতে হবে ভালডেমারকে, আমাদের এদেশী মাঝিটাকে !

কিন্তু মেয়েটি ওদিক দিয়ে এলো কোথেকে ?

এরিংটন উঠে দাঁড়ালেন : দেখতে হবে একবার । খানিকটা এগিয়ে গেলেন । আরো খানিকটা । দেখেন, একটা গুহা, সহজেই একটা মানুষ ঢুকতে পারে । হাত ঘড়িটা দেখলেন এরিংটন : একটা বাজে প্রায় ! পূর্বের আকাশ ফ্যাকাশে । বনে কোকিলের কুহুরব ! পাখী সব করে রব । গুহার ভিতরটা অন্ধকার । দেশালাই জ্বালানেন এরিংটন । ভিতরে একটা দরজা, না ? এগিয়ে গেলেন তিনি । নিভে গেল কাঠিটা । আবার জ্বালানেন একটা । কাঠের দরজা । তাতে খোদাই করা : কী যেন... খেলমা ! ঐ মেয়েটির নাম নাকি ? কে জানে ! ধাক্কা দিলেন দরজায় । খুলে গেল সহজেই । অন্ধকার ভিতরটা । গুমোট । তবু ঢুকলেন । শেষ হয়ে গেল কাঠিটা । আবার জ্বালানেন কাঠি একটা । ছোট্ট ঘর । মেঝেয় একটা প্রদীপ, তাতে পোড়া সলতে । একটু আগেই জ্বলেছিল প্রদীপটা । প্রদীপটা জ্বালানেন এরিংটন । ঘরটা ভরে উঠলো আলোয় । দেওয়াল চারটে ঝলমলিয়ে উঠলো । ঝিঝুক দিয়ে সাজানো দেওয়াল । নানারংয়ের ঝিঝুক, নানা আকারের ঝিঝুক । নিপুণ হাতে সাজানো ।

হঁ ! মনে মনে হাসলেন লর্ড। মেয়েটির গোপন ঘর। তাঁর দেশের বড়ঘরের ঘরগীদের যেমন থাকে গোপন ঘর—তেমনি এটিও ঐ মেয়ের। সব মেয়েই সমান। লেডী উনস্লের ঘরোয়া ঘরের কথা তাঁর মনে পড়লো। সামাজিক সম্মানটুকু বজায় রাখবার জন্তে যেটুকু বাঁচিয়ে চলা ছাড়া উপায় নেই—সেটুকু বাদে কী না করেছে লেডী তাঁর সঙ্গে ! এই মেয়েটিও সেই পথেরই পথিক !

ই্যা হে, কে তুমি ?

পুরুষের কণ্ঠস্বরে চমকিত হয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন এরিংটন। দেখেন, এত বামন, চার ফুট মাথায় উঁচু, কদাকার দেখতে, হাত পা গুলো বাঁকা, ড্যাবা ড্যাবা চোখ ছোটো দিয়ে গিলচে তাঁকে !

এখানে কেন ? চুরি করতে ? হত্যা করতে ?—বামন দাঁত খিঁচোলো।

না, না। ঘরে আসা আমার অত্যাচার হয়েছে।—লর্ড বললেন : কিছু মনে ক'রো না। আমি যাচ্ছি !

তাতো বটেই।—বামন বললো : হতভাগা সিগার্ডকে মারবার মতলব ? সত্যিই নয় !

কিন্তু জানো, তোমাকে আমি জানি। গতজন্মে আমি ছিলাম রাজা, তুমি ছিলে বিদ্রোহী। আজ না হয় তুমি ইংরেজ, ধনী, অহংকারী ইংরেজ।

এরিংটন অবাক হলেন। এ জানলো কি ক'রে তাঁর কথা ?

কী হে ? চূপ করে যে ! শুনবে আমার গান ? ঐ শোনো ! কান্না ! হাহাকার। ওর কান্না আমায় পাগল ক'রে দেয়।

কিছুই শুনতে পেলেন না এরিংটন—এক বাইরের বাতাসের একটানট গোঙানি ছাড়া। লোকটা পাগল নয় তো ?

এরিংটন জিগ্যেস করলেন : এটা বুঝি তোমার ঘর ?

আমার ঘর সবখানেই। পাহাড়ে পর্বতে, জলে, স্থলে। আর আমার
প্রাণটুকু কোথায় আছে জানো? খেলমার কাছে! খেলমা, খেলমা!
কে খেলমা?—এরিংটন প্রশ্ন করলেন সাগ্রহে।

বটে! কে তাই বলবো? রত্নভাণ্ডার লুটতে দেবো? খেলমাকে
তোমার কি দরকার? নেই সে। ম'বে গেছে।—বামন অদৈর্ঘ্য হ'লো :
শর কথা জানতে চেয়ো না। যা' তুমি। বড় চালাক তুমি? যাও,
যাও—

ছুটে বেরিয়ে গেল নিজেই।

বাইরে বেরিয়ে এলেন এরিংটন।

দিকে দিকে তখন কপোতী আলোর ঢেউ।

এরিংটন ঘাড় দোললেন : রা'ত তখন!

প্রমোদ তরুণী 'উল্লাসাই' এসেচে ফিরে। ঘাটে বাধা। লর্ড এরিংটন
গেলেন তরুণীতে। ডাকলেন একান্তে তার প্রিয়বন্ধু লবিমারকে।
বললেন সব ঘটনা। লবিমার প্রথমে হেসে উত্তরে দেবার চেষ্টা করলেন :
তুমি বোকাবুদ্বয় স্বপ্ন দেখেচো লর্ড। রাত্রে নির্জনে কোনো যুবতী আসতে
যাবে কেন? তার কি খেয়ে দেয়ে কাজ নেই?

না ভাই, সত্যি দেখেচি। এই চোখ দিয়েই দেখেচি। কথা
বলেচি তার সঙ্গে।—লর্ড বললেন : দাঁড়াও ভালডেমারকে জিগোস করতে
হবে। কোথায় সে?

লবিমার ডাকলেন তাকে।

আচ্ছা, ভালভেমার, লর্ড এবিংটন জিগ্যেস করলেন : এখানে,
কোনো সাজানো গুহা আছে তোমাব জানা ?

না তো !—সে ঘেন আকাশ থেকে পড়লো ।

আচ্ছা, এখানে ‘খেলমা’ ব’লে কেউ আছে ?

খেলমা ?—চোখ দুটো বড বড হ’য়ে গেল ভালভেমারের : খেলমা ?
ওলাফ গুল্ডমারের কপসী মেয়েটার বথা বলচেন ? তাহেব বিষয়ে
ঠাণ্ডা যে !

ওলাফ গুল্ডমার কেমন লোক জানো ?—লিমাং প্রশ্ন করলেন এবার :
কেমন লোক ? যেমন নো’কে হ’বে থাক, তেমন নয় । ঐ দুই
বাপ বেটি কারোব সঙ্গে মেশ না, বাড়িকে বাড়িতেও চুবতে দেয় না ।
অস্তুত । বুড়োর চাষের ভূমি আছে, বাড়ি একখানা আছে— তাই নিয়েই
তারা বাস । কেন, সেখানে যাবাব ইচ্ছে নাকি “

—কোথাব তাহেব বাড়ি ?—সড প্রশ্ন করলেন ।

—ঐ যে দেখছেন পাঁচা ঢটা, তাব পেছনে সবুজ খেত, তারই শেষে
এই নদীর ধারেই ।—ভালভেমার বললো : দেখানে এত ঘরে হ’য়ে আছে
গুহা । আমরা কেউ যাইনে গুহানে ।

—না, না । আমরাও যাবো না গুহানে ।—এ রমার ঝেড়ে ফেললেন
প্রসঙ্গটা ।

বসকব সহরে কিছুদিন ব’য়ে বাস কবচেন বেগারেও ডাইসওয়ার্থি ।
ধর্মপ্রচারক । আগে দিন ছিলেন, তার শরাব অমৃত হওয়ায়, তারই আমন্ত্রণে
তারই স্থলাভিষিক্ত তিনি । পকারোব উপর বয়স । শবীবের যেখানে যেখানে
চর্বি জমানো যেতে পারে, জমা আছে প্রচুর পরিমাণে । লাড়ি গোঁষ কামানো,
চকচকে মুখ, ফুলো গাল, কুত কুতে চোখ, খাড়া নাক, বাদামী চুলে
সোজা সিঁথি—সব মিলিয়ে ত্রিলোককে শোকা হৃকর, ভালো কি মন্দ !

বসকবে এসে সাজানো বাড়ি আর ঝি-চাকরদের সেবা যত্ন পেয়ে বেশ বহাল তবিত্তেই আছেন। মেদবহুল ধার্মিকপ্রবরের আরামের আর অন্ত নেই।

সেদিন বারান্দায় ভদ্রলোক চা পান করতে বসেছিলেন। আয়া সব সাজিয়ে দিয়ে গেছে। আবাম ক'রেই উপভোগ করছিলেন পর্বটা। এমন সময় দেখা গেল দূরে চারজন ভদ্রলোক আসছেন, তাঁর বাড়ির দিকেই। কাজেই তাড়াতাড়ি হাত চালাতে হ'লো। সব শেষ করলেন প্রায় নাকে মুখে গুঁজে। আয়া সরিয়ে নিয়ে গেল কাপ-ডিস ইত্যাদি।

লর্ড এরিংটন ঢুকলেন—তাঁর তিনবন্ধু লরিমার, ডুপ্রে আর ম্যাকফারলেনকে নিয়ে।

আত্মন, আত্মন!—রেভারেণ্ড টাইসওয়ার্থ একগাল হেসে অভ্যর্থনা করলেন : বন্ধন লর্ড এরিংটন, বন্ধন আপনারা। তারপর কেমন দেখছেন দেশটা ?

ডালোই—লর্ড বললেন !

তারপর শুক হ'লো নানাবিধের আলোচনা। আয়া নিয়ে এলো ট্রেতে মদের বোতাল, গেলাস। ভদ্রতা। পান করলেন সবাই।

হঠাৎ একসময় উঠে দাঁড়ালেন লর্ড : আমি আর লরিমার ঘুরে আসছি একটু। আপনারা গল্প করুন।

ডুপ্রে আর ম্যাকফারলেন ধার্মিকপ্রবরের সঙ্গে বেশ জমিয়ে নিয়েছেন, কাজেই জমেই রইলেন সেখানে। গুঁর দু'জনে নদীর ঘাটে গিয়ে ভাসিয়ে দিলেন তাঁদের বিলাসী-নৌকো। কোথায় ?

কোথায় যাবে মিছিমিছি।—লরিমার বললেন লর্ডকে : লোকটা বোধহয় একরোখা, গোঁয়ার। হয় তো অপমান করতে পারে।

ভয় পাচ্চো ?

সে বান্দা আমি নই।

তবে চলো। দেখো কি হয়।

নদীর ধার দিয়ে দিয়ে বেয়ে চলছিল তাঁদের বিলাসী নৌকো। হঠাৎ এরিংটনের চোখে পড়লো ঘাটে বাঁধা একখানা নৌকো। তাতে নাম লেখা : ভ্যালকিরি। প্রাণটা নেচে উঠলো। এ তো সেই নৌকো। কাল রাত্রেই সেই যুবতীর নৌকো ব'লেই মনে হ'লো। ভিড়ান তরগী এই ঘাটেই।

ছই বন্ধু নামলেন। শুরু করলেন হাটা। আন্দাজে এলেন এক বাগানের ধারে। হঠাৎ কানে এলো গানের স্বর ! আব সন্দেহ নেই। সেই স্বর। সেই মেয়ের গান। বেড়া দাঁক ধ'বে গে'লেন, বাগানের এক গাছের তলায় বসে সেই গানটা চর। কাণে আর গান গাইতে আপন মনে।

লর্ড টানলেন লরিয়ারকে : এসো এদিকে। চে'রব মতো পেছন দরজা দিয়ে নয়, সদর দিখাই ঢুকতে হবে। সন্দেহ যেন না করে দেউ।

ঘুরে সামনের দরজায় আসতেই—তারা বাড়ির সামনে দেখলেন এক বিরাটকায় পুরুষ। দৃষ্ট ভঙ্গীতে দাড়িয়ে। সাদা রেশমের মত চুল, কৌকড়ান হাটা দাড়ি। বয়স ? বাহাত্তর ; দেখতে পঞ্চাশ যেন। পরনে খাটো ঘাঘরা, হাতের কাজ করা। কোমরে বন্ধনী, তাতে শিকার- ছুরিকা !

কী চাই ?—বজ্রকণ্ঠে প্রশ্ন।

এই বাড়ীর মালিককে।—ইঁদর দিলেন এরিংটন।

আমিই, ওলাফ ওল্ডমার !—বুদ্ধ বকলেন : আপনারা কি জানেন না, এখানে আসা নিষেধ।

জানি।

তবে কেন এখানে ?

আপনার সঙ্গে পরিচিত হ'তে।

আমি হ'কে চাইনে কারোর সঙ্গে পরিচিত !

ই্যা, সেই রকমই শুনেছিলাম বটে বসকবে।

বসকবে? অনেকের কাছেই অনেকরকম শুনেতে পাবেন আমার বিষয়ে। আচ্ছা, আসুন। নমস্কার।

এত তাড়াতাড়ি?—লরিমার হাসলেন : ইনি আমার বন্ধু, লর্ড এরিংটন, আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চান।

লর্ড। ব্যাঙের ছাতা মাথায় লর্ড! ওদব আমার ঢের জানা আছে।
.. আচ্ছা, দাঁড়ান, তেবে দেখি!—বৃদ্ধ মাথানীচু ক'রে কী যেন ভাবলেন
খানিকক্ষণ। তারপর হঠাৎ কোমর থেকে ছুরিখানা বার ক'রে মাটিতে
ফেলে পা দিয়ে ধরলেন চেপে : বেশ, বন্ধুত্বই করা যাক। আসুন ভিতরে!

ছুরিখানা তুলে নিলেন বৃদ্ধ। কোমরে শুজে রাখলেন সেখানা। হাত
বাড়িয়ে কবলেন করমর্দন! সরে নিয়ে গিয়ে বসালেন তাঁদের।

খেলমা! খেলমা! মদের বোতল-গেলাস আনো!—বৃদ্ধ হাঁক দিলেন!
নেচে উঠলো লর্ডের প্রাণ। আবার দেখতে পাবেন তাঁর ঈপ্সিতাকে!

এবচু পরেই ঘরে ঢুকলো একটি মেয়ে। মুখে হাসি। পরনে পরিষ্কার
পোষাক। হাতে ট্রেতে মত্ত পাত্র!...এই কি সেই মেয়ে? সেই রাতের
মেয়ে? না তো! না, না!

ব্রিটা, খেলমাকে ডেকে দিয়ো তো!—বৃদ্ধ বললেন।

তাই বলো! এ তো মেয়ে, সে তো নয়। লর্ডের বৃকে সন্দেশের
দোলা থামলো যেন! হুই বন্ধু প্রাণ খুলে গুরু করলো গল্প বৃদ্ধের সঙ্গে!
তাঁর মন ভিজানোই প্রথমে দরকার। প্রেমের পথে আগে কাঁটা, পরে কুল!

সহসা ঘরে এলো সৌরভ! কানে এলো পোষাকের খসখসে শব্দ।
মুহু পদধ্বনিও এলো কানে। ঘরে এলো খেলমা!...সেই মেয়ে! সেই
রহস্যময়ী, রূপময়ী, লর্ডের আকাঙ্ক্ষিতা! অপূর্ব দেহলতা, হাওয়ায় ছলচে
যেন; শুভ্রবসনা!

বৃদ্ধ বললেন : এই যে খেলমা! এসো, এসো!

সোণামনি, এই ভদ্রলোকেরা এসেচেন ইংলণ্ড থেকে আমাদের অতিথি এঁরা। এঁদের সঙ্গে আলাপ করা যাক, কী বলো ?

খেলমা সন্মতি জানালো। পরস্পর পরিচিত হবার পালা শেষ হ'তেই খেলমা নরউইজান প্রথায় তার দু'হাত বাড়িয়ে বললো : আপনাদের জন্তেই আমি, এ বাড়ী আপনাদেরই জন্তে। শুভেচ্ছা নিন !

ইংলণ্ডের চলিত ভাব্যতার উত্তরে কথা বলতে জানেন লর্ড। কিন্তু এমন বিনয়-ব্যবহারের উত্তরে তিনি কি বলবেন, ভেবেই পেলেন না। লরিমার স্কুলের ছেলের মতই লজ্জারাঙা।

তবু ভালো, খেলমা সেই সময় মদের বোতল থেকে মদ ঢাণতে ব্যস্ত হ'লো। তারপর গেলসগুলো পরিবেশন করে খেলমা এসে বসলো; তাঁদের সামনে এক অপূর্ব ভঙ্গীতে। বললো লর্ডকে : আপনারা এই বাড়ী চিনলেন কেমন ক'রে ?

ভালডেমার নামে একজন এদেশী লোক চিনিয়ে দিয়েচে। আমতা আমতা ক'রে বললেন এরিংটন।

বুদ্ধ হেসে উঠলেন : ভালডেমার ? লোকটা চুপ ক'রে থাকতে পারে না দেখছি। বিয়ে না করা পুরুষগুলো বুড়ীদের মতোই কথার ঝড়ি হয় যেন। আর, বিয়ে করলে, তবেই পুরুষগুলো বুঝতে পারে, চুপ ক'রে থাকা কত ভালো। না ?

সবাই হাসলেন।

খেলমা বললো : কিন্তু বেচারী একলা থাকে, সে জন্তে তোমার কষ্ট হয় না ?

গুহুন মেয়ের কথা।—বুদ্ধ আবার হাসলেন : অতের কষ্টে বেটি আমার অস্থির। সবাইয়ের জন্তেই ওর মন কাঁদে—গুধু এই বুড়ো বাপের জন্তে নয়।

তাই নাকি!—খেলমা উঠে গিয়ে বুদ্ধকে চুষন করলো : আপনারা
বাবার কথা কিন্তু মোটেই বিশ্বাস করবেন না। বাবা বড় যা-তা বলেন।

সেজ্ঞে তো আপনি প্রমাণ দিলেন!—লরিমার বললেন : আর
আপনাদের কথা আমরা বসকবেও শুনেছি। আচ্ছা, বসকবে মিঃ
ডাইসওয়ার্থি, ধর্মযাজককে চেনেন ?

গুন্ডমার লাফিয়ে উঠলেন : কে ? কে ? ঐ চোরটা ? পাজীটা ?
ওর সঙ্গে আপনাদের বন্ধুত্ব আছে নাকি ? যদি থেকে থাকে, তবে উঠতে
হবে এখান থেকে। ওর সঙ্গে মেশে, এমন কোনো লোকের সঙ্গেও
মিশতে আমি ঘৃণা বোধ করি।

হকচকিয়ে গেলেন দুই বন্ধু। খেলমাও লজ্জায় লাল হ'য়ে উঠলো।
ছিঃ, ছিঃ ! অতিথিকে অপমান। বাবা যেন কা।

এ'রটন চুপ। কথা বললেন লরিমার : আপনি আমাদের ভুল
বুঝেছেন গুন্ডমার। ডাইসওয়ার্থির সঙ্গে আমাদের কোন ঘনিষ্ঠতা নেই।
তার নাম শুনেচি, তাই আপনাকে জিজ্ঞাস্য করেছিলাম, তাকে চেনেন
কিনা। আমাদের দুর্ভাগ্য, আপনি আমাদের উপর বিরক্ত হ'লেন !

না, না।—খেলমা তাড়াহাড়ি বলে উঠলো : ঐ দেখুন, বাবা মাথা
হেঁট ক'রে বসে আছেন। লাজ্জিত হ'য়েছেন উনি। ঐ রকমই উনি।
ফট ক'রে রেগে ওঠেন। মাথায় রক্ত উঠে যায় ও'র চট ক'রে।

কিছু মনে করবেন না আপনারা!—গুন্ডমার বললেন : ঐ লোকটার
কথা শুনলেই আমি আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারিনে। খেলমা ঠিকই
বলেচে। কিছু মনে করবেন না আপনারা। আচ্ছা, আমি বলছি, কেন আমি
ঐ পাজীটাকে দেখতে পারিনে !—কী ? গা টিপচো কেন খেলমা ? না, না,
এবার ভদ্রভাবেই কথা বলবো ওঁদের সঙ্গে ! আচ্ছা, আপনাদের ধর্ম কি ?

আমরা ক্রীশ্চান।—লর্ড বললেন : তবে নামেই। গীর্জায় যাইনে,
করিনে উপাসনা। তবে ঈশ্বর মানি। আমি ক্যাথলিক !

থেলমাও ।—বুদ্ধ বললেন : কারণ ওর মা ছিল ক্যাথলিক ।

লর্ডের প্রাণ নেচে উঠলো ।

আর আপনি মিঃ লারমার ?

আমি ?—লরিমার বললেন : আমি কিছু নই । আমার জাত নেই, ধর্ম নেই, কিছু নেই । আমার গুরু এক বৈজ্ঞানিক ।

আপনার মত ছুখীও তা হ'লে কেউ নেই, মিঃ লরিমার ।—
থেলমা বললো !

ভুল ধারণা থেলমা ।—লরিমার বললেন : আমার মত স্মৃখী বোধ হয় আর কেউ নেই । মরণকে আমি ডরাইনে, ধর্মভীষণা কিন্তু ভয় পায় । আসলে, আমি কিছু নই, কিছু 'ছলাম না, কিছুই হবোনা । ব্যস্ ! শান্তি !

গুন্ডমার বললেন : আপনার বয়স অল্প, তাই আপনার এই অদ্ভুত ধারণা । ভোরের দিকটায় কুরাশাবৃত্তই থাকে আকাশ । পরে পরিষ্কার হয় । আপনারও হবে, বয়স যখন বাড়বে । বুঝবেন, 'বিছ না' কথাটা ঠিক নয় । কিছু আছে, তাই সব আছে, সব হয় । আমার দেবতা ওডিন আর থর । আমি একজন লুথেরান । আমার পিতৃপুরুষের ধর্ম এটা । এখন বুঝতে পারবেন কেন আমরা একঘরে ? কারণ, আমি লুথেরান, অথচ আমার মেয়ে ক্রীশ্চান । ধর্মমত যার যার নিজের । অথচ ঐ পাজীটা, যার নাম করলেন একটু আগে, আমার ধর্মমত পান্টে দিতে চায় । এমন পাজী !

আচ্ছা, এবার আমরা আসি ।—লরিমার উঠলেন । উঠলেন লর্ডও ।
আবার আসবো কিন্তু !

নিশ্চয়ই !—পিতা-পুত্রীও উঠে দাঁড়ালো ।

বাইরে বাগানে এসে দাঁড়ালেন সবাই । লর্ড, থেলমার কাছাকাছি ।
পাশেই এক গাছে ফুটে আছে গোলাপ !

দেবে গোলাপটা ?—লর্ড বললেন থেলমাকে !

নিশ্চয়ই।—তুলে দিলো ফুল খেলমা।

আজকেই স্মৃতি! চমৎকার।—লড' নাকেব কাছে ধরলেন ফুলটা।

আচ্ছা, আসি তা'হলে!—লরিমার বললেন!

আবার আসবেন।—খেলমা বললো। কার উদ্দেশ্যে?

লড' কিন্তু জবাব দিলেন চোখ দিয়ে; ই্যা গো ই্যা!

বিলাস-তরণীতে ফিরে এলেন দুই বন্ধু!

কী মজেচো?

একেবারে।

ঐ গোলাপটার মতোই পেতে? না?

ই্যা!

কথা হ'লো?

চোখে-চোখে।

তাইতো হবে।—লরিমার হাসলেন: প্রেমের বেতারে দুটি খুঁটি।
একটি মেয়ের, একটি পুরুষের। কথাও দুটি: ভালো বাসি। তা
তোমাদের চোখে-চোখে তো অনেক কথাই হ'লো, চোখে পড়লো আমার।

নজর আছে দেখছি। কিন্তু আসল জিনিষে নজর দাওনি তো?

অগ্নির মাংস কেড়ে খাবার স্বভাব নয় আমার। তাছাড়া আমি
তোমার মতো মোমের পুতুল নই। গলি না সহজে!

তা ঠিক!—লড' বললেন। হঠাৎ নজর পড়লো নৌকোর দিকে;
ফিরে আসচে ডুপ্রে আর ম্যাকফারলেন: এসো. এসো ভাই।
ভাইসওয়ার্থির ওখানে যেতে পারিনি আর। মনে কিছু ক'রো না।

কিস্থ মনে করিনি।—ডুপ্রে হাসলো : আমরা মজায় কাটালাম
লোকটার সঙ্গে। ভারি মজার লোক। মদের পিপে একটা। কাজেই
গলাটা আমরাও ভিজিয়েচি ভালো ক'রে ! তাছাড়া লোকটা আদি রসের
রসিকও বটে !

কী রকম ?—লরিমার প্রশ্ন করলেন !

লোকটা প্রাণ খুলে শুরু করলো গল্প। তার মত্ হচ্ছে : ধর্ম-টর্ম
সব বাজে। আসল ধর্ম হচ্ছে, নারী পুরুষের মহামিলন ! পুরুষ সেখানে
দেবতা, নারী তার কামনার দাসী মাত্র। চমৎকার কথা সব। মোট্কা
বুড়ো আরো যেন কি বললো, ম্যাকফারলেন ?

বলে, ধর্মের কাজ নিয়েচি কেন জানেন ?—ম্যাকফারলেন শুরু
করলেন : ঐ যে মেয়েরা আমে অল্পতপ্ত হ'য়ে পাপ স্বীকার করতে আমার
কাছে ; আমি তাদের কথা শুনি আর কাম আমার চাগাড় দিয়ে ওঠে
যেন ! তারপর সাস্ত্রনার চুখন দেবার নাম ক'রে তাদের রাজাগালে এঁকে
দিই আমার কামনার চুখন।

হারামজাদা !—লর্ড ফেপে গেলেন যেন।

আরো বলে কি জানো ?—ডুপ্রে বললেন।

আর কিছু শুনতে চাইনে !—লর্ড বললেন।

না, না, শোনা দরকার। লোক চেনা দরকার।—লরিমার বললেন :
বলো তুমি।

বলে, একটা এদেশী অল্পবয়সী মেয়ে আমাকে পাবার জন্তে পাগল !

বাড়ীর ঐ অল্প বয়সী ফিটা বোধ হয় ?

না হে না। সে অল্প একটা মেয়ে। কী বেন তার নাম ?
মনেও থাকে না ছাই।

খেলমা।

শুনে এরিংটনের মুখ সাদা হ'য়ে গেল যেন।

খেলমা ওর প্রেমে পাগল ! মিথ্যাবাদী !

মিথ্যাবাদী আমরা নই, ঐ মোটকাটা তা'হলে

ই্যা, ইঁ্যা, ওর কথাই বলচি। লোকটাকে কাছে পেলে লাখিয়ে
ট্রিক করতাম।—লড' ফুলতে লাগলেন রাগে !

খেলমাকে চেনো নাকি ?—ডুপ্রে জিগ্যোস করলেন।

সেখানেই গেছলাম আমরা। চমৎকার লোক তারা।

তাদের কথা বললো লোকটা অনেক !

কী বললো ?

বললো, ঐ গুলুমারের নাকি এক অতি সুন্দরী বৌ ছিল, কিন্তু
অদ্ভুত ধরনের। গির্জায় বা সহরে যেতো না, ঘুরে বেড়াতো বনে জঙ্গলে,
পাহাড়ে পর্বতে। কোলে থাকতো এক শিশুকন্যা। দিনরাত ব'লে তার
কিছু ছিল না। রাত্রে তাকে ঐভাবে এখানে ওখানে ঘুরতে দেবে,
গ্রামের অনেকেই নাকি ভয় পেতো। কিন্তু হঠাৎ সে বৌ নিকল্লেস হ'য়ে
যায়—কোথায় যায় কেউ জানে না। 'বৌ কোথায়' কেউ জানতে চাইলে
ঐ গুলুমার বলতো 'ম'রে গেছে'। অথচ মৃত দেহ দেখলো না কেউই—
কফিনও তৈরী হ'লো না কোনদিনই, বোঝা ব্যাপারটা !

ডুপ্রে এই পর্যন্ত ব'লেই নীচু গলায় জানালেন : বসকবের অনেকেরই
ধারণা—ঐ লোকটাই তার বৌকে খুন করেছে।

আমার তা' মনে হয় না।—এরিংটন বললেন।

ডুপ্রে বললো : আর ঐ শিশুকন্যাটি হচ্ছে খেলমা। সেও যে কোথায়
মাফুষ হ'লো কেউ জানে না ; যখন ফিরে এলো বাপের কাছে—তখন সে
পূর্ণ যুবতী। সেও তার মার মতো বেরোয় না কোথাও, মেশে না কারোর
সঙ্গে। তবে নাকি তিনবছর আগে আবার কোথায় চ'লে গেছলো—
ফিরেছিল প্রায় মাস দশেক পরে—রূপ তখন আর দেহে ধরে না, এমন
অবস্থা। ব্যাপারটা যেন কেমন কেমন মনে হয় না ?

কিছু মনে হয় না।—ঝেড়ে উত্তর দিলেন লরিয়ার : চলো এখন
পরচর্চা ছেড়ে পেটচর্চা করা যাক।

সবাই বিলাস-তরঙ্গীর খাবার ঘরে গিয়ে জড়ো হ'লেন।

সবাই ঘুমে অচেতন। তরঙ্গীর খোলা জায়গাটায় লর্ড এরিংটন একলা
পায়চারী করছেন নিঃশব্দে ঘাসের চটি পায়ে। গভীর রাত। আলো
মাথানো আকাশ। তাঁর হৃদয়খানিতেও প্রেমের আলো মাথানো। তবে
জলের ঢেউয়ের মত মনও তাঁর চঞ্চল, অশান্ত। তাঁর কোঠের বোতামে
লাগানো খেলমার দেওয়া ফুলটি। পরম সুরমে হাত বুলালেন একবার ঐ
নরম ফুলটিতে : খেলমার দেওয়া। রহস্যময়ী, প্রেমময়ী খেলমার প্রেমের
পদশ বুঝি ঐ ফুলটির মাধ্যমে পেলেন এরিংটন।

প্রেম ! তুমি শক্তিমানকে করো দুর্বল—ঝেড়ের মুখে কুটোর মতো।
তুমি সম্মানিতকে করো ধূলি ধূসরিত—পথের ঘাসের মতো। তোমার রূপায়
হাস্তময় নগ্নশিশুও পারে বুঝি পদ্মের মৃণাল দিয়ে হিংস্র গিংহকে বন্দী
করতে ? প্রেমের অভিসার প্রথমে শুরু হয় শংকা আর সংকোচ দিয়ে ; সেই
সঙ্গে দেখা দেয় আশা আর আকাংখা। শেষে হয় জয় তার পাণ্ডয়ার আনন্দ।

লর্ড এরিংটন। স্বদেশে তিনি এসেছেন বহু নারীর সংস্পর্শে। স্তম্ভরী
শ্রেষ্ঠা, স্তম্ভাভা অভিনেত্রী, পুরুষ মজানো মায়াবিনী—অনেকেই ফাঁদ
পেতেচে অনেকবার ঐ সোনার চাঁদটিকে ধরবার জন্তে। কিন্তু লর্ড হেসে
তাদের বিদায় দিয়েছেন, মন দেন নি কাউকে। আর এখন, এই বিদেশে
এক বিদেশিনীর প্রেমে পড়লেন বাঁধা ; অথচ যা গুনলেন বন্ধুদের কাছে
—তাত্ত্বিক লেগেচে তাঁর বাঁধা।

এরিংটন রেজিংয়ে কল্লুই ভব দিয়ে দাঁড়ালেন। চেয়ে বইলেন দুবে
আপসা দিলে যব দিকে। জল পড়া আলোর কঁপন মনেও নিলো
হয়তো দেখা।

দেখ গাক কী হয়। লর্ড সোজা হ'য়ে দাঁড়ালেন। বাজ্রে ভেবে
লাভ নই।

হঠাৎ তাঁর গোগলটা জল ঢল কবে উঠলো : দুবে একটা নৌকো
এগিয়ে আসে। তখন তাঁর, এগিয়েই তো আসে। খানিক পরেই
নৌকোখানা তবীব গায়ে এসে পড়ে। খেয়ে ছুঁতে লাগে। নৌকোর
উপর হঠাৎ তাঁর দাঁড়ানো হঠাৎ হঠাৎ দেখা গেল যে সিগার্ড।

তুমি—লর্ড চিন্তা পেয়ে চোঁয়ে উঠলেন : কী ব্যাপার ?

আপন রথোজ্ঞ এসেছি।

দাঁড়া, দাঁড়া মই নামিয়ে দিই।

হ্যাঁ দিন।

লা নিম্নে হঠাৎ তাঁর মই নামিয়ে দিচ্ছি—নিজের নৌকে। তবীব
শিকলের সঙ্গে যথেষ্ট তীব্র হ'বে উপর থেকে ঝেঁপে নেবে সিগার্ড।

আপনি একলা এখানে ?

হ্যাঁ।

সাহসী আপনি ?

মনে কবি হ'ই।

আমি কল্লু আপনাকে হত্যা করতে এসেছি—

কী অপরাধে বন্ধু ?—লর্ড হাসলেন।

শুবনো হাসলো সিগার্ডও : বন্ধু বলছেন কাকে ? এ সংসারে কেউ
কারের বন্ধু নয়। এ থেকে বলচে, যুদ্ধ দেখি। শাস্তি নেই, শাস্তি
নেই। ঝড়, জলজলের সঙ্গে যুদ্ধ বাস্তব ; শোনেননি তাব শোঁ শোঁ শব্দ ?
সূর্য ব্যস্ত আকাশকে নিয়ে, আলো চায় অন্ধকারকে সরাতে। আর জীবন

করচে মরণের সঙ্গে হাতাহাতি। অশান্তি, অশান্তি। চারিদিকে
অশান্তি! কারোর মনে সুখ নেই। বন্ধুত্ব ব'লেও আর কিছু নেই।
কাজেই জেনে রাখুন, বন্ধু আমরা নই।

বেশ, মেনে নিচ্ছি তাই।—লর্ড হাসলেন : যদি ভাল লাগে তোমার,
আমরা লড়াই করবো !

করবো নয়, করছি।—সিগার্ড বললো : আপনি জানেন না, আমি
জানি। আপনার তরবারি আমার বুক চিরে চ'লে গেছে মর্মস্থল পর্যন্ত।
না, না, টাকার কুমীর ইংরেজ মশায়, ওদিকে নদ্রর দেবেন না কিন্তু !

কোন দিকে ?

খেলমার দিকে।—সিগার্ড বললো : মার কোণ থেকে টেনে নেবেন
না তার মেয়েকে। শাস্তিতে ঘুন্টে যে ঐ গুহায়, তার মনেও দিতে চান
কষ্ট ? নিষ্ঠুর !

সত্যিই নিষ্ঠুর আমি। আচ্ছা, আমি কি করলে তুমি মনে
শাস্তি পাও ?

আপনি চ'লে গেলে। সিগার্ড বললো : চ'লে যান আপনি এখান
থেকে। কী হবে এখানে থেকে ? আমাদের দেশের পাহাড়গুলো
কালচে, জমিগুলো পাথুরে। বিস্ত্রী। আপনাদের দেশ কী সুন্দর ! দিন-
রাত্রে খেলা সব জারগায় ; ফলকুলে ভরা গাছ। আর, আর গুথানকার
মেয়েরাও তো ভাল। যান, যান ওখানেই যান। এখানে কেন ? খেলমার
ক্ষতি ক'রে কী আপনার লাভ ?

ক্ষতি ? লর্ড অবাক হ'লেন : খেলমার ক্ষতি করবো আমি ? না,
না, সিগার্ড, তুমি ভুল বুঝচো !

ঠিকে ভুল আমি করিনে। বেশ, যাই আমি—যা ইচ্ছে কখন আপনি।
—সিগার্ড বললো হঠাৎ : ঐ, ঐ সে ডাকচে, আমি যাই, চললাম আমি।

আর দাঁড়ালো না সিগার্ড। দড়ির মই বেয়ে তরতর ক'রে নেমে

গেল নিজের নৌকায়। পরে নৌকো খুলে নিয়ে দাঁড় টেনে টেনে তীরের মতো এগিবে গেল গুল্ডমারদেব ঘাটের দিকে।

আবছা আলোয় সিগার্ড, লর্ডের গোথে ঝাপসা হ'য়ে গেল বটে কিন্তু তাব কথায় দিব্যদৃষ্টিতে তিন বঝলেন যে, ডুপ্তের ধারণা ভুল।

খেলমার মা এই গুহায় সমাধিহা; অব খেলমা আসে এই গুহায় মাকে শ্রদ্ধার্ঘ্য দিও।

পবানন্দ সঙ্গীত।

ধামক পাদীপ্রবর বেভাবেও চান্দ চান্দসুন্দর। নিজের নৌকো বেয়ে যাচ্ছিল গেল ওলাং ও মেংবেব বা ডব ঘাটেব দিকে। গরমকান। দাঁড় টানাবও ভালো অভ্যাস নেই। ১৭৫৫ই তাব বাড়তি মেব চুটো ধাম বেঞ্চে লাগলো। ছ মা গা। ১৩জে। তুক থেকে গলিয ঘাম চোখে এসে পড়াব চোখ ঢুটো জলা করতে লাগলো।

তবু ই'স-কাস কবতে করতে দাঁড় বেয়ে এগুও লাগলেন... পাদীপ্রবর। কারণ ৩৫০। তিন খেলমা' নাম লেখা একটি ক্রশ-পদক পেয়েছেন কুড়িয়ে। সেটিক তেরং দিত হবে তো খেলমার কাছে। খেলমার কাছে যাবার এমন একটা সুযোগ ছাড়া যায় না সহজে।

দিনটা যেন সূর্যেব আলোয় পুড়চ। নদাব জলটা যেন তেলের মণ মিথর, ভাবি। দাঁড় নডতে চায় ন', ভারি যেন লোহার মত। মনটাও ভারি, ভয়ে। কিন্তু প্রাণটা খেলমার কাছে যাবাব জগ্রে উদগ্রীব।

শেষপর্যন্ত গুল্ডমারদেব ঘাট এসে গেল। ডাইসওয়ার্থ সেখানে নৌকো বেঁধে নামলেন। গেলেন তাদের বাড়ির দিকে। কাছে গিয়ে দেখেন বাড়ির দরজা-জানলা সব বন্ধ, বাইরেও কেউ নেই। কর্তা ওলাফ

বোধ হয় বাড়িতে নেই, তাই খেলমা দরজা-জানলা বন্ধ ক'রে বাড়ির মধ্যেই আছে। ভেবে নিতেই মনটা নেচে উঠলো যেন।

সদর দরজায় গিয়ে কড়া নাড়লেন ডাইসওয়ার্থি। কিন্তু দরজা খুলে সামনে দাঁড়ালো যে, সে খেলমা নয়, ব্রিটা, ও বাড়ির পরিচারিকা, যুবতী। আঁটসাঁট পোষাকে যৌবন রেখা আরো পরিস্ফুট। স্বভৌল হাত দু'খানির আঙুলগুলো ভেজা, হয়তো জলের কাজ করছিল।

ব্রিটা চিনতো পাদ্রীমহাশয়কে। বললো : কাকে চাই ?

তোমার কর্তা কোথায় ?

বাইরে।

খেলমা ?

ব্রিটা হেসে বললো : তিনিও বাইরে।—ব্রিটার হাসিতে গালে পড়লো টোল।

কোথায় ?—শুকনো মুখে ডাইসওয়ার্থি বললেন।

ব্রিটা কৌকড়া চুলগুলো একবার ঝাঁকিয়ে নিয়ে আবার হেসে জানালো : ঐ যে বিদেশী ভদ্রলোকেরা এসেচেন বেড়াতে, তাদের নৌকোয় আজ কর্তার আর দিদিমনির নেমন্তন্ন !

পাদ্রীপ্রবর রীতিমত ঝাঁকুনি খেলেন মনে হ'লো। আর ছুঁ ব্রিটা তা বুঝতে পেরে খুসীতে উপচে পড়লো যেন। আবার হেসে বললো : ভদ্রলোকেরা ভারি অমায়িক, ভালো। কথাবার্তাগুলো ভারি মিষ্টি।

ডাইসওয়ার্থি থামিয়ে দিলো তাকে : শোনো, শোনো যা বলি। আমি এসেছিলাম ফ্রোকেন খেলমাকে একটা জিনিষ দিতে। সেটা তারই, আমি খুঁজে পেয়েছি।

বেশ তো দিয়ে যান আমার কাছে, দিয়ে দেবো তাঁকে।

না। তাকেই দেবো আমি। তোমাকে দেবার মত জিনিষ নয় সেটা। আমি পরে—

কথা শেষ না ক'রেই চমকে উঠলেন পাজীমশায়। কী যেন তার পা ঘেঁসে গেল। ঘাড় ফিরিয়ে দেখেন, বামন সিগার্ড।

সিগার্ড তার দিকে হেসে বললো : কী ব্যাপার মোটামশায় ? পার্থী নেই তো ? পালিয়েচে। ভূঁড়িটা তো বেশ বাড়চে দিন দিন। আর চেহারাটাও বেশ হচ্ছে তো " তোমার কাছে আমি দেখছি রাজপুত্ৰুব।—ব'লেই ত্রিটা পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে তার এপ্রণের কোণটা টানলো : আমার কিছু খেতে দাও তো ব্রিটা, বড় খিদে পেয়েচে।

ডাইসওয়ার্থ হতবাক হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, সিগার্ড হেসে বললো : আর দাঁড়িয়ে কেন ? বেটে পড়ুন। দেখুন বরং খেলমা কতদূর গেল !

চূপ করো।—পাজীমশায় বললেন : আমি। ক করবো, তা তোমার কাছে না শুনলেও হবে। আচ্ছা ব্রিটা, এই অপদার্থটাকে এখানে আসতে দাও কেন, বলো গেল ?

ব্রিটা হাসলো আবার : অপদার্থ কে ? এই ছোট্ট পোকটি ?—সিগার্ডের কাঁধে হাত রেখে বললো : যদি পদার্থ বলতে কিছু থাকে তা' এর মধ্যেই আছে। কাঠ কাটা, পাহাড়ে ওঠা, গরুকে খেতে দেওয়া, নৌকো বাওয়া, বাগান করা, সব পারে এ—না সিগার্ড ?

সিগার্ড একগাল হেসে মাথা নাড়লো।

তবে হ্যাঁ, ও যা বলে অনেকই তা ধরতে পারে না সহজে। মনে হয় হৈয়ালি।—ব্রিটা যোগ দিয়ে দিলো।

ডাইসওয়ার্থ দেখলেন, এখানে দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক হচ্ছে না। স'রে পড়াই ভাল। বড় বাঁকা বাঁকা কথা বলে মেয়েটা আর কাটা কাটা কথা বলচে ঐ বামন !

পাজীপ্রবর আর কিছু না বলেই চললেন নিজের নৌকোয়। নৌকো দিলেন ছেড়ে। ভাবতে লাগলেন নিজের মনেই : মেয়েটা লর্ডের নাম শুনেই মজ্জচে ; বুঝচে না, কোথাকার জল কোথায় যাবে শেষপর্যন্ত।

ভালোই, আমার পক্ষেই ভাল। মেয়েটার গায়ে কাদা লাগলে আমার পথই পরিষ্কার! এ বিষয়ে উলরিকাকে এবটু উস্কে দিলেই হয়, বদনাম রটিয়ে দেবে চারিদিকে।

পাদ্রীপ্রবর ডাইসওয়ার্থি যখন মনে মনে এইসবই ভাবছিলেন, তখন বসকবের কাছেই এক ভাণ্ডা কুঁড়েতে দু'জনে মুখে মুখি ব'সে এক ষড়যন্ত্র করছিল। দু'জনেই স্ত্রীলোক। একজন ঐ উলরিকা, পাদ্রীর পরিচারিকা এবং অগ্ৰজন বয়স্ক লোভিসা।

আর কতদিন অপেক্ষা কর'তে হবে জানিনে আমি। লোভিসা বলছিল : ঐ গুল্ডমার আমার পরম শত্রু। আর ঐ মেয়েটা? ওটা তো ডাইনী! বিশ্বাস কর্ উলরিকা—ও মেয়েটা ভাষণ ডাইনী। ওর মৃত্যু চাই-ই! ওরা আমার মেয়ের মেয়ে ত্রিটাকে পর্যন্ত পর ক'রে দিচ্ছে! —লোভিসার চোখ ছটো জল্ জল্ করতে লাগলো।

কী ক'রে জানলে, থেলমা ডাইনী?—ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করলো উলরিকা।

আমি জানিনে!—লোভিসা বঁকা হাসি হাসলো : ওকে তুই ছুরি মার, দেখবি একটুও রক্ত পড়বে না। শিরায় শিরায় ওর আগুন, শয়তানের কারসাজি! দেখিসনি গায়ের চামড়া কী সাদা, আর চুলের রং কিরকম সোনালী! মানুষের হয় নাকি অমন? আমি ওকে জানি, ওর মাকেও জানতাম। আর জানতাম ভালো ক'রে ওর বাবাকে, মানে, জানিস, উলরিকা, আমার ঘোবনে আমি ভালোবেসেছিলাম ঐ ওলাফ গুল্ডমারকে। ওলাফও একদিন আমার এই গালেই চুমু খেয়েছিল—কিন্তু বিয়ে করলে আর একজনকে। অবশ্য,—আমারও বিয়ে হলো আর

একজনের সঙ্গে। কিন্তু সে চুখন-চক্কু ঘেন আজও আমার গালে গেগে রয়েছে, অণচ রইলো না আমার কিছুই। না ত নিটাকে পর্যন্ত ঐ ডাইনীটা হাত ক'রে নিয়েচে। ওকে আমার কাছে কিরিয়ে দে উলরিকা। বল তোর পাদ্রীমশায়কে, ঐ ডাইনীটাকে ধ্বংস করতে।

উলরিকা চিস্তিত হ'য়ে বললো : কথা যখন দিয়েচি, রাখবার চেষ্টা করবো যথাসাধ্য। আচ্ছা, উঠি আমি, দেখি কী করা যায়!

উলরিকা ফিরে এলো ডাইনগুয়ার্থির বাড়িতে। ঢুকলো নিজের ঘরে। ইচ্ছে ক'রেই নগ্ন হ'লো সম্পূর্ণ। উদ্দাম যৌবন জোয়ার ঘেন তরু হ'য়ে থেমে গেছে তার মাথা ভেঙ্গে! হাঁটু গেড়ে বসে কী ঘেন বিভ্রিড় ক'রে বলতে লাগলো সে, শিউরে উঠতে লাগলো তার সারা শরীর। চোখ দিয়ে বারতে লাগলো অশ্রুধারা। কী তার দুঃখ? কেন এই অগ্নিশোচনা? কী অপরাধ সে কবলো? পানিক পরেই সে উঠে দাঁড়ালো। চোখের জল মুছে গোয়াক পরলো। দিব্যি শাস্ত্রভাবেই ঢুকলো রান্নাঘরে—ডাইনগুয়ার্থির জন্তে খাবার তৈরী করতে হবে।

না, না, মিঃ ডুপ্রে, আপনি ফরাসী; আপনি না হয় অভ্যেসের দরুন ফরাসী ভাষা বলেই ফেলেচেন—কিন্তু আমার মেয়ে যখন তার উত্তর আশাকরি নিখুঁত ফরাসীতেই দিয়েচে, তখন আপনার লজ্জার কি কারণ থাকতে পারে?—আরো বললেন ওলাফ ওল্ডমার : খেলমাকে আমি ফ্রান্সে আলোর এক কনভেন্টে পাঠিয়েছিলাম সুশিক্ষার জন্তে। খেলমা এলজেন্দ্রা, জিওমেট্রি জানে না বটে, তবে জানে চমৎকার গাইতে, পড়তে, লিখতে—সংসারের কাজ করতে। আমি ঐ কনভেন্টের ধার্মিকাদের বলেই দিয়েছিলাম, দেখুন, আমার মেয়েকে বিত্তে-দিগ্গজী করবার

দরকার নেই। আমি চাই, সে একজন সর্বগুণবতী মহিলা হ'য়ে উঠুক, শিশুক অথকে সম্মান করতে, নিজের সম্মান রাখতে।—তা' খেলমা আমার—আমার মনেরই মত হ'য়েচে। অন্ততঃ খারাপ বলে তো মনে হয় না—কী বলুন!—হেসে উঠলেন রুদ্ধ!

বাবা যেন কী?—লজ্জায় লাল হ'বে উঠলো খেলমা। আর খেলমার কথা শুনে চার বন্ধু উঠলেন হেসে।

গল্প হাচ্ছল, লড' এরিংটনের প্রমোদ ভাণী 'উলোলাই'তে বসে—চায়ের নিমন্ত্রণে।

এরিংটন হঠাৎ কথা পাড়লেন : আচ্ছা, আপনারা সিগাড নামে এক বামনকে চেনেন? সে কাল এই নৌকোয় এসেছিল।

তাই নাকি? খুব চিনি তাকে।—রুদ্ধ বললেন।

সে তো অপরিচিত কোন জায়গায় বায়ানা ব কবরের সঙ্গে কথা বলে না। আপনার কাছে কেন এসেছিল?—খেলমা চিন্তিত হ'লো।

এসেছিল এমনি ইচ্ছা। ওলাফ ডাডিয়ে দিলেন কথাটা : ছেলেটা ঐ একরকম, বুদ্ধজেন? খেলমা জন্মবার কিছুদিন আগে একদিন আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে নদীর ধারে বেড়াছিলাম, হঠাৎ নড়বে পড়লো, ঘাটে বাধা এক নৌকোর হালের সঙ্গে ঠেকে আছে একটা বড় কাঠের বাস্ক। আমি তাড়াতাড়ি বাস্কটা ডাঙায় টেনে এনে খুলে দেখি, হিতরে একটি শিশু,—বিস্মৃতকিমাকার দেখতে—বুকে ক্রেশব মত একটা কাটা দাগ। আমি তো ভেবেছিলাম, ম'য়েই গেছে, কিন্তু আমার স্ত্রী ছেলেটাকে কোলে তুলে নিলো দু'হাত বাড়িয়ে : মানুষ ক'রলো বুকে পিঠে ক'রে। তারপর খেলমার জন্ম হ'লো—দুটিতে মানুষ হ'তে লাগলো একসঙ্গে। ছেলেটার নাম রাখলাম সিগাড। বেচারী আমার স্ত্রীকে একদণ্ড ছেড়ে থাকতে পারতো না, এখন হয়েছে সে খেলমার হাতবরা, ক্রীতদাস যেন। বাক্য, ওসব কথা,—ওলাফ গুলুয়ার বললেন : আপনারা গল্প বলুন, শুনি।

না, না, আপনিই বলুন, যেমন বলছিলেন।—সবাই ব'লে উঠলেন
একবারে।

কী আর বলবো?—বুদ্ধ বললেন : আজকাল দেখে যাবার দিন—
বলবার কিছু নেই। রাজনৈতিক আলোচনাই বদি করেন, এই দেখুন
না—ইংলণ্ডের মন-সম্মান ক্রমেই যেন কমে আসছে। আর আমেরিকা
তো টাকার অহংকারেই মত্ত; ভাবচে টাকা দিয়েই সারা জগৎ জয়
করবো—ভালবাসা দিয়ে নয়। ওদের রাজনৈতিক আচরণ আমি অন্ততঃ
ভুল বলেই মনে করি। সামাজিক জীবনে ওরা গতিপ্রিয়। জীবন-
বাতির হুমুখেই ওরা আগুন ধরিয়েচে যেন। তাছাড়া ওদের না আছে
ঐতিহ্য, না আছে সংস্কৃতি। ডলার দিয়ে সব কেনা যায়—জাতীয় ঐতিহ্য
হাত করা যায় না। আর ঐটি না থাকলে ইতিহাসের পাতায় দাগ রাখা
বড় শক্ত।

তা হ'লে আপনি বলতে চান, নতুন কিছু করা অসম্ভব?—লড'
বললেন : বলতে চান গতির পরিণতি হ্রগতিতে?

দেখুন—ক্লার্ক বললেন : নতুন ব'লে এ পৃথিবীতে কিছু নেই। আজ
যা নতুন, কাল তা পুরোন হ'য়ে গেছে। লোকে আজ যা দেখে হাঁ হ'য়ে
যায়, কাল তাই-ই দেখে হাসে উপেক্ষার হাসি। এই নরওয়েরও দিন
ছিল একদিন, তবে সেদিন আর আসবে কিনা জানিনে। তবু, তবু আমি
নিজেকে একজন নরওয়ে-বাসী বলেই গর্ব করবো—ইয়াংকি হ'তে চাইনে।

ঠিকই বলেচেন—লরিমার বললেন : এ বিষয়ে এরিংটন, তোমার কি
মত?—ব'লেই খেলমাকে বললেন : জানেন, আমার এই বন্ধুটির পেটে
অনেক কিছু গজগজ করে। ইতিহাস, দর্শন, কাব্য, নানা ভাষা—তবু
বাইরে থেকে বোঝা যায় কিছু?—আঃ বাধা দিয়ে না, বলতে দাও—
জানেন, সর্সর্ করে কলমও চলে এর—কবিতা লেখেন। ছাপাও হয়েছে
সে সব কবিতা!

আঃ, চুপ করো না লরিমার !—এরিংটন বললেন : মিস গুল্ডমারকে'
আজ্ঞেবাজে বথা শুনিযে বিবর্ত্ত করচো কেন ?

খেলমা ব'লে উঠলো : বিবর্ত্ত হ'তে যাবো কেন ? এ তো একটা
আনবার মত খবর । সত্যি, পশুপাখী শিকার কবে আনন্দ পাবার
চাইতে কবিতা লিখে আনন্দ পাওয়া যায় বেশি, আনন্দ দেওয়াও যায়
অত্যধিক ।

ডুপ্রের এতক্ষণ চুপ ক'বেই ছিলেন । হাৎ বলে উঠলেন : আপনি একটু
আমাদের আনন্দ দেন না ?

তার মানে ?

একটা গান গেয়ে শোনান না ?

ডুপ্রের প্রস্তাবে সবার খুশি হ'য়ে উঠলো । সত্যি, এ কথাটা তো
কারোর মাথায় আসেনি এতক্ষণ ! খেলমা হাসলো শুধু, আপত্তি করলো
না । খানিকক্ষণ নিস্তর । পরে শুধু আকাশ গুণ্ড'য়ে উঠলো সুরধ্বনিব
তরঙ্গ মাধয়ে । খেলমা গাইলো নরওয়ে'র একখান প্রেম সঙ্গীত :

আমাব এ রূপ ভালো লাগে যদি,
আমারে নিয়ে গো তুলো না,
পৃথিবীর রূক রত আছে রূপ
কি রূপে বরো গো তুলনা
মোব সাথে । শুগো তুলো না,
প্রিয়তম, আমাবে নিয়ে গো তুলো না ॥
ভালো লাগে যদি মম বোবন
তুলো না বো । প্রিয়, এই উপবন
হৃদিনেব তরে । ভালোবেসো তুমি
পৃথিবীয়ে, প্রতি মধুমসে বেধো তুলনা ॥

ভালোবাসো যদি মম সম্পদ,
 ফুরাবে যেদিন, হবো যে আপদ ;
 সাগরিকা আছে, রক্তাবতী সে,
 ভালোবেসো তারে, মনটারে নিয়ে চলো না ॥
 তবু যদি ভুমি মোবে ভালোবাসো,
 কিছু না পেলোও, •বু কাছে আসো
 তুলে দেবো হাতে মোর প্রেমডালি
 সে প্রেমের নেই তুলনা ॥
 প্রিয় সেদিন আমারে হুলনা ॥

গান থেমে গেল ।

সুরের মুহূর্তে গানটা আকাশ বাতাসে ধ্বনিত হ'তে লাগলো যেন ।
 লাগলো সবার মনে, সবার প্রাণে । বিদেশীদের কাছে গানের ভাষা ছিল
 দুর্বোধ্য—কিন্তু সুর, ভাব তো ভারি বাধ্য মানে না । চেউ দেয় মনের
 কিনারে, প্রাণের অন্তরে ।

খেলমা নিতুক্রতা ভাঙলো : গানের সুরটা বড় করুণ, ভাষাটাও ।
 অবশ্য, প্রেম সবসময়েই তখন জড়ানো ।

সবসময়েই ?—প্রশ্ন করলেন লবিমার ।

তা জানিনে ।—খেলমা স্বীকার করলো : তবে বইতেতো তাই পড়ি ।
 অবশ্য, বিরহ বেদনার মাধ্যমেই খুঁজে পাওয়া যায় মিলনের আনন্দ ।
 —যাক, আপনারা কেউ এবার একটা গান করুন ।

এতক্ষণে ঠিক বলেচেন, এরিংটন বললেন : আমাদের গান শুনলে
 পালাবার পথ পাবেন না । তবে হ্যাঁ, আমি গাইবার চেষ্টা করতাম আগে,
 কিন্তু ঐ লবিমারটা আমাকে বরাবর দমিয়ে দিয়েছে ।

দেখুন, পুরুষের গলায় গান মানায় না ।—লবিমার বললেন : ধোপ

‘হরন্তু ছাট প’রে আর গলায় লাল নেকটাই পরে—পুরুষগুলো যখন হেডে গলায় মুখভঙ্গী ক’রে চীৎকার করে—তখন যদি তাদের সামনে একটা আঁশি ধরা যেত, তা হ’লে, আমি বলতে পারি, আর কখনো তারা গান গাইতো না। গান গাইবার সময় মেয়েদেরই স্তন্য দেখায়।

ঠাট্টা করছেন?—খেলমা লজ্জা পেল।

সত্যি বলছি।

বাক, আর প্রশংসায় দরকার নেই।... এখন ওঠো বাবা, যাই। দেরি হয়ে গেল।

ওলাফ গুল্ডমার উঠে দাঁড়ালেন। উঠে দাঁড়ালেন আর সকলেই। ওলাফ বললেন : কাল আত্মন, বর্ষায় সালমন মাছ গাঁথা দেখাবো।

সবাই খুশী হ’য়ে রাজী হলেন। ম্যাকফারলেন বললেন : আপনিও সঙ্গে যাবেন তো মিস গুল্ডমার ?

না। ক্ষমা করবেন।—খেলমা বললো : ওসব নিষ্ঠুর কাজে মেয়েদের থাকা শোভা পায় না।

বলেন কি?—লরিমার বললেন : আজকাল মেয়েরা কী কাজে থাকে না; তাই বলুন তো ? শিকারে, বাঁড়ের লড়াইয়ে, বক্সিংয়ে, কুস্তিতে—সর্বত্রই তো মেয়েদের আসন সবার সামনে। এসব ব্যাপারে মেয়েদের উৎসাহ বেশি, পুরুষদের চাইতে। আজকালকার মেয়েদের মনের খবর, মনে হচ্ছে, ভালো ক’রে জানা নেই আপনার।

আপনার জানা আছে বুঝি ?

জানা আছে মানে, হাড়ে হাড়ে জানা আছে। আকাশে বজ্রের গতি আপনি হটাতে পারেন হয়তো, আধুনিকাদের প্রগতির গতি এদিক ওদিক করা দুঃসাধ্য !

আমার তা মনে হয় না। মেয়েদের ভাল ক’রে বোঝালে তারা পুরুষের মনের মতই চলে। আর তা না চললে, সংসার হবে বিষময়।...আচ্ছা,

এবার আমরা চলি। নইলে সিগার্ড হয়তো আমাদের খোঁজে ছুটে আসবে এক্ষুনি। আর বেচারি ব্রিটা আমাদের পথ চেয়ে বসে আছে।

সবাই নামতে লাগলেন তরণী থেকে। তীরে এসে লর্ড এরিংটন খেলমাঝে বললেন কাঁপা গলায় :

চমৎকার কাটলো সময়টা।

হঁ।

বড় ভাল লাগলো।

আমারো।

এক পক্ষকাল পরে।

শুল্কমার পরিবারের সঙ্গে বিদেশী যুবকদের ঘনিষ্ঠতা বেড়ে গেছে।

বুদ্ধ ওলাফের অনুবোধে বিদেশীরা তাঁর বার বাড়ীতেই বাস করছেন। আরামেই আছেন সেখানে। আতিথ্যের ক্রটি করছেন না ওলাফ এবং খেলমা।

বন্ধুত্ব হয়েছে তাঁদের সিগার্ডের সঙ্গে। কিন্তু তবু যেন, সিগার্ড ওদের ভালো চোখে দেখতে পারছে না। লরিমারকে বরং পছন্দ করে, কিন্তু এরিংটনকে দেখলেই দূরে স'রে যায়, তাঁকে এড়িয়ে চলে।

এক সন্ধ্যায় লরিমার ঘরের জানালা দিয়ে দেখলেন, এরিংটন আর খেলমা সামনের বাগানে বসে নীচু গলায় গল্প করছেন। লর্ডের কথার জবাব দিচ্ছে নম্রমুখী খেলমা হ্যাঁ-হঁ ক'রে। লরিমার স'রে গেলেন জানালা থেকে। বাড়ি থেকে বেরলেন অতৃপ্ত হয়েই। ক্রমে হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে পড়লেন কাছে পাইন বনের মধ্যে। সেখানে ঘাসের উপর বসলেন তিনি, ধরালেন একটা সিগ্রেট।

নিজের মনেই হাসলেন লরিমার : সত্যিই, এমনটা হবে, ভাবিনি তো ? যুদ্ধে শত্রুর সামনে দাঁড়ানোও বোধহয় সহজ । কিন্তু এমন ক'রে নিজেকে ঠকানো ? মনের কষ্ট চেপে মুখে হাসি ফোটানো ? শক্ত, বড় শক্ত ! কিন্তু তা ব'লে, মনের কথা মেনে নেওয়া ? অন্মায়, অল্পচিত । না, না—উচিৎ হবে না । ছিঃ লজ্জা করে না—রাষ্ট্রের !

নিজের মনকে ধমকালেন লরিমার । কিন্তু চমকে উঠলেন হাঁটুতে কার স্পর্শ অনুভব ক'রে ।

কে ?—ঘাড় ফিরিয়ে চেয়ে দেখেন সিগার্ড' : এখানে যে ?

তুমি এখানে যে ?—বামন অর্থপূর্ণ হাসলো ।

এই, এমনি ।

না ।

তার মানে !

তোমার মনের কথা, তোমারই মুখে শোনা গেছে । তুমি নিজেকে ধমকাতো !

কি বলতে চাও তুমি ?

আমি সোজা কথা বলতে চাই । তোমার মন থাকে চায়—তাকে পাওয়ার জন্তে হাত বাড়িয়েছে অস্ত্র লোক । তোমার উচিৎ কি জানো ?

কি ?

তাকে হত্যা করা ।

লরিমার চমকে উঠলেন : কী তুমি বলচো সিগার্ড পাগলের মত ? জানো, সে আমার পরম বন্ধু ।

কিন্তু তুমি কি খেলমাকে ভালবাসো না ?

নাঃ । না—না ।

সিগার্ড' আর দাঁড়ালো না সেখানে । প্রায় একলাফে সেখান থেকে 'অদৃশ্য' হ'য়ে গেল বনের মধ্যে ।

পরদিন রবিবার।

কথা আছে, আজ রাতে এরিংটনরা খেলমাদের সঙ্গেই রাত্রে খাওয়াটা খাবে। কাজেই ব্রিটা রান্নার কাজে ব্যস্ত। দেখাশোনা করবার জন্তে খেলমা রয়েচে বাড়িতে। বুদ্ধ ওলফ এরিংটনদের নিয়ে গেছেন পাহাড়ে বেড়াতে। সঙ্গে গেছে সিগার্ডও।

খেলমা লতার ঘেরা বারান্দায় বসে ভিক্টোর হুগোর লেখা একখানা উপহাস পড়ছিল। 'আর মাঝে মাঝে চোখ মেলে দেখছিল সামনের ব'য়ে খাওয়া ফোর্ড নদীর দিকে। ঘাটে বাঁধা 'উলেনাই'।

খেলমার আশেপাশে একটা প্রজাপতি ঘুরে বেড়াচ্ছে। সামনের সিঁড়িতে ব'সে আছে গলায়-লাল-ফিতে-বাঁধা একটা বিড়াল ছানা। রবিবারের বিকেল। শান্ত, মধুর, নিতরুণ।

হঠাৎ জুতোর ভাবি শব্দ কানে এলো খেলমার। খেলমা চোখ তুলে দেখলো, মিঃ ডাইসওয়ার্থ আসছেন। বিড়াল বাচ্চাটা তো ভয়েই পালালো। প্রজাপতিটাও উড়ে গেল যেন কোথায়।

মিঃ ডাইসওয়ার্থকে আসতে দেখে বই বন্ধ ক'রে খেলমা উঠে দাঁড়ালো। পাত্রীপ্রবর একগাল হেসে বারান্দায় এলেন : এই যে ফ্রোকেন খেলমা, ভাগ্য ভালো দেখা হ'লো আজ। কেমন আছো?

ভালো। কিন্তু বাবা তো এখন বাড়ী নেই!

পাত্রীপ্রবর আকর্ণ হেসে বললেন : তুমি থাকলেই হবে।—ব'লেই বসলেন সামনের চেয়ারে : তোমার ক্রশ একটা পেয়েছি আমি, দিতে এলাম সেটা।

পকেট থেকে বার করলেন একটা কাগজের মোড়ক। মোড়কটা তাঁর মোটা-মোটা আঙুল দিয়ে খুলে বার করলেন ক্রশটা। পরে সেটা খেলমার চোখের সামনে তুলে ধরলেন।

অশেষ ধন্যবাদ!—খেলমা বললো : ওটা আমার মায়ের ছিল। মৃত্যুর সময় তাঁর গলাতেই ছিল এটা।—খেলমা হাত বাড়ালো।

পাদ্রীপ্রবর খেলমার নরম কর-কমল তাঁর বাঁ হাত দিয়ে ধ'রে ক্রশটা' দিলেন, কিন্তু ছাড়লেন না তার হাত। বললেন : আজ থেকে আমরা তা' হলে বন্ধু হ'লাম।

খেলমা হাত টেনে নিলো। মুখখানা গভীর—টানটানী আকাশ যেন কালো মেঘে ঢাকা। বললো : বন্ধুত্ব দুশ্রীপ্য। এক মত, এক মন, পরস্পরের প্রতি টান না থাকলে - বন্ধুত্ব হয় না। আপনার সঙ্গে আমার কোন মিলই নেই—কাজেই বন্ধুত্ব হবে কি ক'রে ?

তা তো বটেই !—পাদ্রীপ্রবর মুখ বেঁকিয়ে বললেন : রূপবান ধর্মী ইংরেজ না হ'লে বন্ধুত্ব করা চলে না।

আপনি কি বলতে চান ?—খেলমা তীব্রকণ্ঠে বললো।

আমি কিছু বলতে চাইনে। লোকে বলে, তাই বললাম।—ডাইসওয়ার্থি বললেন : সত্যি বলচি, ফ্রোকেন খেলমা, ঐ বিদেশীরা এখান থেকে চলে গেলেই মঙ্গল ; নইলে ক্রমেই গুজব বাড়বে।

বাড়ুক।—খেলমা দৃষ্টভঙ্গীতে বললো : আমাদের নিয়ে কারোর মাথা ঘামাবার দরকার নেই। আগনিও ঘামাবেন না আশাকরি।

ভুল বললে ফ্রোকেন।—পাদ্রীপ্রবর একগাল হাসলেন : আমি মাথা না ঘামিয়ে থাকি কি করে বলো ? আমার কর্তব্যই তো এই। একটা সরলা যুবতী ভুল ক'রে ভুল পথে যাবে—আর আমি তার দিকে আমার সাহায্যের হাত এগিয়ে দেবো না ? না, না, খেলমা, সে আমি পারবো না।—ডাইসওয়ার্থি কাসলেন : জানো খেলমা, ঐ ইংরেজটার সঙ্গে বেশী ঘনিষ্ঠতা করলে তার পরিণাম কি ? নরক। হ্যাঁ, নরক।...কিন্তু আমি তা হ'তে দেবো না। তোমার মত দেবীকে নরকে যেতে দেবো না আমি। বাঁচাবো আমি তোমাকে।—হঠাৎ খেলমার হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে ভরলো : আহা-হা, কী নরম হাত, কিন্তু কী নিষ্ঠুর হাত। এ হাত কি আমার হাতের মধ্যে ধরা—

চুপ করুন।—বাঁঝিয়ে উঠলো খেলমা। টেনে নিলো হাত : লজ্জা করে না আপনার ? বয়েসের তো গাছ-পাথর নেই—তবু জঘন্য মনোবৃত্তি যায়নি আপনার। আবাব পাদ্রীগিরি করেন। ছিঃ ছিঃ!

কী ? অপমান ! রেভারেণ্ড চার্লস ডাইনওয়ার্থি ! ধার্মিক প্রবর। যার একটু করুণা পেলে সবাই ধন্য, তাঁকে অপমান ! আর অপমান করতে সাহস পেলো এক চাষীর মেয়ে। বটে ! ডাইনওয়ার্থির চোখমুখ লাল হ'য়ে উঠলো, লজ্জায়, অপমানে, রাগে। কিন্তু প্রেমের ব্যাপারে অল্পরাগ দেখানোই দীতি। রাগ নয়। অভিজ্ঞ পাদ্রীপ্রবর তাই অপমান হুঙ্কম করলেন। মনের রাগ চাপা দিয়ে মুখে হাসি ফোটালেন তৎক্ষণাৎ : ফ্রোকেন, জানি তুমি মন ঠিক করতে পারচো না। তাইই হয়। সহধর্মিণী হ'বার আগে—ভাববার দরকার বৈকি ? বিশেষ ক'রে ধার্মিকের সহধর্মিণী। বেশ, তুমি ভাবো, মন ঠিক করো। আমি না হয় আবার পরে আসবো। .. তা আমি আসবো। তোমার মঙ্গলের জন্তে আমি না হয় সময় একটু নষ্টই করবো। তবু তো ঈশ্বরের কাছে জবাবদিহি দিতে পারবো, বলাতে পারবো, একটা যুবতীকে ভুল পথে যেতে দিইনি—তার সুখ-দুঃখ, পাপ-তাপ নিজের ঘাড়েই নিয়েছি আমি নিজের দায়িত্বে।

খেলমা বোধহয় কিছুই মন দিয়ে শোনেনি তাঁর কথা। নিজের মনকে ঠিক করতেই ব্যস্ত ছিল সে। তাই কোন কথা না বলাতে পাদ্রীপ্রবর সাহস পেলেন। ভাবলেন, মৌনং সম্মতি লক্ষণম্। স্পর্কী বাড়লো তাঁর। বামন হ'য়ে চাঁদে হাত দিতে গেলেন। হঠাৎ দুহাতে জড়িয়ে ধরলেন খেলমার কোমর : খেলমা, খেলমা, প্রাণেশ্বরি, কথা দাও, রাজি হও ! আমার হও !

কোমর ছেড়ে প্রৌঢ় নতজাঁহ্নু হ'য়ে বসলেন খেলমার পায়ের কাছে। তাও কি ভালো ক'রে বসতে পারেন ছাই—হাঁটুতে বাত ! খেলমা প্রৌঢ়ের কাণ্ড দেখে রাগবে কোথায়, তাঁর বেতো হাঁটু নিয়ে বসবার ভঙ্গী দেখে

বিদ্রূপ ক'রে বললো : উঠুন, উঠুন, হাঁটুতে বাত বুঝি ? শেষে হেতে
বাড়ী যেতে পারবেন না ।

পাদ্রীপ্রবর উঠে দাঁড়ালেন : তবে কি আশা আছে খেলমা ?

না ।

নেই ?

না । না ।

ভুল করচো খেলমা ।

বেশ করচি । বেরোন আপনি এখান থেকে ।

অপমান করচো আমাকে ?—এবার রাগ দেখালেন ধার্মিকবর :
দেখে নেবো আমিও ।

তাই দেখবেন । বক ধার্মিক কোথাকার !

খেলমা আর দাঁড়ালো না সেখানে । ঘরে গিয়ে বিছানার উপর উপুড়-
হ'য়ে পড়লো, চোখে জল ।

পাদ্রীপ্রবর হতাশ হ'য়ে চলে গেলেন ।

কিস্তি খেলমা ঘরে কাঁদচে কেন ? এই কেনব জবাব দেওয়া বড়
মুশ্কিল । মেয়েরা কেন কাঁদে—তা বলা দুষ্কর । মেয়েরা দুঃখে কাঁদে,
সুখেও কাঁদে । স্বর্ণমুকুট পরা রাণীর গোথেও জল দেখা যায়, যেমন দেখা
যায় পথে-বসা হতভাগিনীর চোখে ।

খেলমা কেন কাঁদচে, জানিনে । খেলমা নিজেও কি জানে ?

ব্যাপার কি ?

লরিমার ঘরে ঢুকতে গিয়ে থমকে থেমে গেলেন । দেখলেন বিছানায়
উপুড় হ'য়ে শুয়ে খেলমা কাঁদচে । ভাবলেন, সরে পড়ি চুপিচুপি, নইলে

লজ্জা পাবে মেয়ে। কিন্তু আবার ভাবলেন, তার ঠিক হ'লো, কেন কাদচে, জেনে একটা প্রতিকার করা দরকার তো ? কোনো বিপদ ঘটেনি তো ?

ভাবতে ভাবতে দরজার পাশায় লরিমার হাত রাখতে গিয়ে দরজায় ক্যাচ ক'রে একটা আওয়াজ হ'লো। খেলমা মাথা তুলে দেখে, লরিমার দাঁড়িয়ে। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালো সে।

আপনি ? এখানে ?

হ্যাঁ।

আর সবাই কোথায় ?

আসচেন একটু পরেই। আমি আগে এসেছি একটা খবর দিতে।

কী খবর ?—খেলমার মুখ-চোখে ভয়ের ভাব : সবাই ভাল আছেন তো ? বাবা ? আর ফিলিপ—

না, না। ওঁরা সবাই ভালই আছেন। চোট্টা গিয়ে পড়েচে ডুপ্ৰের উপর।—লরিমার বললেন : সিগার্ড আমাদের সঙ্গে পাহাড়ে উঠাছিল আর আনন্দে এদিক ওদিক ঢিল ছুড়ছিল। হঠাৎ একটা ঢিল এসে লাগলো ডুপ্ৰের গালে। অবশ্য, এরিণ্টনের চোখটা খুব বেঁচে গেছে !

খেলমা রেগে বললো : আচ্ছা, পাজী তো ছোঁড়া ! আম্বক দেখি বাড়ি, ওকে আমি সায়েস্তা করবো।

লরিমার হাসলেন : তাকে পাবেন কোথায় ? ঐ কাণ্ড দেখে সে সেখান থেকে চোঁ-চাঁ দৌড়। তাছাড়া ব্যাপারটা হঠাৎ ঘটে গেছে—ইচ্ছে ক'রে তো করেনি, তাকে বকা কি উচিৎ হবে ?...যাক, আমি এলাম আগে খবরটা দিতে, পাছে দেরি দেখে আপনি চিন্তিত হন, কিংবা ডুপ্ৰের মাথায় ফেটি বাঁধা দেখে ভয় পান।

খেলমা বললো : আগে এসে ব'লে ভালোই করলেন।

কিন্তু একটা কথা জিগ্যেস করবো আমি ?—লরিমার বললেন।

করুন।

আপনি কঁদছিলেন ব'লে মনে হ'লো যেন ?

হ্যাঁ। রেভারেণ্ড ডাইসওয়ার্থ এসেছিলেন এখানে।

তার মানে ?—লরিমারের কণ্ঠে উৎকণ্ঠার স্বর : আপনাকে অপমান ক'রে গেছে নাকি ?

মাথা নীচু ক'রে থেলমা বললো : তিনি আমাকে বিয়ে করতে চান।
গর্দভ একটি।

আচ্ছা, মিঃ লরিমার—থেলমা এগিয়ে এলো : আপনিই বলুন তো, আপনাদের ভালোলাগা অগ্রায় ? আপনি তো বোঝেন, সবই বোঝেন, বলুন আমার কি দোষ ? যদি কোনো দোষ ক'রে থাকি, আপনার বন্ধুকে বলবেন আমাকে ক্ষমা করতে। বলবেন তো ?—থেলমা লরিমারের হাতখানা ধরলো নিজের ছ'খানা হাত দিয়ে।

লরিমার হাসলেন : আপনি জানেন না, আপনার উপর লর্ডের কাঁচু ধারণা ! আপনি কিছু ভাববেন না।

থেলমা তেমনি ভাবেই লরিমারের হাতখানা ধ'রে ধরা গলায় বললো ; দেখুন, কিসে ভালো হয়, মন্দ হয় আমি বুঝিনে। মনের কথা কখন গোপন করতে হয়, কখন বলতে হয়, জানিনে। আচ্ছা, শ্রীর ফিলিপের সঙ্গে আপনার ভালো লাগে ?

হ্যাঁ।

তঁার সঙ্গে কথা বলতে, গল্প করতে ?

হ্যাঁ।

আমারো লাগে।—থেলমা বললো : কেন জানিনে তঁার কণ্ঠস্বর আমার প্রাণে মধু ঢেলে দেয়। তঁার রূপ আমার চোখ ছাটিকে সার্থক ক'রে তোলে।...আচ্ছা, এ কী অগ্রায় ? এগব বলা কি অসুচিত ? এসব বললে লোকে হয়তো খারাপ বলে।

না, না। তা, বলবে কেন ?—লরিমার থেলমার হাতখানা নিজের

‘হাতের মধ্যে নিলেন সসম্মুখে : আপনি ঐ গর্দভটার কথায় ভাববেন না।
আপনি যে কী—আপনি তা জানেন না, তাই এত শংকা, এত দ্বিধা।
আপনি দেবী, শাপভ্রষ্টা দেবী—

এ আপনার বাড়ানো কথা।—যত্ন হেসে বললো খেলমা।

মাপ করবেন।—ঘরে ঢুকতে গিয়ে লর্ড এরিংটন দরজার কাছে
দাঁড়ালেন : দরজায় শব্দ ক’রে আসাই উচিত ছিল আমার।

খেলমা আর লরিমার হাত ছাড়াছাড়ি ক’রে দাঁড়ালেন। খেলমা
বললো : কেন, এঘরে আসার আপনার কোনো বাধা নেই তো !

মানে, আপনাদের আলাপে বাধা দিলাম হয়তো !

বাধা কেন ? বরং পুশী হলাম। কিন্তু আপনার বন্ধু কোথায় ?
মিঃ ডুপ্রে ?

সে আসচে একটু পরেই। লর্ড এরিংটন বললেন, তার ব্যাণ্ডেজটা
ঠিক বাঁধা হয়নি। ব্রিটা পারবে বাঁধতে ?

এমন সময় জানলা দিয়ে বাইরে নজর পড়লো খেলমার : ঐ দূরে ওরা
আসছেন বোধ হয়। যাই, আমি এগিয়ে যাই, আপনারা গল্প করুন।

খেলমা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। ঘরে রইলেন এরিংটন আর লরিমার।

কথা বললেন লরিমার প্রথমে : তারপর ?

কি ?—লর্ড প্রশ্ন করলেন।

লরিমার এগিয়ে এসে লর্ডের কাঁধে হাত রেখে বললেন : দেখ, একটা
কথা বলি। প্রেম মানুষকে অন্ধ করে—তা বলে তুমিও কি এমন অন্ধ
হবে যে, তোমার এক অতি বিশ্বাসী বন্ধুকে করবে অবিশ্বাস ? এই,
আমার কথা বলচি।

লর্ডের গন্তীর মুখে হাসি ফুটে উঠলো : আমায় লজ্জা দিয়ো না
লরিমার। আমার ভুল বুঝতে পেরেচি। তোমার হাতের মধ্যে খেলমার
হাত রয়েছে দেখেই আমার ধারণা হয়েছিল ভ্রান্ত।

তা'লে বলতে চাও, তোমার ভাবী স্ত্রী বা ধরো তোমার স্ত্রীর' দিকে আমার বন্ধুত্বের হাত এগিয়ে দেবো না ?

না, না, তা বলিলে ! তুমি কিছু মনে ক'রো না লরিমার ।

এমন সময় খেলমা ঢুকলো ঘরে । তার কাঁধে মাথা রেখে ঢুকলেন ডুপ্রে, মাথায় ফেটি বাঁধা । পেছনে বৃদ্ধ ওলাফ আর ম্যাকফারলেন ।

দীঘলদেহী মমতাময়ী খেলমা মায়ের স্নেহে, পরম যত্নে ডুপ্রেকে নিয়ে বসালো একটা চেয়ারে । তারপর তার চাপার কলির মতো নরম আঙুলে তাঁর ক্ষতস্থান ধুইয়ে, ওষুধ লাগিয়ে নতুন ক'রে ফেটি বেঁধে দিলো । পরে এক গেলাস মদ নিয়ে এসে বললো : খান এটা ।

বৃদ্ধ ওলাফ বললেন : সিগার্ডের হঠাৎ এমন বদখেয়াল হলো কেন জানিনে । আর মনে হ'লো, লর্ড এরিংটনের উপরেই যেন ওর রাগ ।

হ'তে পারে ।—লর্ড বললেন : ও আমাকে একবার আলটেন ফোর্ড থেকে চলে যেতে বলেছিল !

অত্যাঁয় কথা ।—খেলমা রাগ করলো : ওর মাথা খারাপ হ'য়েচে নাকি !

এমন সময় ব্রিটা এসে খবর দিল, খাবার তৈরি । সবাই গেলেন খাবার ঘরে । খেতে বসে সবাই গুরু করলেন গল্প । ডুপ্রেও । মাথায় ফেটি বাঁধা ডুপ্রে দিবিয় হেসে হেসে ব্রিটার সঙ্গে আলাপ জমাচ্ছেন দেখা গেল ।

আনন্দের হাটে হঠাৎ শোনা গেল বজ্র-শব্দ : ওলাফ গুল্ডমার কোথায় ?

ঘরে ঢুকলো এক নারী ।

উঠে দাঁড়ালেন ওলাফ : এই যে আমি ! কী চাই তোমার ?

চিনতে পারচো ?

লোভিসা । কিন্তু এখানে কি ?

দরকার আছে ।

এখন আমি ব্যস্ত । তুমি যাও ।

যাবো তো নিশ্চয়ই । এখন আমোদ প্রমোদে ব্যস্ত ? কিন্তু তার আগে আমার সঙ্গে কাজ শেষ করবো ।

কী কাজ ?

আমার নাতনীকে ফেরৎ দাও । ব্রিটাকে ।

ঐ তো সে দাঁড়ো ।—ওলাফ ব্রিটাকে দেখালেন : নিয়ে যাও তাকে যদি যেতে চায় সে ।...যেতে চাও ব্রিটা ?

না, না । কথখনো না ।—ভয়ে ব্যাকাসে হ'য়ে গেল সে : তুমি আমায় মাকে যথেষ্ট বষ্ট দিবেচো, এখন আমার উপর তোমার অত্যাচাৰ চালাতে চাও ? না, না, সাবো'না আমি ।

লোভিসা ককশ স্থব বালো । " জানি আমি, আমার নাতনী কেন পর হযেচে ।—থেলমা'কে দেখিবে বালো : ঐ ডাইনী'র গুণ করেচে একে । —মশাক'র ডাক কবো । " ওগো, তোমরা জানো না, ঐ ডাইনী'র আমার নাতনীকে আমার কাণ থেকে কেড়ে বেখেচে ।—ঠাণ্ডা গোব পার্কিয়ে বললো : বেশ আমিও তোকে শাপ দিচ্ছি, অবনে কোনদিন স্থখী হ'তে পারবিনে । তো'র এপে পুণ্য কোনোদিনও মজবে না । যে পুরুষ তোকে বুকে ধরতে বাবে—তাব ববই শাহকার ক'রে উঠবে ছুখে, কষ্টে । দেখিস, ফুলশয্যার রাতেই হারাবি তো'র বরকে । আর তা যদি না হয়, ছেলে হ'লে মরবে সেগুলো—

আবো বলতে যাচ্ছিল, ওলাফ তেড়ে গেলেন লোভিসার দিকে । লোভিসা তাড়াতাড়ি পালালো ।

থেলমা দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে দাঁড়িয়েছিল । ওলাফ তাকে নিজের বুক'র মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন । লড এরিংটনের ইচ্ছে হচ্ছিল, তিনিও তাকে বুক'র মধ্যে নিয়ে আদর জানান, সান্ত্বনা দেন ।

বুদ্ধ ওলাফ তাঁর মেয়েকে সাম্বনা দিলেন : ঐ বুড়িটার কথায় কান .
 দিয়ে না লক্ষী মা আমার । অত্যায যখন করোনি কোন দিনই—তখন অত্যায
 অভিশাপে ভয় কি ? ঈশ্বর কিছু করবার আগে ভেবেচিন্তেই করেন ।
 ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস রেগো, কোন ভয় নেই ।—পরে মেয়েকে সামনের
 চেয়ারে বসিয়ে সমাগত বিদেশীদের উদ্দেশ্যে বললেন : আপনারা এই
 ঘটনায় নিশ্চয়ই বিস্মিত হ'য়েছেন । কাজেই ব্যাপারটা এন্টু থুলে বলা
 দরকার । ঐ লোভিসা, তার ঘোবনে আমাকে ভালবাসতো । আমি
 যখন ছ'চার মাস বাদে বাদে জাহাজের কাজ থেকে ছুটি পেয়ে এখানে
 ফিরে আসতাম, হাসিখুসী মাথা তরুণী লোভিসা তখন আমার আশায়
 তীরে থাকতো দাঁড়িয়ে । কিন্তু ওর আশা পূর্ণ হ'লো না । ওর বাবা মা
 ওকে বিয়ে দিলেন এক কদাকার লোকের সঙ্গে—ওর মেজাজ গেল
 বিগড়ে । লোভিসার এক মেয়ে হবার পর—লোকটা লফোডেনে মাছ
 ধরবার সময় জাহাজডুবি হ'য়ে মারা যায় । লোভিসা মেয়েটাকে বিয়ে
 দিলো—কিন্তু ব্রিটা হবার পর, লোভিসার জামাই, মানে ব্রিটার বাবাও
 গেলেন মারা । আর লোভিসার মেজাজ দিনকেদিন এমন তিরিক্ষে হ'তে
 লাগলো, যে ওর সামনে দাঁড়ায় কে ? শেষে নিজের মেয়ের উপরই
 অত্যাচার শুরু করলো । বেচারী কোলের মেয়েটিকে নিয়ে নিজের মায়ের
 অত্যাচার মুখ বুজে সহ করতে লাগলো আর একদিন ঈশ্বরের অসীম দয়ায়
 তার মার হাত থেকে পেল পরিত্রাণ । ব্রিটা তখন ৮১০ বছরের । সেই
 সময় খেলমা এলো ফ্রান্স থেকে । তাকে দেখবার পর ব্রিটা, তার কাছেই
 প্রায় সারাদিনটা থাকতো । শেষপর্যন্ত এমন হ'লো, ব্রিটা আর তার
 দিদিমার কাছে যেতেই চাইলো না, আমাদের পরিবারের একজন হ'য়ে
 গেল । তাই লোভিসা বললে, খেলমা তার নাতনীকে গুণ করেছে !
 জাইনী !

লরিমার হেসে বললো : মেয়েমা গুণ করতে পারে সত্যিই ।

খেলমা লজ্জায় মাথা নীচু করলো !

ডুপ্রে তাকালেন ব্রিটার দিকে ।

ব্রিটা খেলমার দিকে এগিয়ে এসে তার হাত ধরে বললো : আমার জন্তে তোমাকে অনেক কথা শুনতে হ'লো দিদি । দিদিমা হ'লে হবে কি, অমন পাণ্ডী মেয়েমানুষ আমি দেখিনি কখনো ।

যাক, আমরা এবার উঠি ।—ল'ড উঠে দাঁড়ালেন । অত সকলেও ।

সেরাজে খেলমা তার ঘরে ঘুমুচ্ছে । শুভ্র শয্যা । পাতলা চাদর একটা বুক পর্যন্ত ঢাকা । পুষ্ট, সুগোল বক্ষুটি উঠানামা করছে—নিশ্বাসের তালে তালে । দীর্ঘনিঃশ্বাস নয় তো ?

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলছিল—খেলমার ঘবের জানালার নীচে বাইরে বাগানে একজন । ঝোপের আড়ালে চীৎ হয়ে শুয়ে আছে সে আকাশের দিকে চেয়ে । গোখে নেই ঘুম । অন্তস্ত সে । নিজের অগ্রায়ের জন্তে সে হুঃখিত ; ভীত তার কুকর্মের জন্তে !

সিগার্ড !

আজ সকলের 'সরো' দ্বীপে বেড়াতে যাবার কথা ।

'উলেলাই' প্রস্তুত । বৃদ্ধ ওলাফ আর খেলমা এলেই তরগী ছাড়া হবে ।

স্কচ্ ম্যাকফারলেন তাঁর দেশের এক সংবাদপত্রের জন্তে কেবিনে ব'সে রিপোর্ট লিখতে ব্যস্ত । মাথায় ফেটি বান্ধা ডুপ্রেও কেবিনে শুয়ে আছেন ।

মাথার কাছে ফরাসী পত্রিকা কতকগুলো। উপরে ডেকে দাঁড়িয়ে ফিলিপ
এরিংটন আর লরিমার।

আম্র সকালটা যেন গুমোট হ'য়ে আছে। ফোর্ড নদীতে ঢেউ নেই

লর্ড গম্ভীর। কথা বললেন লরিমার :

আর কেন ?

কিসের ?

খেলমাকে বলো, ভালোবাসি !

বলবো কিনা, তাইতো ভাবচি।

কেন ?

অত্ৰ কোনো মেয়ে হ'লে, এতদিন চুপ ক'রে থাকতাম ভেবেচো ?

খেলমাকে বলতে ভয় হয়। ভয় হয়, যদি সে আমার প্রেম
প্রত্যাখ্যান করে ? ভালোবাসে কিনা, না জানা তবু ভালো—ভালোবাসে না,
জানা—অসহ্য।

লরিমার সাহস দিলেন : খারাপ দিকটাই বা ভাবচো কেন ? দেখো
না বরাং ঠুকে ! নো রিস্ক, নো গেন্ !...ঐ যে ওদের নৌকো আসচে।

একটু পরেই ওলাফ ও খেলমা এলে নৌকো ছাড়া হ'লো। যাত্রা
হ'লো শুরু। সবাই কেবিনে গিয়ে গল্পে গেলেন জমে।

কয়েকঘণ্টা পরেই দেখা গেল 'সবো' দ্বীপ। একখানি ছবি যেন।
রঙীন ফুলে সাজানো। বাইরে ডেকে এলেন সবাই, খুসীতে ভরা।

'নোঙর করা হ'লো তরণী। নামলেন সবাই, ডুগ্রেও।

আগে ওলাফ, পরে খেলমা, তার পেছনে ফিলিপ এবং তার পেছনে
আর তিন বন্ধু উঠতে লাগলেন ছোট পাহাড়টায়। উপর থেকে দেখতে
হবে, কেমন দেখা যায় চারদিকের দৃশ্য ! ওলাফের উৎসাহ যেন বেশি ;
তিনি দেখাবেন বিদেশীদের, তাঁর দেশ কত সুন্দর।

খানিক উঁচুতে গুঠবার পর তাঁরা এলেন পাথর ঘেরা এক সমতল জায়গায়—সবুজ ঘাসের কার্পেট পাতা। আশে পাশে বনফুল, নানা রংয়ের। গাছের ছায়ায় জায়গাটা ঠাণ্ডা, নরম, স্নিগ্ধ। নীচু দিয়ে দেখা গেল, ফোর্ড নদী ব'য়ে যাচ্ছে আপন মনে।

জায়গাটা দেখে খেলমার আনন্দ আর ধরে না। বললো : কী চমৎকার জায়গা! আমি বসি এখানে। —বসে পড়লো খেলমা।

উৎসাহী ওলাফ বললেন : আগে উপরটা দেখে আসি, তার পর বসে যাবে এখানে।

না বাবা, খেলমা বললো : আমি আর হাঁটতে পারচিনে। তুমি এঁদের নিয়ে যাও।

তবে থাক, কারোরই গিয়ে দরকার নেই, এখান থেকেই ফেরা যাক।
—ওলাফ বললেন।

না বাবা, তা হয় না। আমার জন্তে এতগুলো ভদ্রলোকের দেখা হবে না, হ'তেই পারে না। তবে চलो, ব্যথা পায়ের কতটা উঠতে পারি দেখি! —খেলমা উঠতে গেল।

বাধা দিলেন লর্ড ফিলিপ : না, না, উঠতে হবে না আপনাকে। আমি বরং আপনার কাছে বসে গল্প করি, গুঁরা ঘুরে আসুন। আমার তেমন দেখবারও ইচ্ছে নেই।

লরিয়ার মনে মনে হাসলেন : তা থাকবে কেন? চাঁদ বদনীর মুখখানি দেখেই তো প্রাণ ভরে গেছে। —সবাইকে বললেন : সেই ভালো। আমরা ঘুরে আসি বরং!

বুদ্ধ ওলাফ চিন্তিত হয়েছিলেন, খেলমাকে একলা রেখে যাওয়া ঠিক হবে কিনা। ফিলিপ থাকতে চাওয়ায় তিনি নিশ্চিতই হ'লেন; খুসী হ'লেন, আর তিনজনকে তো দেখানো যাবে তাঁর দেশের সৌন্দর্য।

তাঁরা উপরে উঠতে লাগলেন।

থেলমা লজ্জিত হ'লো : আমার জন্তে আপনার যাওয়া হ'লো না।
আমি দুঃখিত।

ফিলিপ হেসে তার পাশে বসলেন : আজ আমার মতো সুখী কে ?
কেন ?

কেন, তা আমি নিজেও বলতে পারবো না, থেলমা। তুমি কাছে
থাকলে যেন আমি সব পাই; দূরে থাকলে সব হারাই যেন ! কেন ?
কেন ?

থেলমা চুপ। মাথা তাব নীচু করা, লজ্জায়।

থেলমা, থেলমা, —মুহুরে বললেন ফিলিপ : আমি তোমায়
ভালবাসি, ভালবাসি—লক্ষ্মী সোনা আমার !

ফিলিপ স'রে এসে থেলমার সরু কোমর জড়িয়ে ধরলেন বলিষ্ঠ
আবেষ্টনে। নিবিড় নিষ্পেষণে কুমারীর দেহলতা থর থর কঁপে উঠলো।
লজ্জাবতী, পুরুষের প্রথম পরশে হরষে-বিষাদে কেমন যেন হ'য়ে গেল।
সুউচ্চ বস্মযুগল কাঁপচে নাক ছুঁ ছুঁ !

ভালোও লাগে, লজ্জাও করে। ধরা দেবো কি, দেবো না। দ্বিধা।
শেষে ধরা দেওয়া। প্রেম সুখ চাও ? নাও। উজাড় ক'রে নাও।

ফিলিপ এঁকে দিলেন প্রেমচুষন থেলমার গোলাপী গালে। আরো
নিবিড় ক'রে জড়িয়ে ধরলেন থেলমাকে। বচা হরিণী আজ তাঁর
বাহুবন্ধনে। মাথা তাঁর ঘুরচে যেন। কী ক'রে যে কী হ'লো, বোঝা
নায়। রাজা, রাজা তিনি। বুকে তাঁর হৃদয়রাণী। থেলমা আর তিনি।
আর কেউ নেই, নেই। আছে শুধু প্রেম, প্রেম, ভালবাসা, মন
দেওয়া-নেওয়া।

থেলমা ! প্রিয়ে !

উ ?

একটা চুমু !

উছ !

✽

দয়া করে দেবি । —এগিয়ে দিলেন গাল তিনি খেলমার মুখের কাছে । খেলমার গালে ফিলিপের গরম নিঃশ্বাস, ঘন ঘন নিঃশ্বাস । দেবী নয়, দেবী নয় ।

লজ্জা করে না বুঝি ! কিন্তু ফিলিপ অবুঝ : দাও, দাও একটা চুম্ব । নইলে কী ক'রে বুঝবো, তুমি আমায় ভালোবাসো ।

বোঝো না বুঝি ?

না ।

বড্ড ছুঁতু তুমি । —এগিয়ে এলো খেলমার রাঙা ঠোঁটটি ফিলিপের গালের কাছে । আরো কাছে, আরো ।নরম পরশ, মধুর পরশ পেলেন ফিলিপ । গোলাপের পাশড়ি বুঝি ছুঁয়ে গেল গাল ।

গভীর আবেগে চেপে ধরলেন খেলমাকে : বাসো ? বাসো তবে ভালো আমায় ? বাঁচালে ! সোনা, সোনা আমার ।

ফিলিপের বানের কাছে মুখ নিয়ে খেলমা আস্তে ক'রে বললো : বাসি গো, বাসি । আমার প্রাণের চেয়েও ভালবাসি তোমায় প্রাণেশ !

হৈ হৈ ক'রে নেমে এলো অভিযাত্রী দল । সামনে বয়োবৃদ্ধ ওলাফ । মুখে তৃপ্তির হাসি ।

ওদের আসার শব্দ পেয়ে এগিয়ে এসে দাঁড়ালো খেলমা, পাশে এরিংটন ।

হ'লো দেখা সব ? —এরিংটন জিগ্যেস করলেন ।

ম্যাকফারলেন বললেন : অপূর্ণ দৃশ্য চারিদিকে ।

ডুপ্রো বললেন : তুমি কি হারালে, তা' তুমি জানলে না ।

এরিংটন হাসলেন শুধু। মনে মনে হয়তো বললেন : আমি কি পেলাম, তা তো তুমি জানলে না।

কিন্তু জানতে পারলেন বৃদ্ধ ওলাফ, অন্তত মেয়ের লজ্জারাজ্য মুখ দেখে আঁচ ক'রে নিলেন বোধ হয়। মুখে তাঁর কথা নেই, নিঃশব্দে মেয়ের মুখের দিকে একবার লক্ষ্য ক'রে—অন্যদিকে চেয়ে রইলেন। চিন্তিত তিনি। অগ্নমনস্ক।

কিন্তু তিনিই হ'লেন দলের নেতা। এখন মুখে হাসি এনে কর্তব্য করতে হবে—পরে মেয়ের কথা ভাবলে চলবে।

চলুন এবার নীচে নামা যাক !—ওলাফ বললেন।

সবাই তাঁর পশ্চাৎ অনুসরণ করলেন।

‘উলেলাই’তে এসে শুরু হ'লো গুল্ল-গুল্লব। সবাই কেবিনে গল্পে মত্ত, এমন সময় ওলাফ বললেন : কিছু মনে করবেন না, স্ত্রীর ফিলিপ আর আমি একটু ডেকে বাচ্চি, আপনারা গল্প করুন। আপনি আমার সঙ্গে আসবেন স্ত্রীর ফিলিপ ?

নিশ্চয়ই।

ছ'জনে উপরে এলেন ডেকে। বাইরে আকাশের কোলে মেঘ জমেচে। বিজ্যং চমকাচ্ছে ঘন ঘন। ফোর্ড নদীর জলে ঢেউ। ঢেউ ছ'জনেরই বুক।

ওলাফই প্রথমে বললেন : আপনাকে একটা কথা বলতে চাই।

বলুন ! —ফিলিপ বললেন।

আমার হয়তো ভুল হতে পারে, তবু আপনাকে জিজ্ঞেস করি, আপনি কি খেলমাাকে—মানে—এই বলচি কি—

হ্যাঁ, আমি আপনার মেয়েকে ভালবাসি। খেলমার মত মেয়ে চোখে প'ড়ে না সহজে। বিশ্বাস করুন, আমি তাকে স্ত্রী করবো।

আর আমার অবস্থাটা ?যাক্ সে ভাবলে চলবে না। তবে কথা দেবার আগে ভেবে দেখতে হবে।

আপনি হয়তো ভাবচেন, আমি খেলমার রূপের মোহে পড়েছি
মাত্র ? না।

মানে,—বৃদ্ধ বললেন : আজকাল পুরুষেরা—সুন্দরী মেয়ে দেখলেই
একটু নাড়াচাড়া করবার লোভ সামলাতে পারে না কিনা !

ঠিকই বলেচেন আপনি। —এরিংটন বললেন : সে সব মেয়েরাই
পুরুষের হাতে নাড়াচাড়া চায়। খেলমা আপনার সে মেয়ে নয়। এ
মেয়ে পুরুষের মনে শ্রদ্ধা জাগায়, কামনা নয়।

কিন্তু আপনি আপনার সমাজের কথা ভেবে দেখেচেন ?

দেখেছি বৈকি। কিন্তু আমার কেউ নেই। আত্মীয় বলুন, বন্ধু
বলুন, ঐ লরিমার। অবশ্য পরিচিত অনেকই আছেন, তবে তাঁদের
লমালোচনায় আমার কিছু আসে যায় না।

কিন্তু আমার খেলমাকে পরে অহুতাপ করতে হবে না তো ?

আশা তো করি, না। খেলমা আমার জীবনসঙ্গিনী হ'য়ে পূর্ণ
অধিকারেই আমার পাশে থাকবে। সে আমার চাইতে কোনো অংশেই
কম নয়। আপনার কাছে আমি খুলেই বলছি, এ পর্যন্ত স্নেহের আশায়
ঘুরে ঘুরে যা পেয়েছি তা সূখ্য নয়, বিষ ! পংকিল কামনাকেই এতদিন
প্রেম ব'লে ভুল করেছি, আপনার মেয়ের কাছেই পেলাম পবিত্র প্রেমের
পরশ। স্বাদ পেলাম সূখ্য। আমার জীবনের গতি গেছে ঘুরে।
...আমাকে সাহায্য করুন, এই আমার অহুরোধ !

আমি নিশ্চিন্ত হ'লাম। জীবনে শান্তি পাও, এই কামনাই কার
আমি। আর আমিও দিই খেলমার পরিচয়। অন্ততঃ দেওয়া উচিত,
কারণ আমাদের বিষয়ে গুজবটাই কানে আসে বেশি। —বৃদ্ধ ওলাফ
ওলাফ করলেন : লোকে বলে, আমি নাকি আমার স্ত্রীকে হত্যা করেছি।
একটা সোজা ব্যাপারকে লোকে ঘোরালো ক'রে নিয়েচে। আমার এক
বন্ধু জাহাজে জাহাজে কাজ নিয়ে ঘুরতো। নাম ছিল তার এরিক

আর্লেগুন। সে এখানের একটি মেয়েকে ভালবাসতো, কিন্তু তার বাপ-মা তাদের বিয়েতে অমত করবে জেনে মেয়েটিকে নিয়ে ফ্রান্সে পালিয়ে যায় সে এবং সেখানেই তাকে বিয়ে ক'রে রাখে। কিছুদিন বাদে সে মেয়ে হ'লো গর্ভবতী এবং আমার বন্ধু যখন তার কাজে বিদেশী সমুদ্রে—তার স্ত্রী জন্ম দিলো এক কন্যা সন্তানকে। জন্মালো মেয়ে, কিন্তু মারা গেল মা। এই মেয়েই খেলমার মা।

খেলমার মা আপনার বন্ধুর শিশুকন্যা! —চমকে উঠলেন সহরে ফিলিপ!

ইয়া।—ওলাফ বললেন : বন্ধু বললে, ভাই আমি তো থাকি জলে জলে—মৃত্যুও হয়তো জলে। তাই আগেই বলে রাখি, আমার এ মেয়ের ভার তুমি নাও, তুমি মাখুষ করো একে! ...বন্ধুর কথামত তাকে দিলাম এক কনভেন্টে স্কুলে। তার বছর পাঁচেক পরে বন্ধু সত্যিই মারা গেল জাহাজদুর্ঘি হ'য়ে। মেয়েটিকে রাখলাম কনভেন্টে সতেরো বছর। সেখানেই সে সব শিক্ষা পেলো। তারপর তাকে নরওয়েতে নিয়ে এসে—বিয়ে করলাম। ...কিছুদিন পরে খেলমার হ'লো জন্ম। স্ত্রী তাকে সব সময় বুকে ক'রে রাখতো, নদীর ধারে, পাহাড়ে পাহাড়ে তাকে কোলে ক'রে নিয়ে বেড়ানোই ছিল তার একমাত্র সখ, আনন্দ। কিন্তু একদিন তার ফিরতে দেবী হ'লো। ব্যাপার কি, দেখবার জগে নদী-পাহাড় যথাসম্ভব খুঁজতে লাগলাম। প্রায় ততশ হ'য়েচি, এমন সময় দেখি, স্ত্রী এক পাথরের নীচে প'ড়ে আছে চীৎ হ'য়ে, পাশে আড়াই বছরের মেয়ে খেলমা নিজের মনে করচে খেলা।

কী কাণ্ড!

তারপর শোনো। নিয়ে এলাম সেই অজ্ঞান অবস্থায় আমার স্ত্রীকে আর বাচ্চাকে। সেই থেকে পক্ষু হ'য়ে গেল আমার স্ত্রী। পরমাত্মদরী আমার স্ত্রী প্রতিজ্ঞা করলেন তাঁর ঐ বিকৃত দেহ নিয়ে আর লোকচন্দ্র

সামনে আসবেন না। তা' তিনি কাটিয়ে দিলেন ঐভাবে পাকা দশটা বছর—খেলমা তখন কিশোরা। শেষে একদিন আমাদের মায়া ত্যাগ ক'রে চলে গেলেন তিনি অমর ধামে। তাঁকে আমি আর আমার এক বিশ্বস্ত বন্ধু গিয়ে সমাধিস্থ করলাম, ফোর্ড'নদীর ধারে এক পর্বতগুহায়। ...এই হ'লো আমাদের পরিচয়। খুব কি ভয়াবহ?

না।

আমি নিশ্চিত হ'লাম, আমার ফিলিপ।

বুদ্ধ ওলাফ নাচেয় নেমে গেলেন, কেবিনে।

একটু পরেই উঠে এলো খেলমা। আমার ফিলিপ তখনো রেলিংয়ে ঝর দিয়ে দাঁড়িয়ে। খেলমাকে দেখে সোজা হ'য়ে দাঁড়ালেন : এসো খেলমা।

ঈশ্বরকে বললো খেলমা : বাবাকে বললে নাকি ?

হ্যাঁ।

কি বললেন ?

মত্ দিয়েচেন।

দিয়েচেন ?

হ্যাঁ, গো। —এরিংটন খেলমাকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে চুমু খেলেন : আর কি, এবার তুমি আমার, আমার! দেখি তোমার হাতের আঙুল। —খেলমার হাতের আঙুলে পরিয়ে দিলেন একটা হীরের আংটি, নিজের আঙুল থেকে খুলে : এ আংটি ছিল মায়ের; এতদিন আমার কাছেই ছিল, কারণ পরাবার মত লোক পাইনি খুঁজে।

এমন সময় সেখানে এলেন লরিমার। দেখলেন, আলিঙ্গনাবদ্ধ প্রেমিক প্রেমিকা। বাহুপাশ খুলে তাঁরা দূরে স'রে দাঁড়ালেন।

লরিমার হাসলেন : হঠাৎ আসা অভায় হ'লো বে ?

ছদ্মনেই বললেন হেসে : না, না।

তোমরা আমার শুভেচ্ছা জেনো। —লরিমারের মুখে তেমনি হাস।

অনেক বীর এমনি ক'রে হাসিমুখেই মৃত্যুবাণের মুখে বুক
এগিয়ে দেয় !

ওলাফ, খেলমাকে নিয়ে ফিরে এলেন বাড়িতে।

সেই সন্ধ্যায় বসলেন তিনি বারান্দায়, পাশে খেলমা। বললেন :
খেলমা, তুমি নতুন জীবনের পথে পথিক হ'তে চলেচো, তোমায়
আশীর্বাদ করি, সংসারের দুর্গম পথ যেন তোমার কাছে হ্রস্ব হয়। তুমি
যেন প্রকৃত স্ত্রী হ'য়ে সংসারধর্ম পালন করতে পারো। মনে রেখো, সত্যতা
নব্রতা, বাধ্যতা—এই তিন গুণ দিয়েই তৈরী হয় গৃহলক্ষ্মী—সহধর্মিণী।

খেলমা বললো : মনে থাকবে বাবা।

এমন সময় পেছনের দরজার কাছে এসে সসংকোচে দাঁড়ালো সিগার্ড।
তার পদশব্দ লধু হলেও ওলাফের কান এড়ালো না। বললেন : কে ?

আমি ?

সিগার্ড ? এদিকে আয়।

বাড়ি ফেরালো খেলমা : ওখানে দাঁড়িয়ে কেন, এদিকে এসো।

সিগার্ড এসে সোজা খেলমার পায়ে কাছ বসলো। তার হাঁটু
উপরে কপাল রেখে নতি স্বীকার ক'রে বললো : আমায় মা'ন
করো, আমার অভায় হয়েছে।

অপরোধী অপরাধ স্বীকার করলে শাস্তি দেওয়া ছক্কর হ'য়ে পড়ে
কাজেই শুধু মুহু ভৎসনা করলো খেলমা। তাতেই সাহস আর উৎসাহ
খেঁড়ে গেল সিগার্ডের। বললো : দ্বিধিমন্দি, ফুল তুলতে যাবে ?

কোথায় ?

বাগানে ।

বাবা, যাবো আমি ?—খেলমা জিগোস করলো ।

যাও ।—ওলাফ অম্মতি দিলেন ।

খেলমা আর সিগার্ড গেল বাগানে ফুল তুলতে । খেলমা সাজিতে ফুল তুলতে তুলতে বললো : জানো সিগার্ড, আমি এখান থেকে শীগ্ৰীই চলে যাবো ।

কেন ?—সিগার্ডের মুখ বিবর্ণ ।

আমার বিয়ে হবে ।

সিগার্ড চূপ ক'রে থাকলো ।

খেলমা বললো : আমি চলে গেলে তোমার মন কেমন করবে না ?

জানিনে ।—সিগার্ডের গলার স্বর ভারি : আচ্ছা, আমি তা হ'লে কি করবো ? হয়তো ম'রে যাবো । কাল স্বপ্ন দেখছিলাম, আমার প্রাণের সমাধি হ'য়েচে । ককিনের মধ্যে বন্ধ আমার প্রাণ । আমার আকাশের রামধনু ঢাকা পড়েচে কালো মেঘে ।

এমন সময় বাগানের বেড়ার কাছে দেখা গেল হুজ্জন স্ত্রীলোক—লোভিসা আর উলরিকা । তাদের হুজ্জনের দিকে চেয়ে কি যেন বলাবলি করচে । খেলমা সিগার্ডকে নিয়ে অত্মদিকে চলে যাচ্ছিল, এমন সময় লোভিসা ডাকলো : এই ডাইনি, আমাদের দেখে পালাক্টিস কোথায় ?

খেলমা ঘুরে দাঁড়ালো : আমাকে গালাগালি দিচ্ছো কেন ? বাড়ি ব'য়ে শাপ দিয়ে গেলে, তবু রাগ গেল না ?

না ।

কেন, কী দোষ করেচি আমি ?

তুই আমার নাতনীকে বশ করেচিস্ ।

কিটা নিজে ইচ্ছে ক'রেই আছে আমার কাছে ।

তুই মর, তা হলেই ব্রিটা আমার কাছে আসবে !

সিগাড' রেগে গেল লোভিসার কথায়। বললো : কি বললি বুড়ি মুখ সামলে কথা ক'।

তোর ভয়ে ?—উত্তর দিলো উলরিকা।

ই্যা, আমার ভয়ে। নইলে দেখিয়ে দেবো মজা।

এঃ, ভারি আমার পালোয়ান রে !—উলরিকা ঠোট গুটালো।

পৌরুষে আঘাত লাগলো বোধহয় ; সিগাড' বেড়া ডিঙিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো উলরিকার উপর : তবে রে।

কিল চড় ঘুসি চালাতে লাগলো উলরিকার উপর। তাড়াতাড়ি লোভিসা এসে বাঁচাতে গেল উলরিকাকে। আর খেলমা ? বেচারি ভয়ে কী করবে ভেবে ঠিক করতে না পেরে কেবলি চোঁচাতে লাগলো : সিগাড' চলে এসো, চলে এসো।

যাক, থামলো সিগাড'। কিন্তু তার গায়ের জামা গেছে ছিঁড়ে। বুকে আঁকা লাল কাটা দাগটা ঘাচ্ছে দেখা।

কাটা দাগটা দেখে, উলরিকা ভোঁ অধাক ! ভুলে গেল মারামারি কথা। তাড়াতাড়ি খেলমার কাছে এসে জিগ্যেস করলো : আচ্ছা, ঐ ছেলেটা ?

আমাদের কাছে থাকে ও। বাবা শুকে ফোড' নদীতে এক কাঠে বান্ধে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন।

তাই নাকি ?—উলরিকা হঠাৎ ছুটে গেল লোভিসার কাছে।

সিগাড' ততক্ষণে ফিরে এলো খেলমার কাছে, বললো : চলো দ্বিদির্মি আমরা যাই।

সিগাডের হাতে মার খাওয়া উলরিকা শারীরিক বেদনার কথা গেলে। তার মনে পড়েচে অতীত দিনের কথা। বললো : লোভিসা

বিশ্বাস করো ঐ আমার ছেলে। ঐ যে বুকে দাগ, ও আমারই দেওয়া। আমিই তাকে ছুরি মেরে হত্যা করতে গেছলাম। আমার কুমারী জীবনে পাপের সৃষ্টি ঐ ছেলে, ওকে চেয়েছিলাম এই পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে। কিন্তু ভগবান থাকে রাখেন, তাকে মারবে কে? মরে নি, মরে নি— আমার ছেলে মরে নি।

লোভিসা ব্যঙ্গ করলো : তোর ছেলেকে দেখে বুঝলাম, তোর প্রেমিকটি রূপবান পুরুষ ছিলেন।

উলরিকা বললো : তুমি যা ইচ্ছে বলো, কিন্তু তুমি আমাকে দিয়ে আর কোন ক্ষতি করতে পারবে না গুল্ডমারদের। কেন করবো? তারা আমার ছেলেকে বাঁচিয়েচে, মানুষ করেছে! চললাম, চললাম আমি।

গ্রামে রটে গেল, খেলমার সঙ্গে আর ফিলিপের বিয়ে। খবরটা প্রথমে রটালো ব্রিটা! কারণ তারই আনন্দ বোধ হয় সব চাইতে বেশি— তার দিদিমণির বড় বরে, ভালো বরে বিয়ে হচ্ছে। খবরটা জোর গলায় শাড়া মাতিয়ে ব্রিটা বলবে না তো বলবে কে?

খবরটা গেল মিঃ ডাইসওয়ার্থের কানে। পাত্রীপ্রবর তো রাগের চোটে পুরো ছ'দিন খেলেন না। আর গ্রামবাসীদের কাছে গুল্ডমার পরিবার আগেই ছিল এক রহস্যময় ব্যাপার, এখন এক ইংরেজ লর্ডের সঙ্গে খেলমার বিয়ে হচ্ছে ত্রেনে ঠিক ক'রে নিলো—ওসব ভোজবাজীর ব্যাপার। লোভিসার মতে, ডাইনীটা ঐ টাকাওলা ইংরেজটাকে বশ ক'রে ঐ কাণ্ড করেছে।

যে যা ভাবে ভাবুক। তা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় অন্ততঃ গুল্ডমার পরিবারের আর ঐ বিদেশীদের নেই। বিশেষ ক'রে বিদেশীরা এসেছেন দেশ ভ্রমণে—দেশ দেখাও শেষ হয়নি এখনো।

পরদিন ঠিক হ'লো, সবাই যাবে বেড়াতে জেদগর্জের গিরিনির্ব্বা
দেখতে। সে নাকি অপর্য্য। থেলমা বললো : আমি যাবো না, ও আমার
দেখা আছে। ব্রিটা আর আমি বাড়িতে থাকবো বরং।

বেশ, তাই হোক।

সিগার্ড বললো : আমি সঙ্গে যাবো !

ওলাফ বললেন : যেতে দিতে পারি, তবে গতবারের মত কাণ্ড
করলে কিন্তু আমার হাতে নিস্তার পাবে না এবার!...অবশ্য, তুমি ওদিকটায়
আরো কয়েকবার গেছ, কাজেই পথঘাট জানা আছে জানি। ভালোভাবে
থাকবে তো ?

হ্যাঁ।

এরিংটন বললেন : চলুক, চলুক। ঐ আমাদের গাইড হবে। কি
বলো সিগার্ড ?

নিশ্চয়ই।—সিগার্ড বললো : আমি ওসব জায়গা চিনি।

যাত্রার সময় হ'লো। সবাই প্রস্তুত। রাত্রিটা পাহাড়েই তাঁবু খাটিয়ে
থাকা হবে। থেলমাকে সাবধানে থাকতে বললেন ওলাফ। রাত্রে যেন
ঘর-দরজা বন্ধ ক'রে শোয়।

সিগার্ড একটা গোলাপ গাছ থেকে গোলাপ নিয়ে থেলমার হাতে
দিলো : এটি তোমায় দিলাম দিদিমনি !

আর দাঁড়ালো না সেখানে। এবার চলুন সবাই, ব'লে গটমট ক'বে
এগুতে লাগলো। সবাই সিগার্ডের পেছন যাত্রা করলেন শুরু।

বিকেলে থেলমা বসলো চরকা কাটতে।

সংসারের কাজ সেরে ব্রিটা এসে বসলো তার কাছে। বললো :
আর কেন চরকা কাটচো। ঐ স্নুতোয় তৈরী কাপড় আর কি তুমি
পরবে ? এবার রেশমি, সিল্ক ছাড়া আর কিছু পরা চলবে না।...সত্যি

দিদি, আমার এত আনন্দ হচ্ছে যে কী বলবো;...ভালো কথা, জানো
দিদি, আমি আর ফিলিপের কাছে মত্‌ নিষেচি—

কিসের রে?—অবাক হ'লো থেলমা।

তোমার সঙ্গে লগুনে যাবার।—ব্রিটা জানালো : আমি জানি বড়
ঘরের ঘরনীদেব পনিচারিকা থাকে ; কাজেই আমি গেলে তোমার সুবিধাই
হবে। তোমার কখন কি করতে হয়, সব তো আমার জানা—

তা' উনি কি বললেন ?

কী আবার বলবেন, রাজী হলেন !

তুই তো বেশ জোগাড়ে দেখচি।—হাসলো থেলমা।

ব্রিটা জবাব দিলো : তা' ছাড়া আর কি উপায় ছিল বলো। তুমি
তো নতুন মানুষ গেয়ে আমাকে ছেড়ে চলে যাবে—কিন্তু আমার অবস্থাটা
কি হবে ভেবে দেখেচো ? তুমি ছাড়া কি হবে. কমলি নাহি ছোড়েনা।
কাজেই আমার পথ আমাকেই দেখতে হলে'।

বেশ ধরেচিস্—থেলমা খুশা হ'লো।

সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ সবাই গিরি নিষ্করের পাশদেশে এসে পৌঁছলেন।
বহু উঁচু থেকে ভীষণ গর্জন ক'রে আছড়ে পড়চে অবিরত জলধারা পাথর
ঘেরা জলাশয়ের উপর। স্বন্দ্র জলকণার ধুম্রজালে জায়গাটা অ'বছ',
অম্পষ্ট! সেই জলকণার উপর পড়চে নিশীথ সূর্যেব রঙীন কিরণ—
অপূর্ব মায়াজাল সৃষ্টি করচে যেন !

সিগার্ড বললো : উপরে চলুন, সেখান থেকে এই দৃশ্য আরো
চমৎকার।

চলো।—সবাই রাজী হ'লেন।

প্রায় তিন ভাগ ঠঠবার পর, ডুপ্রে বললেন : আমি আর যেতে পারছি নে । এই জায়গাটি বেশ, এখানেই বসি ।

শুনে ম্যাকফারলেন বললেন : আমিও থেকে যাই এখানে । এমন দৃশ্য আমার দেখা আছে স্কটল্যান্ডে । কাজেই বেশি কিছু হারাবে । ব'লে মনে হয় না ।

বুদ্ধ ওলফ বললেন : তা হ'লে আমিই বা বুড়ো মানুষ, ছেলেদের মতো লাফিয়ে বেড়াই কেন ?

এঁদের কথায় সিগার্ড যেন নিরুৎসাহ হ'য়ে পড়লো ! বললো : তবে আপনারা কেউ যাবেন না উপরে ?

এরিংটন বুঝলেন, সিগার্ড মনে কষ্ট পেয়েচে । তাই বললেন : না, না, চলো তুমি, আমি যাবো ভোমার সঙ্গে । আর লরিমার যাবে নাকি ?

চলো ।—লরিমার বললেন ।

লরিমার বরাবর নজর রাখছিলেন সিগার্ডের উপর, পাছে আচ্ছ আবার কি কাণ্ড ক'রে বসে । বিশ্বাস নেই ওকে । কাজেই সঙ্গে যাওয়াই ঠিক করলেন ।

আরো খানিকক্ষণ চলবার পর তাঁরা প্রায় পাহাড়ের মাথায় এসে গেলেন । উঠতে কষ্ট হচ্ছিল— শুধু পাথর আব পাথর, পা রাখা যায় না । দু পা এগুতে গেলে এক পা পেছিয়ে আসতে হয় । লরিমার এক জায়গায় প্রায় পিছলে হুড়ি খেয়ে পড়ছিলেন । এরিংটন বললেন : তুমি আর এগিয়ে না, বসো ওখানে । আমি আর সিগার্ড উপরটা দেখে আসি ।

না, না, চলো ।—লরিমার বললেন ।

কিন্তু এরিংটন জেদ ধরলেন : কেন অথবা চেষ্টা করচো, শেষে বিপদ ঘটবে । আমরা এখুনি ঘুরে আসছি ।

অগত্যা লরিমার বসলেন একটা পাথর বেধে । হাঁটু দুটো তাঁর কাঁপছিল ।

আর খানিকটা কষ্ট ক'রে এরিংটন সিগার্ডের সঙ্গে পাহাড়ের উপরে উঠলেন। আহা, অপূর্ব দৃশ্য! নিখরবের জলধারা শতধারা হ'য়ে নীচে, বহনীচে সগর্জনে পড়চে। অজস্র জলকণার উপর সূর্যের কিরণ পড়ায় সে কী রংয়ের খেলা!

সিগার্ড বললো : কেমন দেখছেন ?

চমৎকার !

নীচেই দেখছেন, পরীর দল তাদের সাদা রেশমী আঁচল উড়িয়ে খেলা করচে ? তাদের সোনালী চুল এলোমেলো। কী বলচে ওরা জানেন ? বলচে—এসো, এসো, কাছে এসো, বৃকে এসো। ডাকচে আমাদের। যাবেন ? যাবেন ওখানে ? ওদের রূপ তাঁদের মত, দেহ ননার মত—বৃক ছোড়া স্বগোল, স্বপুষ্টি। বৃকে ধরলে বৃক জুড়িয়ে যায়। খেলবার চাইতে কোন অংশে কম নয় ওরা। যাবেন ? যাবেন ওখানে ?

ব'লেই হঠাৎ এরিংটনের কোমর জড়িয়ে ধরলো সজোরে। তাঁকে ঠেলে পাহাড়ের ধারে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলো। এরিংটন এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়েছিলেন প্রায়, এমন সময় কে যেন তাঁকে জড়িয়ে ধরলো। পেছনে চেয়ে দেখেন লরিয়ার।

সিগার্ড আর দাঁড়ালো না সেখানে। সোজা ছুট্ পাহাড়ের আড়ালে।

তুমি এখানে ?—এরিংটন বললেন।

তোমাদের পিছু পিছু আসছিলাম ; কেন যেন, এই রকমই একটা কিছু আশংকা করেছিলাম।

এসব কথা যেন কাউকে ব'লো না বন্ধু !

না।

তীব্রুতে ফিরে এলে, গুলাফ জিগোস করলেন : কই, সিগার্ড কোথায় ?

লরিয়ার বললেন : জানেন না তার অভ্যাস । খেয়ালীর খেয়াল ।
কোথায় যেন আপন মনে ঘুরতে গেছে ।

অতএব তার প্রসঙ্গ চাপা পড়লো । আয়োজন চললো রান্নার । রাত্রি
এগারোটা নাগাদ শোবার ব্যবস্থা হ'লো ।

নিশ্চয় রাত্রি । আকাশে সূর্যের মুছ আলো । রহস্যময় । নিখ'রের
ঝরো ঝরো ধ্বনি—অবিরত অশ্রান্ত । ঘুম এসে যায় আপনাই ।

ভোরে ঘুম ভাঙলো প্রথমে এরিংটনের ; তাঁবুর পেছনে গিয়ে দাঁড়ালেন
তিনি । ভোরের আলোয় নিখ'রের জলধারার রূপের হয়েছে রূপান্তর ।
রঙীন জলপুঞ্জ এখন ফ্যাকাসে, অস্পষ্ট তার । হঠাৎ নজর পড়লো তাঁর
কাল সন্ধ্যায় যাওয়া দূরে উঁচু পাহাড়টার উপর । দেখেন—একটা মানুষ
হাত উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে প্রার্থনার ভঙ্গীতে । কে ও ? ভালো ক'রে
লক্ষ্য করলেন তিনি : সিগার্ড নাকি ?

এরিংটন তাড়াতাড়ি তাঁবুর সবাইকে ডাকলেন । সবাই দেখে বুঝলেন :
হ্যা. সিগার্ড'ই বটে !

কিন্তু হাজার ডাকলেও তো শোনা যাবে না । ইসারা করা হ'লো.
কোন ফল হলো না । তখন সবাই উপরে উঠতে লাগলেন ।

আর তিন চারশ' গজ দূরে তাঁরা—সিগার্ড আর অপেক্ষা করলো না,
উপেক্ষা করলো তাঁদের হাঁক-ডাক । ঝাঁপ দিলো সে পাহাড় থেকে ।

নীচে, নীচে—আরো নীচে । কালো চিহ্ন একটা মিশে গেল শুভ্র
জলরাশির মধ্যে । ওখানে কি জলপরীরা আছে ? কি জানি !.....

ওলফ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন : ও প্রায়ই বলতো, এবার মরলো
সুপুরুষ ক'রে পৃথিবীতে পাঠাবার জন্তে ভগবানকে বলবো আমি !

সিগার্ড তাই বুঝি বলতে গেল ।

কাঁপছিল .

যাত্রা শুরু হ'য়েছিল আনন্দে, শেষ হ'লো বিষাদে ।

চোখের উপর অমন অদ্ভুত আত্মহত্যা দেখবার পর কারোর মুখে বেন-
আর কথা নেই ।

অবশ্য কথা বললেন বৃদ্ধ গুল্ডমারই প্রথমে : সিগার্ড আমার ছেলের মত
ছিল । কুড়িয়ে পেয়েছিলাম তাকে জলে-ভাসা এক বাস্স থেকে—হারালাম
সেই জলেই । --বৃদ্ধের চোখে অশ্রুকণা : এখন ভাবচি, খেলমাকে
খবরটা দেবো কি ক'বে । বেচারীর ছোটবেলাকার খেলার সাথী ।

এরিংটন বললেন : চলুন, আপনি আর আমি একটু আগে গিয়ে তাকে
স্বয়ংসমত বলবো । লরিমাববা পরে সব শুধিয়ে গাছিয়ে নিয়ে আসুক ।

লরিমার বললেন : সেই ভালো । দুঃসংবাদটা সকলে মিলে বলে
থাক লাভ কি ?

ম্যাকদারলেন বললেন : সিগার্ডের মৃতদেহটা পেলে ভাল হ'তো ।

ডুপে উত্তর দিলেন : কী লাভ হ'তো ? সেটাকে মিস গুল্ডমারের
সামান নিড়ে গিবে আরো তাঁকে বোশ কাদানো হ'তো ।

লরিমাব বললেন : বাই বলো বাগু—সিগার্ডের এ সমাধি অপূর্ব ।
জলের এই চমৎকাব রূপ, বং, শব্দ দিয়ে তৈরি হ'লো তার সমাধি ।
মরবো তো আমরাও, কিন্তু এমন ক'রে কাঁপিয়ে প'ড়ে মরণকে আলিঙ্গন
করতে পারবো কি ? সত্যিই সিগার্ডের কাব্যিক-মৃত্যু দেখবার মত ।

এরিংটন বললেন : বেচারীর মৃত্যুকেও তুমি হিংসে করচো দেখচি,
আচ্ছা তো !

ভালো জিনিষটা পাবার জন্তে মন কার না চায়, বলো । —লরিমার
বললেন ।

ব্যবস্থামত, বৃদ্ধ গুল্ডমার এরিংটনকে নিয়ে আগে পৌঁছলেন বাড়িতে,

খেলমাকে খবরটা দিতে। গিয়া দেখেন, সামনের বারান্দায় কেউ নেই।
বোধহয় ভিতরে। ঘরে ঢুকলেন তাঁরা—কই, কেউ নেই তো।

ওলাফ হাঁক দিলেন : খেলমা, খেলমা ! ব্রিটা, ব্রিটা—

কেউ উত্তর দিল না।

গেল কোথায় সব ? বাড়ি খালি রেখে এভাবে তো যায় না কখনো
কেউ !—ওলাফের কপাল ঠোঁটকানো।

হৃষ্টদম্ব হ'য়ে শারা ঘর ঘুরলেন তিনি, রান্নাঘরে গেলেন, কলঘরে—
বাগানে,—নেই তো, কেউ নেই। খেলমাও নেই, ব্রিটাও নেই।

এরিংটনও খুঁজলেন ওলাফের সঙ্গে। মুখে তাঁর কথা নেই।
একী কাণ্ড !

একটু পরেই লরিয়াররা এসে পড়লেন। শুনলেন সব ব্যাপার।

ওলাফ বললেন : আমার মনে হয়, ঐ পাজী পাদ্রীটার কন্ড।

এরিংটন বললেন : কিংবা সেদিনকার ঐ বুড়ি লোভিনার চক্রান্ত
হ'তে পারে।

লরিয়ার বললেন : আর সময় নষ্ট না ক'রে খুঁজতে বেকনো থাক।
সকলেই যাওয়া থাক পাদ্রীর ওখানে।

সবাই রওনা হবার সময় দেখা গেল ডুপ্রে নেই সেখানে।

সে গেল কোথায় ?—এরিংটন বললেন।

জানি নে। তবে থাকগে সে। বরং বাড়ীতে থাকবে—চলো
আমরা যাই।

ওলাফের সঙ্গে ডুপ্রে ছাড়া সবাই রওনা হ'লো নৌকো ক'রে
বসকবের দিকে।

ডুপ্রে চুপ ক'রে বসেছিলেন না।

তিনি ব্যাপারটা বুঝে নিয়েই সোজা হাঁটা দিলেন লোভিগাদের বাড়ির দিকে—লোকেদের কাছে ঠিকানা জেনে জেনে। তাঁর ধারণা, চক্রান্ত, লোভিসার। লোভিসাই দিপদে ফেলেচে খেলমাকে—ব্রিটাকেও।

কিছুদূর এগিয়েচেন—দেখেন তাঁর দিকে এগিয়ে আসচে জোরে একথানা টমটম গাড়ি। ঘোড়াটা ছুটচে ঝড়ের মত। ধুলো উড়চে চারধারে। ডুপ্রে স’রে দাঁড়ালেন পথের পাশে!

মিঃ ডুপ্রে! আপনি এখানে?—নারী কণ্ঠস্বর গেল শোনা।

টমটম ডুপ্রে’র সামনে এসে থেমে গেল।

টমটম চালাচ্ছিল ব্রিটা! বললো : উঠুন শীঘ্রী গাড়ীতে। বসকক্বে যেতে হবে।

কেন, কী হয়েছে, কোথায় গেছে—কিছুই জিজ্ঞাস্য করবার সময় নেই। ডুপ্রে চট করে উঠে বসলেন ব্রিটার পাশে। ব্রিটা লাগামে ঝাঁকানি দিলো। ছুটলো ঘোড়া।

ব্যাপার কি বলো তো!—ডুপ্রে বিস্মিত।

আর বলেন কেন?—ব্রিটা লাগামে আর এক ঝাঁকানি দিয়ে বললো : ডাইসওয়ার্থ লোক পাঠিয়েছিল খেলমার কাছে লর্ড এরিংটনের লেখা চিঠি দিয়ে যে, তিনি দুর্ঘটনায় পড়েচেন এবং খেলমা দিদিকে নাকি দেখতে চান। বেচারী আমার সঙ্গে পরামর্শ না ক’রেই তার সঙ্গে চলে গেছে তাড়াতাড়ি। আমি ছিলাম কলঘরে—খবরও পাইনি। শেষে এই গাঁয়েরই একটি ঘেয়ে আমার কাছে ছুটে এসে খবর দিল—দিদিমণিকে নাকি দিদিমা ধ’রে নিয়ে গেছে লোক পাঠিয়ে। শুনে তো অবাক—হেট হেট—চলো জোরসে।

লাগামে ঘনঘন ঝাঁকুনি দিতে লাগলো ব্রিটা।

ভাবপত্র?

ভাবপত্র, খবর পেয়েই ছুটে গেলাম, দিদিমার কাছে। দেখি সেখানে

দিদি নেই। বোরিয়ে আসছিলাম, দিদিমা পথ আগলে দাঁড়ালো। বুড়িকে এক খাকায় ফেলে তাড়াতাড়ি পথে এসে পড়তেই দেখি সামনে দাঁড়িয়ে এই টমটম। টমটমের মালেকের কাছ থেকে গাড়ীখানাকে চেয়ে নিয়ে এখন চললি ঐ পাদ্রীর বাড়িতে।

কেন ?

দিদিমা রাগের মাথায় বলে ফেলেচে, দেখিস না, তোর আদরের দিদিকে কি করে ডাইসওয়ার্থি ! খেলমার ভবিষ্যতটি নষ্ট ক'রে তবে ছাড়বে—বুঝলি ?

তাই নাকি ?

তাই তো শুনলাম।

একটু পরেই তারা বসকবে মিঃ ডাইসওয়ার্থির বাড়ির কাছাকাছি এক নির্জন পথে এসে টমটম দাঁড় করালো।

ডুপ্রে বললেন : তুমি থাকো, আমি আগে বাড়িটার বাইরে থেকে দেখে আসি অবস্থাটা।

তাই হোক।

ডুপ্রে নেমে গেলেন টমটম থেকে। নিঃশব্দে চুকলেন বাড়ির বাগানের বেড়া পার হ'য়ে। কাঁচের জানালার কাছে সতর্ক দৃষ্টি ফেলে দেখতে লাগলেন, যদি কিছু দেখা যায়।

দেখা গেল না বটে কিছু, কিন্তু শোনা গেল অনেক কিছুই।

শোনা গেল পাদ্রীপ্রবরের গলা : ফাদে যখন পড়েচোই তখন আর আপত্তি করে লাভ কি চাঁদবদনি ! এসো প্রাণ, চুমু দাও, প্রাণ জুড়োক !

শোনা গেল খেলমার গলা : এগোবেন না বলচি। ভয় নেই আপনার, লজ্জা নেই ? বাপের বয়সি—আমাকে এভাবে কথা বলতে লজ্জা করে না আপনার ? মাথার উপরে ভগবান আছেন—মনে নেই ?

মন যে তুমি নিয়ে বসে আছে। প্রাণেশ্বরী।—পাদ্রীর গলা : দেখো, আমার ঘরে যখন ঢুকেচো, সম্মান তোমার গেছেই। আর যতই না কেন বলো, কেউ বিশ্বাস করবে না তোমার কথা—এরিংটনও নয়। শেষে হুকুল হারাবে ? ওর চাইতে—এসো না, একটু ফুটি করা যাক।

আর শোনা যায় না।

বিশেষ ক’রে শোনা গেল ভিতরে ধস্তাধস্তির শব্দ। আর অপেক্ষা করাও যায় না।

ডুপ্রে জানালা বেয়ে উঠে লাফিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকেই পাদ্রীপ্রবরের সার্টের কলার চেপে ধরলেন। পাদ্রীপ্রবর খেলমাকে বিছানার উপর ফেলেছিলেন—এমন সময় পিচ্চটান পেয়ে পেছন ফিরে দেখেন সেই বিদেশীদের মধ্যে একজন—মি: ডুপ্রে। খেলমাকে ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে গেলেন তিনি কিন্তু ডুপ্রে তাঁর মেদবহুল দেহটাকে একলাখি মেরে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে তাঁর বুকের উপর হাঁটু গেড়ে বসলেন ; বললেন : মিস্ গুল্ডমার, আর দাঁড়াবেন না এখানে, চলে যান বাইরে, বাড়ির পেছনে। সেখানে জিটা টমটম নিয়ে আছে।

খেলমা আর দাঁড়ালো না। মুক্ত পাখীর মত যেন উড়ে গেল বাড়ির বাইরে। বাইরে জিটাকে পেয়ে তার টমটম চ’ড়ে সোজা বাড়ীর দিকে।

তারপর পাদ্রীপ্রবর!—ফুলো গালে এক ঘুঁসি মেরে ডুপ্রে বললেন : চুমুতে নয়, ঘুঁসিতে গাল রাড়িয়ে দেবো। মেয়েমানুষে খুব সখ, না ?—আবার ঘুঁসি আর এক গালে : আমি করলাম শুক, ওরা আসচে, করবে সারা।

পাদ্রীপ্রবর চীৎপাত হ’য়ে প’ড়ে আছেন। উপায় কি ? মেদ শরীর বাড়ায়, শক্তি বড়ায় না। কাজেই ঐ যুবকের কাছে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া, বুখা জোর দেখিয়ে আরো মার খেয়ে লাভ কি ?

একটু পরেই শোনা গেল এরিংটনদের গলা। তাঁরা সবাই হুড়মুড় ক’রে ঘরে ঢুকে দেখেন ডাইসওয়ার্থির বুকের উপর হাঁটু গেড়ে ব’সে ডুপ্রে !

ডুপ্রে ! এখানে ?—সবাই যেন একসঙ্গে বললেন ।

হ্যা, আমি ! নাও এবার, তোমরা এর ঘাড়ে ব'সো ! ভবলীলা
সাক্ষ ক'রে দাও । ব্যাটা বদমায়েসের হাড়ি !

খেলমা কোথায় ?—ওলাফ বললেন ?

ছিলেন এখানে—এতক্ষণ বাড়ির দিকে । লরিমার, ব'সো তো!
বুড়োর ঘাড়ে চেপে—সব ব্যাপারটা খুলে বলি ।

লরিমার, ডুপ্রেকে সরিয়ে বুড়োর বকে হাঁটু চেপে রইলেন । ডুপ্রে
সব ব্যাপারটা ছ'চার কথায় শেষ করলেন । দেখা গেল, ওলাফ রাগে
কুলচেন । ডুপ্রে'র কথা শেষ হ'তে না হ'তেই প্রায় লাফিয়ে পড়ছিলেন
পাদ্রীর উপর, কিন্তু এরিংটন তাঁকে সামলালেন । বললেন : ঐ নীচটাকে
ছোঁয়াও পাপ । শিক্ষা যদি হবার হয়, তো শুভেই হবে । নইলে মরলেন
হবে না । ছেড়ে দাও লরিমার, চলো আমরা যাই ।

কাজেই লরিমার উঠে দাঁড়ালেন । পাদ্রী উঠে বসলেন মেঝের
উপর । সারা শরীরটা টনটন করছে ব্যথায় । মেঝের প'ড়ে গিয়ে
কোমরেও লেগেচে বোধকরি । কোমরে হাত দিয়ে বেদনায় মুখ-ভুজী
করলেন তিনি !

লরিমার হেসে বললেন পাদ্রীকে : বুড়ো বয়সে ভীষ্মরতি—না ? মরো
গে যাও ।

বুদ্ধ ওলাফের ইচ্ছে ছিল—তাঁর মনের ঝালটা ভালো ক'রে মেটান,
কিন্তু পারলেন না । ফিরে যেতে হ'লো এরিংটনদের সঙ্গে । তবু ঘাড়
ফিরিয়ে কটমট করে চেয়ে গেলেন—বিষদৃষ্টি !

পাদ্রীপ্রবরের মাথা নীচু !

ঘর থেকে বেরুবার মুখে দেখা হ'লো উলরিকার সঙ্গে । বললো :
আপনাদের সেই বামন ছেলেটা কোথায় ?

লরিমার বললেন : আজ ভোরে সে আত্মহত্যা করেছে !

আত্মহত্যা করেছে?—উলরিকা আনন্দে বলে উঠলো : বেশ করেছে, বেশ করেছে, বুদ্ধিমানের কাজ করেছে। আসল ব্যাপারটা আর সে জানতে পারবে না। আর পারবে না আমাকে দোষারোপ করতে। জানেন, আমি তার মা, হ্যাঁ গো, আমি তার মা,—মা।

এ আবার কেমনতর মা!

উলরিকা ততক্ষণে মুখে এপ্রন চাপা দিয়ে কাঁদতে শুরু করেছে। মা যে!

বাড়িতে ফিরে এলেন সবাই।

দেখা হ'লো খেলমার সঙ্গে, ব্রিটার সঙ্গে। ব্রিটা আর ডুপ্লের উপস্থিত বুদ্ধির জন্তে সেযাত্রা রক্ষা পেলো খেলমা। সবাই তাদের জানালেন আন্তরিক ধন্যবাদ।

সিগার্ডের খবরটা খেলমাকে দিলেন ওলাফ।

শুনে তো খেলমা কেঁদে অস্থির। আহা, কাঁদবারই তো কথা। তার ছোটবেলাকার খেলার সাথী। ছায়ার মত ঘুরে বেড়াতো তার সঙ্গে। খেলমা ভাবলো, কেন যে তার অমন মতি হলো কে জানে। তাই বুঝি যাবার সময় দিয়ে গেল হাতে একটা গোলাপ!

খেলমা দেখলো, টেবিলে রাখা সে গোলাপটাও গেছে শুকিয়ে!

আর দেরি নয়। শুভন্ত শীঘ্রম্।

ওলাফ প্রস্তাব করলেন এরিংটনের কাছে, যদি অমত না থাকে তবে খেলমাকে এবার বিয়ে করলে তিনি খুশি হবেন।

এরিংটনের আপত্তির কিছু নেই। খেলমারও নেই।

আর কারই বা আছে? বন্ধুরা তো মত দিয়েই আছে।

অতএব ঠিক হ'লো ক্রিস্টিনা সহরে যথারীতি অলুষ্ঠানের মাধ্যমে লর্ড এরিংটনের সঙ্গে বিয়ে হবে চাবী-কন্ঠা খেলমার।

দুটি প্রাণ হবে এক।

কিন্তু এ খবরে বসকবে বাতের বেদনায় শয্যাশায়ী পাদ্রীপ্রবর প্রাণে পেলেন নিদারুণ বাথা।

লোভিসা জ্বলতে লাগলো হিংসায়। নাতনি ব্রিটাকেও হারাবে সে।
উলরিকার আর ওসব ভাববার মত মন নেই। তার পাপের পরিণাম
সিগার্ডের মরণে সে কখনো খুশি, কখনো কেঁদে আকুল!

আর গ্রামের লোকেরা? তারা যেমন সব দেশেই করে, করতে
লাগলো নানারকম জল্পনা কল্পনা।

‘উলেলাই’ ঘাটে বাঁধা।

তাতে বোঝাই মালপত্র। বাড়ি প্রায় খালি। তালা লাগানো।

সবাই উঠেচেন তরনীতে। বৃদ্ধ ওলাফও।

ঘাটে অনেকেই হয়েছে জড়ো : বাপ-বোঁটা ছ'জনেই তবে গ্রাম
ছাড়লো? কিন্তু জিগ্যেস করবার সাহস নেই কারোর।

ছইস্ল বাজলো।

বাপসায় তরনী ‘উলেলাই’এর চাকা ঢেউ তুললো ফোর্ড নদীতে।
ঘাট থেকে স'রে যেতে লাগলো তরনী। বৃদ্ধের চোখে জল। খেলমারও।
ব্রিটাকও যাদ যায়নি।

বিদায়।

‘উলেলাই’ চলচে । বসকবের ঘাটের পাশ দিয়ে । দূরে দেখা যাচ্ছে
‘পূজীপ্রবরের বাড়ি । ‘বাতের বেদনার’ শয্যাশায়ী ধার্মিকপ্রবরের সঙ্গে
শেষ দেখা হ’লো না ।

‘উলেলাই’ এগিয়ে চলচে ।

খেলমা বললো এরিণ্টনকে : মনে পড়ে ঐ তীর ।

হ্যাঁ ।

ওখানেই আমাদের প্রথম দেখা ।

মনে আছে ।

আর ঐ পাশে সেই গুহা ।

জার্নি, তোমার মাথের সমাধি ওটা ।

কাল সন্ধ্যায় বাবা আর আমি গেছলাম ওখানে ।

তোমার মা নিশ্চয়ই আমাদের আশীর্বাদ করবেন ।

‘উলেলাই’ আরো এগিয়ে চলচে ।

ফোড’ নদীর বঁকে এসে পৌছুলো । একটু দূবেই সমুদ্র—উত্তাল
সমুদ্র ।

ওলাফ বললেন : খেলমার বিয়ে হ’য়ে গেলে আমি আর ভেল্ডিমার
পাড়ি দেবো ঐ উত্তাল সমুদ্রে । আর ভাবনা কি ? মুক্ত হবো আমি ।
মুক্ত পাখীর মতোই ডানার ঝাপটায় উড়ে বেড়াবো পৃথিবীর আকাশে
বাতাসে । ক্রিস্চিনিয়াতে আমাদের সমুদ্রযাত্রার ব্যবস্থা করবো ।

আমার কথা মনে হবে না বাবা ?—খেলমা বললো ।

ওলাফ বললেন : তোর কথা কি ভোলবার রে পাগলি ?

গুল্মার বাড়ি যেন ঘুমিয়ে আছে ।

কোনো সাড়া নেই । লোক নেই । দরজা-জানলা সব বন্ধ । বাগানের গোলাপ সব শুকিয়ে গেছে । শুকনো পাতায় বাগান ভরা । সামনের বারান্দাটায় ধুলো ভর্তি ! রাত্রে আলো জ্বলে না । অন্ধকারে প্রেতাচার মত দাঁড়িয়ে থাকে বোবা হ'য়ে । গ্রামের লোকেরা ওবাড়ির পাশ দিচ্ছে যায় না রাত্রে ।

গ্রামের লোকেরা গুল্মারদের বিষয়ে আর মাথা ঘামায় না বড় । যে চলে গেছে, যাকে নিয়ে চলার দায় নেই—তার কথা মনে রাখে কে ?

কিন্তু এখানকার চাকল্যের ঢেউ গিয়ে লাগলো বুঝি লগুন সহরে বড়ঘরের ঘরগীদের বুকে, স্নন্দরী তরুণীদের বুকে !

চাকল্য দেখা দিলো, যখন দেখা গেল 'টাইমন্' কাগজে বেরিয়েচে এক অদ্ভুত বিবাহ সংবাদ :

“ক্রিস্চিনিয়ায় ইংরেজ প্রতিনিধির ভবনে স্ত্রীর ফিলিপ এরিস্টন, নরওয়ের আলটেনফোর্ড গ্রামের চাষী ওলাফ গুল্মারের কন্যা থেলমার সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন । নিমন্ত্রণ পত্রের ব্যবস্থা ছিল না ।”

ছল চাফুরির
দেশ

কেলেকারি !

কেন, কী হ'লো ?

এই জাখো। মিসেস রাশ মার্ভেল এগিয়ে দিলেন 'টাইমস্' পত্রিকাখানা স্বামীর দিকে : ক্রস এরিংটনের কাণ্ড দেখো একবার।

কেন, কী করলেন তিনি ?—ব্রেকফাস্ট টেবিল থেকে কাগজখানা তুলে নিয়ে খুঁজতে লাগলেন সংবাদটা। মিসেস তাড়াতাড়ি তাঁর বস্ত্র-করা নরম আঙুল দিয়ে সঘন্থে দেখিয়ে দিলেন সংবাদটা : জাখো, প'ড়ে একবার !

খাবার অভুক্ত রেখেই পড়তে লাগলেন মিঃ রাশ মার্ভেল।

মিসেস ততক্ষণে 'মনিং-পোস্ট'খানা খুলে খুঁজতে লাগলেন, এরিংটনের বিষয়ে আরো কোনো খবর বেরিয়েচে কিনা। বেরিয়েচে।

এই জাখো, 'মনিং-পোস্ট' জানাচ্ছে, স্ত্রীর ফিলিপ আর লেডি ক্রস এরিংটন 'এরিংটন-মানব' থেকে 'প্রিন্সেস-গেট' এর বাড়ীতে এসে বাস করছেন। উঃ, একটা নরউইজান চাবীর মেয়েকে নিয়ে এসে ঢোকালেন আমাদের সমাজে ! তার সঙ্গে আমাদের মিশতে হবে ? হরিবল্ !

মিঃ মার্ভেল জানতেন, এসব সময়ে খুব সাবধানে মন্তব্য করা দরকার। কিন্তু আপাততঃ মন্তব্য করবার দরকার নেই বুঝে, মুখ বুজে রইলেন।

মুখ খুলেই রাখলেন মিসেস : বুঝেছো, কয়েকজন ইয়ার নিয়ে নরওয়ের গ্রামে গেছিলেন ফিলিপ শ্রেফ ফুর্তি করতে। সেখানে গ্রামীণ মেয়েদের সঙ্গে ঢলাঢলি ক'রে ফেরবার সময় একটাকে জুটয়ে এনেচেন। ক্যাড্ !

মিঃ মার্ভেল চুপ ক'রে রইলেন।

কিন্তু খোঁচালেন মিসেস : আচ্ছা, তুমিই বলো, ঐ চাবীর মেয়ের সঙ্গে কী নিয়ে গল্প করবো আমরা ? পশুপালন, পক্ষীপালন নিয়ে ?

এবার কথা বলতে হ'লো মিঃ মার্ভেলকে : তা' তোমাদের সঙ্গে মিশলে লেডী এরিংটন কি তোমাদের মত হ'তে পারবেন না ?

কী যে বলো!—বিরক্ত হ'লেন মিসেস : ভিতরে কালচার যদি না থাকে, মিশলেই সব হবে? কিস্তি বোঝো না তুমি? বোঝো শুধু তোমার ঐ আইন-কানুন! সমাজে মেশবার যোগ্যতা হ'তো না কোনদিনই, যদি আমি না থাকতাম পাশে!

স্বীকার করচি দেবি!

এখন আমি ভাবছি, মার্সিয়া বেচারীর কী হবে? অমন সুন্দর মেয়ে, এরিংটনের পথ চেয়ে বসেছিল! বেচারী!...সত্যি, এরিংটন ফ্যামিলির সঙ্গে পরিচয় না থাকলেই যেন ছিল ভাল। যা ইচ্ছে তাই করতেন ফিলিপ, আমাদের ভাববার ছিল না কিছু।

যেন এখন কেউ মাথার দিব্যি দিয়েচে তাঁকে, ভাববার জ্ঞে! কিন্তু সে কথা বলবে কে? চুপ করে রইলেন মিঃ মার্ভেল!

তা, মার্সিয়াকে বাধ্য হয়ে মেশার্ভিলের সঙ্গেই লেগে থাকতে হবে। উঠে দাঁড়ালেন মিসেস। ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলেন। হঠাৎ বললেন :
মটেণ্ড!

বলো!

আমি আজ ক্লারা উনপ্লের কাছে যাবো। সে এ খবরটা পেয়ে কি ঠিক করেচে জানতে হবে! বেচারী!

শুনেচি, তারও তো এরিংটনের সঙ্গে একটু—

একটু কেন, বেশিই। এরিংটনের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা পবিত্র বন্ধুত্ব চমৎকার পরিণতি লাভ করেছিল; এই জঘন্য সংসারে দেখবার মত! ভালো কথা, লাঞ্চটা আমি ক্লারার ওখানেই সেরে নেবো আর সেখান থেকে যাবো মার্সিয়ার কাছে। আশাকরি মার্সিয়াকে এখানে ডিনারে আনলে তোমার আপত্তি নেই?

আপত্তি?—মিঃ মার্ভেল হাঁ করে ফেললেন প্রায়। অদ্ভুত কথা শুনলেন তিনি। তাঁর আপত্তির কী দাম আছে জ্বরী কাছে!

মিসেস মুছ হাসলেন শুধু।

মিঃ মার্ভেল খাওয়া শেষ ক'রে উঠে এসে বথারীতি স্ত্রীর গালে এক চুশন দিয়ে জানালেন যেন তাঁর অনুগত্য। শেষে বেরুলেন তাঁর কাজে।

মিসেস মার্ভেল এলেন তাঁর ড্রেসিংরুমে। আশির সামনে দাঁড়ালেন তিনি; সাজগোছ করতে হবে। ভদ্রমহিলাকে সুন্দরী বলা যায়। দীঘলদেহী। আভিজাত্যের ছাপ প্রতি অঙ্গে। বয়স হয়েছে, তবু যৌবন যেন যাই-যাই করেও যায়নি। মিষ্টি হাসি দুটি ঠোঁটে। ঐ হাসিতেই মন জয় ক'রে নেন সকলের। বিপদে আপদে সকলের তিনি ভরসা। কুমারী মেয়েরা তো তাঁর পরামর্শ ছাড়া এক পাও চলতে পারে না। বিবাহিতা মহিলারা তাঁদের কলেক্টরি চাপা দেবার কৌশল জেনে যান তাঁরই কাছ থেকে। রক্তরাও আসেন, তবে তাঁদের বাত সারাবার ঔষধ জানতে আর তাঁদের বেহায়া নাতনীদের চিট্ করবার উপায় জানতে। আসল কথা ভদ্রমহিলা পরের ব্যাপার নিয়েই ব্যস্ত, নিজের দিকে নজর দেবার তাঁর সময় নেই। ঘটকালিতেও তাঁর নাম আছে সমাজে। কাকে কার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে প্রাপ্তি আশা আছে তা' তাঁর কাছে অজানা থাকে না। এ হেন মিসেস মার্ভেলের স্বামী মিঃ রাশ মার্ভেলের স্বতন্ত্র পরিচয়ের দরকার আছে কি? নেই। কাজেই ও ভদ্রলোককে নিয়ে আমাদের সময় নষ্ট ক'রে লাভ কি? জেনে রাখুন, ভদ্রলোক, অতি ভদ্রলোক, একজন অনুগত স্বামী। যা পান, তাই খান। কিছুতেই আপত্তি নেই। যাকে বলে অতি সৎ স্বামী!

বেলা বারোটো নাগাদ মিসেস মার্ভেলের ক্রহামখানা পার্ক লেনের লর্ড উনগ্লে'র বিরাট বাড়ির গেটের মধ্যে ঢুকলো। সদর দরজা খুললো একজন বয়স্কলোক।

লেডি উনগ্লে আছেন বাড়িতে—ব্রিগস?

আজ্ঞে হ্যাঁ।—অভিবাদন জানালো সে।

মিসেস মার্ভেল গাড়ি থেকে নেমেই তাঁর টুপিটা ব্রিগসের হাতে দিয়ে ভিতরে ঢুকলেন : আমিই যাচ্ছি ভিতরে। তোমাকে খবর দেবার দরকার নেই।

মিসেস মার্ভেল সামনের বড় হলটা পার হবার সময় তাঁর সামনে ছুটে এসে দাঁড়ালো একটি বারো বছরের ছেলে : হ্যালো মিসেস, আপনি? ড্যাডির সঙ্গে দেখা করবেন? ঐ ঘরে ড্যাডি, আমায় ল্যাটিন পড়াচ্ছিলেন। জানেন, ড্যাডি বলেচেন, আজ আমি সার্কাসে যাবো। খুব মজা? না?

নিশ্চয়ই।—মিসেস মার্ভেল হাসলেন : কিন্তু আর্নেস্ট, তোমার মামী কোথায়?

মামী তাঁর বসবার ঘরে বই পড়ছেন। আজ একগাদা বই এসেচে। সব নাকি শেষ করবেন সন্ধ্যার আগে!

এমন সময় পাশের ঘর থেকে বেরুলেন লর্ড উনপ্লো। মিসেস মার্ভেলকে দেখে হেসে এগিয়ে এলেন তিনি। করমর্দন ক'রে বললেন : ওর কাছে এসেচেন? দেখুন, হয়তো বাড়িতেই আছেন।—এসো আর্নেস্ট, তোমার খাতাখানা দেখে দিই। পড়া শেষ হ'লে তবে তো সার্কাস!—আচ্ছা, আসি মিসেস মার্ভেল!

লর্ড উনপ্লো তাঁর ছেলেকে নিয়ে নিজেদের লাইব্রেরি ঘরে ঢুকলেন।

মিসেস মার্ভেল এসে ধাক্কা দিলেন লেডি উনপ্লোর ঘরে।

কে? ভেতরে আস্থন।—ভিতর থেকে শোনা গেল।

মিসেস মার্ভেল ঘরে ঢুকতেই—লেডি উনপ্লো তাঁর আরাম কেরারা থেকে উঠে দাঁড়ালেন : আরে, আমার প্রাণের মিসেস। কী খবর? এসো দিদি, বসো।

মিসেস মার্ভেল পাশের ভেলভেট মোড়া চেয়ারে বসলেন। বসলেন লেডি। তাঁর বই খোলা প'ড়েই রইল। পরিচারিকা তাঁর সোপালি

১১১
১১২
১১৩
১১৪
১১৫
১১৬
১১৭
১১৮
১১৯
১২০
১২১
১২২
১২৩
১২৪
১২৫
১২৬
১২৭
১২৮
১২৯
১৩০
১৩১
১৩২
১৩৩
১৩৪
১৩৫
১৩৬
১৩৭
১৩৮
১৩৯
১৪০
১৪১
১৪২
১৪৩
১৪৪
১৪৫
১৪৬
১৪৭
১৪৮
১৪৯
১৫০
১৫১
১৫২
১৫৩
১৫৪
১৫৫
১৫৬
১৫৭
১৫৮
১৫৯
১৬০
১৬১
১৬২
১৬৩
১৬৪
১৬৫
১৬৬
১৬৭
১৬৮
১৬৯
১৭০
১৭১
১৭২
১৭৩
১৭৪
১৭৫
১৭৬
১৭৭
১৭৮
১৭৯
১৮০
১৮১
১৮২
১৮৩
১৮৪
১৮৫
১৮৬
১৮৭
১৮৮
১৮৯
১৯০
১৯১
১৯২
১৯৩
১৯৪
১৯৫
১৯৬
১৯৭
১৯৮
১৯৯
২০০
২০১
২০২
২০৩
২০৪
২০৫
২০৬
২০৭
২০৮
২০৯
২১০
২১১
২১২
২১৩
২১৪
২১৫
২১৬
২১৭
২১৮
২১৯
২২০
২২১
২২২
২২৩
২২৪
২২৫
২২৬
২২৭
২২৮
২২৯
২৩০
২৩১
২৩২
২৩৩
২৩৪
২৩৫
২৩৬
২৩৭
২৩৮
২৩৯
২৪০
২৪১
২৪২
২৪৩
২৪৪
২৪৫
২৪৬
২৪৭
২৪৮
২৪৯
২৫০
২৫১
২৫২
২৫৩
২৫৪
২৫৫
২৫৬
২৫৭
২৫৮
২৫৯
২৬০
২৬১
২৬২
২৬৩
২৬৪
২৬৫
২৬৬
২৬৭
২৬৮
২৬৯
২৭০
২৭১
২৭২
২৭৩
২৭৪
২৭৫
২৭৬
২৭৭
২৭৮
২৭৯
২৮০
২৮১
২৮২
২৮৩
২৮৪
২৮৫
২৮৬
২৮৭
২৮৮
২৮৯
২৯০
২৯১
২৯২
২৯৩
২৯৪
২৯৫
২৯৬
২৯৭
২৯৮
২৯৯
৩০০
৩০১
৩০২
৩০৩
৩০৪
৩০৫
৩০৬
৩০৭
৩০৮
৩০৯
৩১০
৩১১
৩১২
৩১৩
৩১৪
৩১৫
৩১৬
৩১৭
৩১৮
৩১৯
৩২০
৩২১
৩২২
৩২৩
৩২৪
৩২৫
৩২৬
৩২৭
৩২৮
৩২৯
৩৩০
৩৩১
৩৩২
৩৩৩
৩৩৪
৩৩৫
৩৩৬
৩৩৭
৩৩৮
৩৩৯
৩৪০
৩৪১
৩৪২
৩৪৩
৩৪৪
৩৪৫
৩৪৬
৩৪৭
৩৪৮
৩৪৯
৩৫০
৩৫১
৩৫২
৩৫৩
৩৫৪
৩৫৫
৩৫৬
৩৫৭
৩৫৮
৩৫৯
৩৬০
৩৬১
৩৬২
৩৬৩
৩৬৪
৩৬৫
৩৬৬
৩৬৭
৩৬৮
৩৬৯
৩৭০
৩৭১
৩৭২
৩৭৩
৩৭৪
৩৭৫
৩৭৬
৩৭৭
৩৭৮
৩৭৯
৩৮০
৩৮১
৩৮২
৩৮৩
৩৮৪
৩৮৫
৩৮৬
৩৮৭
৩৮৮
৩৮৯
৩৯০
৩৯১
৩৯২
৩৯৩
৩৯৪
৩৯৫
৩৯৬
৩৯৭
৩৯৮
৩৯৯
৪০০
৪০১
৪০২
৪০৩
৪০৪
৪০৫
৪০৬
৪০৭
৪০৮
৪০৯
৪১০
৪১১
৪১২
৪১৩
৪১৪
৪১৫
৪১৬
৪১৭
৪১৮
৪১৯
৪২০
৪২১
৪২২
৪২৩
৪২৪
৪২৫
৪২৬
৪২৭
৪২৮
৪২৯
৪৩০
৪৩১
৪৩২
৪৩৩
৪৩৪
৪৩৫
৪৩৬
৪৩৭
৪৩৮
৪৩৯
৪৪০
৪৪১
৪৪২
৪৪৩
৪৪৪
৪৪৫
৪৪৬
৪৪৭
৪৪৮
৪৪৯
৪৫০
৪৫১
৪৫২
৪৫৩
৪৫৪
৪৫৫
৪৫৬
৪৫৭
৪৫৮
৪৫৯
৪৬০
৪৬১
৪৬২
৪৬৩
৪৬৪
৪৬৫
৪৬৬
৪৬৭
৪৬৮
৪৬৯
৪৭০
৪৭১
৪৭২
৪৭৩
৪৭৪
৪৭৫
৪৭৬
৪৭৭
৪৭৮
৪৭৯
৪৮০
৪৮১
৪৮২
৪৮৩
৪৮৪
৪৮৫
৪৮৬
৪৮৭
৪৮৮
৪৮৯
৪৯০
৪৯১
৪৯২
৪৯৩
৪৯৪
৪৯৫
৪৯৬
৪৯৭
৪৯৮
৪৯৯
৫০০
৫০১
৫০২
৫০৩
৫০৪
৫০৫
৫০৬
৫০৭
৫০৮
৫০৯
৫১০
৫১১
৫১২
৫১৩
৫১৪
৫১৫
৫১৬
৫১৭
৫১৮
৫১৯
৫২০
৫২১
৫২২
৫২৩
৫২৪
৫২৫
৫২৬
৫২৭
৫২৮
৫২৯
৫৩০
৫৩১
৫৩২
৫৩৩
৫৩৪
৫৩৫
৫৩৬
৫৩৭
৫৩৮
৫৩৯
৫৪০
৫৪১
৫৪২
৫৪৩
৫৪৪
৫৪৫
৫৪৬
৫৪৭
৫৪৮
৫৪৯
৫৫০
৫৫১
৫৫২
৫৫৩
৫৫৪
৫৫৫
৫৫৬
৫৫৭
৫৫৮
৫৫৯
৫৬০
৫৬১
৫৬২
৫৬৩
৫৬৪
৫৬৫
৫৬৬
৫৬৭
৫৬৮
৫৬৯
৫৭০
৫৭১
৫৭২
৫৭৩
৫৭৪
৫৭৫
৫৭৬
৫৭৭
৫৭৮
৫৭৯
৫৮০
৫৮১
৫৮২
৫৮৩
৫৮৪
৫৮৫
৫৮৬
৫৮৭
৫৮৮
৫৮৯
৫৯০
৫৯১
৫৯২
৫৯৩
৫৯৪
৫৯৫
৫৯৬
৫৯৭
৫৯৮
৫৯৯
৬০০
৬০১
৬০২
৬০৩
৬০৪
৬০৫
৬০৬
৬০৭
৬০৮
৬০৯
৬১০
৬১১
৬১২
৬১৩
৬১৪
৬১৫
৬১৬
৬১৭
৬১৮
৬১৯
৬২০
৬২১
৬২২
৬২৩
৬২৪
৬২৫
৬২৬
৬২৭
৬২৮
৬২৯
৬৩০
৬৩১
৬৩২
৬৩৩
৬৩৪
৬৩৫
৬৩৬
৬৩৭
৬৩৮
৬৩৯
৬৪০
৬৪১
৬৪২
৬৪৩
৬৪৪
৬৪৫
৬৪৬
৬৪৭
৬৪৮
৬৪৯
৬৫০
৬৫১
৬৫২
৬৫৩
৬৫৪
৬৫৫
৬৫৬
৬৫৭
৬৫৮
৬৫৯
৬৬০
৬৬১
৬৬২
৬৬৩
৬৬৪
৬৬৫
৬৬৬
৬৬৭
৬৬৮
৬৬৯
৬৭০
৬৭১
৬৭২
৬৭৩
৬৭৪
৬৭৫
৬৭৬
৬৭৭
৬৭৮
৬৭৯
৬৮০
৬৮১
৬৮২
৬৮৩
৬৮৪
৬৮৫
৬৮৬
৬৮৭
৬৮৮
৬৮৯
৬৯০
৬৯১
৬৯২
৬৯৩
৬৯৪
৬৯৫
৬৯৬
৬৯৭
৬৯৮
৬৯৯
৭০০
৭০১
৭০২
৭০৩
৭০৪
৭০৫
৭০৬
৭০৭
৭০৮
৭০৯
৭১০
৭১১
৭১২
৭১৩
৭১৪
৭১৫
৭১৬
৭১৭
৭১৮
৭১৯
৭২০
৭২১
৭২২
৭২৩
৭২৪
৭২৫
৭২৬
৭২৭
৭২৮
৭২৯
৭৩০
৭৩১
৭৩২
৭৩৩
৭৩৪
৭৩৫
৭৩৬
৭৩৭
৭৩৮
৭৩৯
৭৪০
৭৪১
৭৪২
৭৪৩
৭৪৪
৭৪৫
৭৪৬
৭৪৭
৭৪৮
৭৪৯
৭৫০
৭৫১
৭৫২
৭৫৩
৭৫৪
৭৫৫
৭৫৬
৭৫৭
৭৫৮
৭৫৯
৭৬০
৭৬১
৭৬২
৭৬৩
৭৬৪
৭৬৫
৭৬৬
৭৬৭
৭৬৮
৭৬৯
৭৭০
৭৭১
৭৭২
৭৭৩
৭৭৪
৭৭৫
৭৭৬
৭৭৭
৭৭৮
৭৭৯
৭৮০
৭৮১
৭৮২
৭৮৩
৭৮৪
৭৮৫
৭৮৬
৭৮৭
৭৮৮
৭৮৯
৭৯০
৭৯১
৭৯২
৭৯৩
৭৯৪
৭৯৫
৭৯৬
৭৯৭
৭৯৮
৭৯৯
৮০০
৮০১
৮০২
৮০৩
৮০৪
৮০৫
৮০৬
৮০৭
৮০৮
৮০৯
৮১০
৮১১
৮১২
৮১৩
৮১৪
৮১৫
৮১৬
৮১৭
৮১৮
৮১৯
৮২০
৮২১
৮২২
৮২৩
৮২৪
৮২৫
৮২৬
৮২৭
৮২৮
৮২৯
৮৩০
৮৩১
৮৩২
৮৩৩
৮৩৪
৮৩৫
৮৩৬
৮৩৭
৮৩৮
৮৩৯
৮৪০
৮৪১
৮৪২
৮৪৩
৮৪৪
৮৪৫
৮৪৬
৮৪৭
৮৪৮
৮৪৯
৮৫০
৮৫১
৮৫২
৮৫৩
৮৫৪
৮৫৫
৮৫৬
৮৫৭
৮৫৮
৮৫৯
৮৬০
৮৬১
৮৬২
৮৬৩
৮৬৪
৮৬৫
৮৬৬
৮৬৭
৮৬৮
৮৬৯
৮৭০
৮৭১
৮৭২
৮৭৩
৮৭৪
৮৭৫
৮৭৬
৮৭৭
৮৭৮
৮৭৯
৮৮০
৮৮১
৮৮২
৮৮৩
৮৮৪
৮৮৫
৮৮৬
৮৮৭
৮৮৮
৮৮৯
৮৯০
৮৯১
৮৯২
৮৯৩
৮৯৪
৮৯৫
৮৯৬
৮৯৭
৮৯৮
৮৯৯
৯০০
৯০১
৯০২
৯০৩
৯০৪
৯০৫
৯০৬
৯০৭
৯০৮
৯০৯
৯১০
৯১১
৯১২
৯১৩
৯১৪
৯১৫
৯১৬
৯১৭
৯১৮
৯১৯
৯২০
৯২১
৯২২
৯২৩
৯২৪
৯২৫
৯২৬
৯২৭
৯২৮
৯২৯
৯৩০
৯৩১
৯৩২
৯৩৩
৯৩৪
৯৩৫
৯৩৬
৯৩৭
৯৩৮
৯৩৯
৯৪০
৯৪১
৯৪২
৯৪৩
৯৪৪
৯৪৫
৯৪৬
৯৪৭
৯৪৮
৯৪৯
৯৫০
৯৫১
৯৫২
৯৫৩
৯৫৪
৯৫৫
৯৫৬
৯৫৭
৯৫৮
৯৫৯
৯৬০
৯৬১
৯৬২
৯৬৩
৯৬৪
৯৬৫
৯৬৬
৯৬৭
৯৬৮
৯৬৯
৯৭০
৯৭১
৯৭২
৯৭৩
৯৭৪
৯৭৫
৯৭৬
৯৭৭
৯৭৮
৯৭৯
৯৮০
৯৮১
৯৮২
৯৮৩
৯৮৪
৯৮৫
৯৮৬
৯৮৭
৯৮৮
৯৮৯
৯৯০
৯৯১
৯৯২
৯৯৩
৯৯৪
৯৯৫
৯৯৬
৯৯৭
৯৯৮
৯৯৯
১০০০

তারপর, কী খবর বলো ?—হরিণীর মত টানা চোখে কটাক্ষ হেনে বললেন ক্লারা !

খবর ?—মিসেস মার্ভেল বললেন : খবর তো তোমার কাছে জানতে এলাম । আচ্ছা, তোমার চুল আঁচড়ানো শেষ হোক, পরে কথা হবে ।

অর্থাৎ মিসেস মার্ভেল চান না, পরিচারিকা ঐ ঘরে থাকে । ক্লারা বুঝতে পারলেন, চলে যেতে বললেন মেয়েটিকে । চুলের রাশি অভ্যস্ত হাতে গুটিয়ে নিলেন ঘাড়ের কাছে । সত্যিই অপূর্ব স্তম্ভরী এই লেডি উনপ্লে । রূপ যেন কেটে পড়চে । মোম দিয়ে তৈরি যেন সারা অঙ্গ । নিৰ্ম্মিত । চাঁদে খুঁত আছে, কিন্তু লেডি উনপ্লের দেহে নেই । বিশ্বের পুরুষের বুকে ঢেউ তুলে দিতে ও-রূপের সামান্য ভগ্নাংশই যথেষ্ট ! অল্প মেয়েদের তিনি ঈর্ষার পাত্রী—কিন্তু মিসেস মার্ভেলের কাছে নন । লেডি উনপ্লের তুলনায় মিসেস মার্ভেল বর্ষিয়সী ; কাজেই ক্লারাকে তিনি হিংসে করেন না মোটেই । বরং তাঁর রূপ বর্ণনায় তিনি পঞ্চমুখ ।

বলো, কী খবর শুনতে চাও ?—ক্লারা জিগ্যেস করলেন ।

এবার গ্রীষ্মে কিসেনজেন গিয়ে কেমন কাটলো ?—পুরু করলেন মিসেস মার্ভেল !

আর ব'লো না । লেনী ঠিক গিয়ে হাজির সেখানে ।

কেন, উনপ্লে যান নি ?

গেছিলেন ক'দিনের জন্যে আর্পেঙ্কে নিয়ে । বাপ ছেলেতে খুব আনন্দ ক'রে বেরিয়েচে ।

আচ্ছা, সেদিন স্তার ফ্রান্সিস লেনক্সকে তোমার সঙ্গে থিয়েটারে দেখলাম যেন !

হ্যাঁ ! লেনী আমার পেছনে ঠিক কুকুরের মতই ঘোরে । সত্যি,

এমন ক'রে আমার সঙ্গে আঠার মত লেগে থাকে যে ছাড়ানো দায়।
কিন্তু ভা-আ-রি অমায়িক। দেখতেও বেশ।

তা' তো বুঝলাম!—মিসেস মার্ভেল এবার আসল কথায় এলেন :
এদিকের খবর জানো?

কি?

ক্রস এরিংটন এক নরইজান চাষীর মেয়েকে বিয়ে ক'রে এনেচে।

তাই নাকি?—উঠে দাঁড়ালেন ক্লারা। মুখখানি গম্ভীর, কপালে
চিন্তার রেখা!

একটা কিছু করা দরকার তো!

নিশ্চয়ই।—ক্লারা বললেন : তাঁদের নেমস্তন্ন করা দরকার। ফিটি দিতে
হবে তাদের অনারে। তারপর দেখো মজা। এরিংটনের গৌইয়া বৌ
কেমন আসবে তার ইয়া বড় বড় পা ফেলতে ফেলতে। আর কাজ-করা
লাল হাত নেড়ে নেড়ে থাকে যখন, তখন একটা দেখবার জিনিস হবে।
টেবিল থেকে হাতে ক'রে বরফ নেবে না, চামচে ক'রে নেবে—তা বুঝতেই
পারবে না। তখন চেয়ে দেখো একবার এরিংটনের মুখের দিকে।
বলতে হবে ধরনী দ্বিধা হও।

তা হলে ভোজের ব্যবস্থাটা?

আমি করবো।—দৃঢ়স্বরে বললেন ক্লারা! এরিংটনের উচিত শান্তি
পাওয়া দরকার। অভদ্র কোথাকার। আর ঐ জুটেচে লরিয়ার!
ছুটো ক্যাড্!

অথচ দেখো, একদিন তুমি তাকে কী ভালোই না বাসতে।—মিসেস
মার্ভেল তাতালেন ক্লারাকে।

ভালোবাসতাম মানে?—জলন্ত আগুন হাঙরা পেল যেন : তাকে
প্রাণের চেয়ে ভালোবাসতাম। আমিও এ দেহ যদি সে পায়ের তলায়
দ'লে ধেতো—তবু তাকে বুকে জড়িয়ে ধরতে কোন দ্বিধা থাকতো না

আমার। নিষ্ঠুর। বেইমান। বিশ্বাসঘাতক! আমি তাকে ভালো-
'স্বাস্তাম, এখন তাকে স্বপ্ন করি। পশু!—মাটিতে পদাঘাত করলেন
ক্রারা।

আল্ফ্রে! কেউ শুনতে পাবে! তোমার স্বামী বাড়িতে যে!

স্বামী!—ক্রারার চোখে নেমে এলো হতাশা: প্রিজ মিসেস, দয়া ক'রে
স্বামীর কথা আমাকে ব'লো না। বরং একটা বড় দরের লেকচার দাও,
শুনতে রাজি আছি।

এমন সময় দরজায় শব্দ হ'লো!

ভিতরে আসতে বললেন ক্রারা। ঢুকলো ব্রিগস: লর্ড জিগ্যেস
করলেন, আপনি কি ডাইনিং রুমে লাঞ্চ খাবেন?

না। আমার আর মিসেস মার্ভেলের লাঞ্চ এখানে আনো।

তবু দাঁড়িয়ে রইলো ব্রিগস্।

কী চান?

লর্ড জিগ্যেস করলেন, মাষ্টার আর্নেস্ট বাইরে যাবার আগে আপনার
সঙ্গে এখানে দেখা কবে যাবেন?

না।—লর্ড উনপ্লু ক্রুটি করলেন: ছেলেটা ভারি বদ হয়েছে।

আর দাঁড়ালো না ব্রিগস্। অভিবাদন জানিয়ে অদৃশ্য হ'লো।

তুমি স্বামীর সঙ্গে লাঞ্চ খাও না?—জিগ্যেস করলেন মিসেস
মার্ভেল।

না।—ক্রারা বললেন: অবশ্য বাইরের কাউকে নেমন্তন্ন করলে তখন
একসঙ্গে থেতে হয়। তবে সেটা বাধ্য হয়েই। যাক, ক্রস এন্ট্রিটনের
লেডি চাষিণীর সমাদরের ব্যবস্থা করা দরকার ভাল ক'রে, বুঝলে?

হ্যাঁ। তুমি যখন ভার নিয়েচো, তখন ভালভাবেই হবে।

এমন সময় ঘরে ঢুকলো ব্রিগস্, লাঞ্চের ট্রে হাতে ক'রে। সামনের
টেবিলে রাখলো ট্রেখানা।

ক্লারা বললেন : মিসেস মার্ভেলের কোচম্যানকে বলো, সে যেন বাড়ি চ'লে যায়। ঠুঁকে আমি পৌঁচে দেবো পরে।

ত্রিগস্ চল গেল অভিবাদন জানিয়ে।

আমি যে মার্সিয়ার কাছে যাব ঠিক করেচি ?

বেশ তো, আমিও না হয় যাবো সেখানে। সেখানে অনেকদিন যাইনি। ভালো কথা, মেশার্টিলকে বশ করতে পারলো মার্সিয়া ?

এখনও দেবি আছে। ছেলেটা ধরা ছোঁয়ার বাইরে থাকতে চায়।

লেডি উনলি হাসলেন : জালে ঠিক পড়বে। মার্সিয়া পাকা মেয়ে।— এসো লাঞ্চে বসি।

হু'জনে খেতে বসলেন।

মুখ চলবার সঙ্গে সঙ্গে গল্পও চললো। গল্প মানে. পর্ব চর্চা, পরের কেছা, রসালো গল্প। তারপর যখন খাওয়া শেষ হ'লো, ক্লারা তাঁর পরিচারিকাকে ডেকে চুল নৈধে দিতে বললেন এবং মিসেস মাভেল মন দিলেন সামনের টেবিলে প'ড়ে থাকা 'টুথ' পত্রিকাখানায়। পত্রিকাখানা অবৈধ প্রেমের মজাদার কাহিনীর জগ্রে বিখ্যাত।

সাড়ে তিনটে নাগাদ হু'জনে বেকলেন ছাইরংয়ের জোরালো দুই বোড়ায় টানা ভিক্টোরিয়ায়। পেছনে দুই জাক-জমক পোষাকে সহিস। কোচম্যানের পাশে ত্রিগস্। লেডি উনলের নির্দেশমত গাড়ি চললো প্রিন্সেস গেট-এ।

ক্রস এরিংটনের সহরের বাড়িখানি চমৎকার। বাড়ির সামনে গাড়ি বারান্দা। বড় বড় দরজা জানলা। তাতে ঝোলানো সাদা পর্দা। বাড়ি খানায় একটা আভিজাত্যের ছাপ।

লেডি উনলে ত্রিগস্কে বললেন : দেখ তো, লেডি ক্রস এরিংটন বাড়িতে আছেন কি না। যদি না থাকেন, আমাদের এই দু'খানা কার্ড রেখে এসো।

যে আঙে ! ব্রিগস্ কার্ড হু'খানা নিয়ে সদর দরজায় বেল টিপলো ।
'স্বস্তি' খুলে বার হ'লো একজন বুদ্ধলোক, কালো পোষাকে—লর্ড
এরিংটনের পুরোন ভৃত্য !

ব্রিগসের প্রশ্নের উত্তরে সে জানালো, লেডি এরিংটন আধ ঘণ্টা হ'লো
বেরিয়েচেন পার্কে বেড়াতে । কাজেই ব্রিগস্ কার্ড হু'খানা তার কাছে
রেখে দিয়ে ফিরে এসে খবর দিল তার কত্রীকে ।

চলো পার্কে ।—লেডি উনপ্লে হুকুম দিলেন ব্রিগসকে ।

গাড়ি চললো পার্কের দিকে ।

ফিলিপ তার স্ত্রীর হাতটিকে নিয়ে নিশ্চয়ই গেছে পার্কে । চলো, নিশ্চয়ই
দেখা হবে সেখানে । দেখবে, কেমন হাঁ ক'রে গিলচে মেয়েটা পার্কের
বিচিত্র শোভা । বেশ মজার হবে দৃশ্যটা ।—লেডি উনপ্লে হেসে হেসে
বললেন তাঁর সঙ্গিনীকে ।

মিসেস মার্ভেল হাসলেন শুধু, কিছু বললেন না ।

গাড়ি একটু পরেই পার্কে ঢুকলো । আরোহিনী হু'জনেই তীক্ষ্ণ
দৃষ্টি রাখলেন হু'দিকে ! কিন্তু কৈ, তাঁদের তো দেখা যাচ্ছে না !

এমন সময় হঠাৎ কাকে দেখতে পেয়ে লেডি উনপ্লে হাসলেন এবং
তখুনি ব্রিগসকে ডেকে গাড়ি থামাতে বললেন ।

কে ?—মিসেস মার্ভেল জিজ্ঞাস্য করলেন ।

লেনী ।—লেডি উনপ্লে বললেন ।

বলতে বলতেই এক সুদর্শন যুবক এসে গাড়ির কাছে দাঁড়িয়ে হেসে
টুপি তুললেন : ক্লারা যে ! আরে, মিসেস মার্ভেল দেখচি । কেমন আছেন ?
ভালো ।

তারপর এখানে ?—এবার প্রশ্ন ক্লারাকে ।

কেন, আসতে নেই ?

একটু আগে আসতে পারলে না ?

কেন ?

মজার জিনিষ দেখতে পেত ।

কি ?

ট্রয়ের হেলেনকে ।

হৈয়ালি ছেড়ে সোজা কথায় বলে ।

আর কি বলবো ?—স্মার ফ্রান্সিস বললেন : একেবারে আধুনিক হেলেন । সারা পার্কের লোক অবাক হয়ে দে নে ।

ক্লারা বিরক্ত হ'লেন : বলোই না বাপু কে ?

লেডি ক্রস এরিংটন ।—স্মার ফ্রান্সিস বললেন ফিল পাশেই এসে ছিল তার । আহা, যেন একখানি ছবি ।

কিন্তু চাষীব মেয়ে তো সে ।—মিসেস মার্ভেল বললেন ।

তা জানিনে । তবে অপূর্ব সুন্দরী সে, সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । দেখলাম যা, পুরুষদের পাগল করবার মহৎ রূপ । তাব চুলগুলো যেন সোনালি রেশম ।

বটে ।—মুখ বঁকিয়ে বললেন ক্লারা : চুলে রং কবেচে ।

হ'তে পারে । যাকগে, আজ রাত্রে মনে আছে তো, একসঙ্গে থিয়েটারে যাবার কথা ? টা-টা ।

লেনী স'রে দাঁড়ালেন । গাড়ি চলতে শুরু করলো ।

হুজনের মুখেই আর কথা নেই । হয়তো হুজনেই ভাবচে একই কথা : সুন্দরী না ছাই । পুরুষের চোখে সব মেয়েই সুন্দরী ।...কিন্তু সত্যিই কি অপূর্ব সুন্দরী সে ? কে জানে ।...

মার্সিয়াদের বাড়ি পৌছে দেখা গেল, তারা কেউ বাড়িতে নেই । কাজেই সেখান থেকে কেনসিংটনে মিসেস মার্ভেলের বাড়িতে তাঁকে নামিয়ে দিয়ে অল্প হুঁচারটে করণীয় কাজের কথা বলে লেডি উনপ্লে ফিরে এলেন নিজের বাড়িতে ।

তারপর ডেসিংক্রেমে ঢুকে পোষাক বদলে সেজেগুজে বেরলেন আবার গম্ভি নিয়ে থিয়েটারের দিকে : স্তার ফ্রান্সিস লেনক্সের সঙ্গে রয়েছে এপয়ন্টমেন্ট !

লেডি উনপ্লে যখন স্তার ফ্রান্সিসের পাশে ব'সে থিয়েটার দেখছেন আর মাঝে মাঝে হাসি ঠাট্টা করছেন—তঁার স্বামী লর্ড উনপ্লে তখন তাঁর বাড়ীতে বসেছিলেন আনেষ্টের বিছানার পাশে ।

ঘুমোবার আগে বাবার সঙ্গে আনেষ্টের খানিকটা গল্প করা চাইই । আর আজ তো গল্পের খোরাক রয়েছেই ।

আচ্ছা, ড্যাডি, তুমি ঐ ক্লাউনগুলোব মত অমন মাথা নীচু আর পা উচু ক'রে থাকতে পারো ?

না বোধহয় !

আচ্ছা ড্যাডি, ঐ ক্লাউনগুলো কী রকম ডিগবাজি খাচ্ছিল ? না ?

ই্যা !

আচ্ছা ড্যাডি—

আজ আর নয় !—উনপ্লে বললেন : কাল আবার গল্প হবে । এবার ঘুমোও ।

কাজেই আনেষ্টকে চোখ বুজতে হ'লো । উইপ্লে তাঁর খসখসে গালটা ছেলের নরম তুলতুলে গালে ঘসে বললেন : লক্ষ্মী ছেলের মত ঘুমোও ও গুড্ নাইট্ !

গুড্ নাইট্ !

ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়ে, দরজা টেনে দিলেন বাইরে থেকে । পরে চণ্ডা সিঁড়ি দিয়ে ধীরে ধীরে নামলেন তিনি । আনেষ্টের কাছে ছিলেন যখন, তখন তাঁর মুখে ছিল হাসি । সে হাসি মিলিয়ে গিয়ে দেখা দিল গাঙ্গীর্ষের কঠোররেখা । নীচেয় নেমে সামনে দেখতে পেলেন ব্রিগসকে ।

জিগ্যাস করলেন তাঁকে : লেডি উনপ্লে বাইরে গেছেন ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। শ্রার ফ্রান্সিস লেনস্কে'র সঙ্গে থিয়াটারে গেছেন !

ব্রিগস্ ! আমি কি জিগ্যাস ক'রেচি, তিনি কোথায় এবং কার সঙ্গে গেছেন ? বেশি কথা না ব'লে যেটুকু বলা দরকার, সেইটুকুই ব'লো এবার থেকে ।

যে আজ্ঞে !

ডাইনিংরুমে তাঁর জন্তে খাবার যেন তৈরি থাকে । হয়তো তাঁর ফিরতে দেরি হবে । আর আমার কথা জিগ্যাস করলে বলবে, কার্লটনে গেছি !

যে আজ্ঞে !

লর্ড উনপ্লে লাইব্রেরি ঘরে ঢুকে একটু পরেই গুভারকোট আর টুপি পরে বোরিয়ে এলেন । বেতখানা তাঁর হাতে এগিয়ে দিল ব্রিগস : হ্যানসম'খানা বার করবো কি ?

না. হেঁটেই যাবো ।

তাড়াতাড়ি সদর দরজা খুলে দিল ব্রিগস : লর্ড বোরিয়ে গেলেন । ব্রিগস্ দেখলো চাঁদনী রাতে কতটা তার যাক্ষেন পল-মনের দিকে । ঝড় বলিষ্ঠ দেহ লর্ডের । দূত পদক্ষেপে তিনি চলতে লাগলেন ।

পার্কিলেনে তখনও লোক চলচে, গাড়ি চলচে, আলো চারিদিকে ।

সদর দরজা বন্ধ ক'রে ব্রিগস্ এলো বাড়ির নীচের ভলার চাকরদের ঘরে । সেখানে বাড়ির ঝি-চাকররা একখানা বড় টেবিলের চারধারে গোল হ'য়ে বেতে বসেচে । তাদের মাঝে সর্দারি করচে মুর্টাকি ঝাঁপনীটা ।

ত্রিগস্কে দেখে চোখ বড় বড় ক'রে বললো সে : আরে ত্রিগস্, তোর এত দেরি ? এসো এসো । তোমার মাংসের চপ যে ঠাণ্ডা হ'য়ে গেল !

সত্যি নাকি ?—ত্রিগস্ একটা চেয়ার টেনে এনে বসলো : দাও শীগগীর । খিদে পেয়েচে বড় ।

তার সামনে খাবার দিল রূপসী ।

আর ব'লো না ফ্রপসী, ঐ উপরের কতী-গিন্নীদের কথা । আলিয়ে থলে একেবারে !—ত্রিগস্ সদারি শুরু করলো ।

বেন, বাী হ'লো ?—ফ্রপসী গুরুফ মিসেস ফ্রপার জিগ্যেস করলো ।
বাগী পবিচারিকা লুইসে বেনা থেকে ঘর ঝাঁট দেবার বিটার চোখেও
“এই প্রঃ কেন, বাী হ'লো ?”

তার কি হবে ?—ত্রিগস্ বললো চপ টিবোতে চিবোতে : গিগা গেল একধারে, কতী গেলেন আর একধারে ।

লোডি কোণায় গেলেন ?—মিস বেনো জিগ্যেস করলো ।

খিয়েচাবে—তার ফ্রান্সিসের সঙ্গে ।

লর্ডের কিন্তু খুব সহগুণ ।—ফ্রপসী বললো ।

সব বুঝেও কতী চুপ ক'রে থাকে—এ আমি লক্ষ্য করেচি ।—ত্রিগস্ বললো ।

শেষে না ভাইভোসে র মামলা শুরু হয় ।—ফ্রপসী ।

আরে বাবা, এসব আজকালকার দিনে হামেসাই চলচে ।—ফ্রপসী
ময়ে রেণো বললো !

কিন্তু চলাটা কি উচিত ?—ত্রিগস্ জিগ্যেস করলো ।

বিশী !—মন্তব্য করলো ফ্রপসী ।

লর্ড ক্রস এরিংটন আর খেলমা, এখন লেডি ক্রস এরিংটনের সকালের খাওয়া শেষ হ'য়েচে। 'টাইমস' খানা টেনে নিয়ে পাতা খুললেন লর্ড। চোখ বুলোলেন পাতায় পাতায়।

খেলমা চেয়ার ছেড়ে উঠতে যাচ্ছিল, এরিংটন বললেন : আজকাল কাগজে কিস্তি খবর থাকে না।

খেলমা হাসলো : পাঁচ মিনিটও সময় দাও না কাগজ পড়তে, খবর পাবে কি ক'রে ?

কিন্তু প্রিয়ে—লর্ড বললেন : আমি যেটুকু পেলাম, তুমি বোধহয় তাও পাবে না।

তুমি তো জানোই—খেলমা বললো : আমি এসব রাজনীতির খবরগুলো বুঝিনে ভালো ক'রে। আর তাছাড়া যে সব খবর চোখে পড়ে তা হচ্ছে হত্যা, নিষ্ঠুরতা, দুর্ঘটনার বিশ্রী খবর সব। ওর চাইতে বইপড়া ঢের ভাল।

সত্যিই রাজনীতির কচকচি আর সহরে হত্যা আর দুর্ঘটনা খেলমার কাছে কষ্টদায়ক। বনের হরিণী সে, সহরের লাক্কানো চিড়িয়াখানায় এসেচে যেন। বরং বিয়ের পর মধুসামিনীর মধুমাখা স্মৃতিগুলো তার মানস-পটে আজো সুস্পষ্ট। বিয়ে তো হ'য়ে গেল অনাড়ম্বরে ক্রিষ্টিনিয়ায়। বাবা তো চলে গেলেন বিস্ফে উপমাগরে পাড়ি দিয়ে বেড়াতে। লরিমার, ম্যাকফারলেন, ডুপ্রে—'উলেলাই' নিয়ে সোজা চ'লে গেলেন ইংলণ্ডে থাকলেন শুধু লর্ড এরিংটন আর খেলমা—মধুসামিনী যাপনের জন্তে। লং কোপেনহাগেনে কাটালেন কয়েকদিন তাঁর নবপরিণীতাকে নিয়ে সেখান থেকে গেলেন জার্মানীতে। কাটালেন কিছুদিন সেখানকার এব গহন বনে ছোট্ট হোটেলে। আহা, খেলমার কাছে সেদিনগুলো যে স্বপ্নময়! দয়িতকে কাছে পাওয়া, পূর্ণ ক'রে পাওয়া, একান্ত ক'রে পাওয়া। প্রিয়তমের বাহুবন্ধনে হারিয়ে যাওয়া, বিভোর হওয়া—সে এক অপূর্ণ

উন্মাদনা। মনে হ'তো খেলমার—প্রাণের পুরুষের ঐ যে চুষন, হৃদয়ের 'প'রৈ হৃদয়ের স্পন্দন, বজ্রবাহুর আবেগ বন্ধন, নিষ্পেষিত হবার স্থখটুকু সত্যিই কি তার প্রাপ্য? সে কি এই স্তম্ভুৰ স্থখস্পর্শের যোগ্য? কি জানি?

আর লর্ড এরিংটনের কাছে খেলমা? স্বর্গীয়। বসন্তবাণী যেন সশরীরে ধরা দিচ্ছেচেন তাঁর কাছে। খেলমার সৌন্দর্যে লর্ডের চোখটুকু ডুপ্ত, খেলমার মাধু্যে লর্ডের হৃদয় পূর্ণ। স্পর্শমণিব পবন পেয়েচেন লর্ড, কাঁচের বদলে বাঁধনের সন্ধান পেয়েচেন তিনি। আভিজাত্যের খোলসে এখন তিনি প্রায় আবৃত, এ স্নেহময় খেলমার সাবল্যের ছোঁয়াচ তিনি পেলেন, খুলে গেল তাঁর মিথ্যা আচরণ, যেমন শস্ত্র থেকে খুলে যায় তার ধোঁসাটুকু।

ক্রমে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দেখা দিল আস্তবিকতা, সহানুভূতি। এরিংটনের ইচ্ছা খেলমার কাছে যেন আদেশ। প্রথম প্রথম লর্ডের বিরূপ ঐশ্বর্য, খেলমাকে বিবিসিত করে তুলেছিল। লর্ডের উপহার রাশি তার কাছে এক অভিনব সমস্তায় পরিণত হ'লো। বিশেষ করে, লর্ডের মান রাখতে খেলমাকে পরতে হ'লো দামী-দামী পোষাক, নানারকম ডিজাইনের, যা সে কোনদিন কল্পনাও করেনি। অবশ্য, তা বলে এরিংটন খেলমার সেই দামী পোষাকের অবজ্ঞা করেননি মোটেই। খেলমার নরইজান পোষাকগুলো তিনি যত্ন করে তুলিয়ে রাখলেন। বনহবিগীর অনাড়ম্বর আবরণী।

খেলমার নতুন সাজ-পোষাকে সব চাইতে খুশি বোধ হয়, ব্রিটা। তার 'ক্রোকেন' কেমন লেস দেওয়া সিল্কের পোষাক প'রে ঘুরচে, তার চলে কেমন চমৎকার মুস্তোর অলংকার। আহা, কী সুন্দর দেখাচ্ছে তার খেলমা দিদিকে।

ব্রিটার কাজ বলতে কিছু নেই। কাজেই কাজ খুঁজে বার করতে হয় তার। মোছা জিনিষই আবার মোছে, সাজানো জিনিষই আবার সাজায়। চূপচাপ ব'সে থাকা যায় নাকি হাত পা গুটিয়ে?

লর্ড এরিংটনেরা জার্মানী থেকে এলেন প্যারীতে।

মহিলাদের সাজ-সজ্জায় স্বেচ্ছাভিজ্ঞা মাদাম রোজাইনের উপর পড়লো খেলমার জন্তে আধুনিকতম পোষাক তৈরির ভার। মাদাম তো মহাখুশি। বিশেষ ক'রে খেলমার দেহ সৌষ্ঠব দেখে তাঁর আর আনন্দের অন্ত নেই। ঠিক করলেন, এসব পোষাক করবেন তিনি, যা তাঁর 'মিলেডি'র দেহের শোভা বাড়িয়ে দেবে শতগুণ ক'রে। তাতে মেয়েমহলে তাঁর স্থখ্যাতিও বাড়বে আরো।

নির্দিষ্টদিনে মাদাম এলেন পোষাক নিয়ে। একগাল হেসে খেলমা রূপরাশির প্রশংসা করতে করতে পরালেন তাঁর নতুন তৈরি পোষাক। আঁর্শির সামনে খেলমাকে নিয়ে গিয়ে বললেন : কেমন মানিয়েচে মিলেডি ?

তার মানে ? এই শেষ ?—খেলমা বিস্মিত।

বিস্মিতা মাদামও : হ্যাঁ মিলেডি, এই তো আপনার পোষাক। লেটেস্ট ডিজাইনের।

এতটা বুক খোলা ? হাত খোলা কাঁধ পর্যন্ত ?

এই তো লেটেস্ট ফ্যাশন মিলেডি ! আপনার প্রাণের অপূর্ব গড়ন, বকের লোভনীয় শোভা, মৃগাল বাহর সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলবার জন্তে এ পোষাক অতুলনীয় !—পাকা ব্যবসায়ীর ভাষায় বললেন মাদাম।

কিন্তু খেলমা গম্ভীর হ'য়ে গেল। বললো : কী বলচেন আপনি অসভ্যের মত ? আপনি বলতে চান, আমি অর্ধনগ্ন হ'য়ে বার হবো বাইরে ? আমার স্বামীর সম্মান ব'লে কিছু নেই ?

শুনে মাদাম তো বিশ্বয়ে হতবাক। এমন পুরুষ পাগল কল্প
দেহ বল্লরী বার, সে কিনা চায় তা লুকিয়ে রাখতে লোকচক্ষুর
আড়ালে। তবু হেসে বললেন ব্যবসায়ী মাদাম : মিলেডি বেখানে
পাকতেন, সেখানকার ফ্যাশন হয়তো অগ্ররকম। কিন্তু মিলেডি যদি তাঁর
স্বামীকে জিগ্যেস করেন, সত্যিই এ পোষাক নিন্দনীয় কিনা—আমার
মনে হয় মিলেডিও ভুল ভেঙে যাবে।

বেশ আমি তাই যাই তাঁর কাছে।—থেলমা বললো : আশাকরি
তিনিও এই পোষাক অপছন্দ কবেন। আপনি এটা খুল নিন। এ
পোষাক পরে আমার কাছে যেতেও আমার লজ্জা কবচে। আমি এ
পোষাক হাতে ক’রে নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে তাঁর মতামত জিগ্যেস করবো।

মাদাম, থেলমার পোষাক খুল নিলেন। থেলমা পরলো তার আগের
পোষাক। বললো আপনি বস্ত্র একটু, আমি আসছি।

মাদাম মনে মনে গজ্জাতে লাগলেন : মেয়েটা একেবারে গৌঁইয়া।
মন বার রূপ, এমন ঐব যুকের গডন—সে চায় সব ঢেকে ঢাক রাখতে ?
মরণ আর কি ? আমার কি ? দামটা পেলেই হ’লো। তবে অপছন্দ
হ’লে দামটা পাবে তো। কে জানে বাবা ! যত সব !

থেলমা তৎক্ষণে এসে দাঁড়ালো এরিংটনের সামনে। পোষাক দেখিয়ে
বললো : দেখ একবার কাণ্ড ! কী বিশ্চী পোষাক ক’রে এনেচেন ঐ মাদাম।

কেন, কী হ’লো ?—এরিংটন বললেন।

এই দেখ না, গলাটা কত বড়। হাতা ব’লে কিছুনুই। পবলে
শরীরের বেশির ভাগটাই থাকে খোলা। বিশ্চী। আবার বোঝাচ্ছেন,
এই নাকি ফ্যাশন।

এরিংটন হাসলেন। বুঝলেন সবই। বললেন : বেশ তো, তোমার
যদি পছন্দ না হয়, ফেবৎ দিয়ে দাও। তবে মাদাম ঠিকই বলেচেন।
এই সত্যজগতে, ঐ ধরণের সব পোষাকই হচ্ছে হাল ফ্যাশনের।

তুমি তা হ'লে পরতে বলো? তুমি যদি পরতে বলো, আমি নিশ্চয়ই পরবো। তোমার যা ভাল লাগে, তাই তো আমার করা উচিত!

এরিংটন খেলমার কাছে এসে তার কোমর জড়িয়ে ধ'রে চুষন দিয়ে বললেন : তোমার যেটা ভাল লাগচে না, আমি বলবো কেন তা' করতে! শালীনতার ধারণা ঐ মাদাম বা হাল ফ্যাশনের মেয়েদের চাইতে তোমার অনেক উচু, তা আমার আর অজানা নেই। তুমি যে পোষাকে আনন্দ পাও, আমি তাতেই হবো আনন্দিত। মাদামকে দিয়ে দাঁড় ও পোষাক। বলো তাঁকে, ও পোষাকের দাম পাবেন। আর তোমার পছন্দ মত ডিজাইনের পোষাক তাঁকে করতে বলো বরং।

খেলমা পোষাক নিয়ে ফিবে এলো মাদামের কাছে। তাঁকে পোষাক ফেরৎ দিয়ে বললো : আপনাকে অগ্রাধ ভাবে বলোচি ব'লে মনে কিছু করবেন না। আপনার মতে যে ডিজাইনটি ভাল, তাই করেচেন আপনি। কিন্তু আমার দ্বারা ও পোষাক পরা চলবে না ব'লে আমি দুঃখিত। আপনি ও পোষাকের দাম পাবেন এবং ছোট গলা আর কণ্ঠই পর্যন্ত হাত। দেওয়া ভাল ডিজাইনের একটা পোষাক 'খামায ক'রে দিলে আমি খুশি হবো।

মিলেডির দ্বারা মাদাম তো গ'লে জল। অ'হা, যেমন রূপ যেমন স্বাভাবিক গো। কথাবার্তায় যেন মধু বারচে।

তাই করবো মিলেডি, আপনার পছন্দমত পোষাক ক'রে আনবো এবার।

মাদাম বিদায় নিলেন।

কয়েকদিন পরে খেলমার পছন্দমত পোষাক হ'য়ে এলো। মাদাম দু'টি পোষাকেরই দাম পেলেন।

গাইমস' পত্রিকাখানি ঘুড়ে হাতের মধ্যে রেখে লর্ড এরিংটন খেলমার সঙ্গ খাওয়ার টেবিলে গল্প করছিলেন যখন, তখন একজন ভৃত্য এসে একখানা কার্ড দিয়ে গেল : লেডি উনপ্লের কাছে থেকে আমন্ত্রণলিপি !

লর্ড এরিংটনের কপাল কুঁচকে গেল, চিন্তার রেখা ফুটে উঠলো তাঁর মুখে। আশ্চর্য, লেডি উনপ্লে, তাঁর নব-পরিণীতাকে সাদর সম্ভাষণ জানানোর জন্তে আমন্ত্রণ ক'রেচেন তাঁর বাড়িতে।

লেডি উনপ্লে ! মনে পড়লো লর্ড এরিংটনের : কী ভালই না বাসতো তাঁকে ঐ লেডি। বড় বাড়াবাড়ি করতে স্বযোগ পেলেই। ছ'বারের ঘটনা তো তাঁর বেশ মনে আছে। এতদূর এগিয়েছিল যে তাকে মনে করিয়ে দিতে হয়েছিল, এসব অশ্রায়, অন্ততঃ স্বামী বর্তমানে কোন নারীর পক্ষে ওভাবের আচরণ নিন্দনীয়। তাতে লেডি খুব চটে গেছিলো। কেঁদে ভাসালো খানিকক্ষণ। তারপর যা না তাই ব'লে গায়ের ঝাল মেটালো।.....অথচ আজ কিনা সেই লেডি উনপ্লে আমন্ত্রণ ক'রে পাঠিয়েচে তাঁর নবপরিণীতাকে আপ্যায়ন করবার জন্তে ! কেমন যেন গোলমেলে ঠেকচে !

কিন্তু এরিংটন পুরুষ, কেতাধরন্ত মেয়েদের ছল-চাতুরি ধরা শক্ত তাঁর পক্ষে। তিনি গ্রহণ করলেন লেডি উনপ্লের আমন্ত্রণ, খেলমার অনুরোধে।

পার্টির দিনে এরিংটন বললেন খেলমাকে : আজ তোমাকে ভালো ক'রে সাজতে হবে ! ব্যাঞ্জে লোক পাঠিয়েচি এরিংটন বংশের রত্নালংকার আনতে। রাজি তো ?

তোমার যখন ইচ্ছে !

শুধু ইচ্ছে নয় প্রিয়ে, প্রয়োজন !

প্রয়োজন ?

হ্যা।—এরিংটন বললেন : যেখানে যাবে, সেখানে আন্তরিকতা নেই, আছে মৌখিক ভদ্রতা। সেখানে সাজসজ্জার জৌলুস দেখাতেই মত্ত সবাই, মনের মাধুর্য দেখতে পাবে না তুমি। সেখানে মুখে হাসি, মনে বিষ। তাছাড়া, সেখানে শুনবে অসহ্য গান-বাজনা আর টেবিলে দেখবে রাশি রাশি অপাচ্য খাদ্যসম্ভার !

খেলমা চিস্তিত হ'লো। বললো : এমন যদি হয়, সেখানে না গেলেই নয় ?

না ! আমন্ত্রণ গ্রহণ ক'রে না যাওয়া অভদ্রতা।—ফিলিপ বললেন : তুমি ভয় পেয়ো না। ওখানে গিয়ে কী দেখতে পাবে আগে থেকে তোমাকে জানিয়ে দিলাম, বাতে বিস্মিত হ'তে না হয় তোমাকে।

কিন্তু, আমাকে অত সাজতে বলচো কেন ?

বাইরের রূপ আর সাজসজ্জা দেখাবার জগ্ৰেই যে সে পার্টি প্রিয়ে ! তোমার অন্তরের রূপ যে কত মধুর, তা তারা তাদের স্থূল চোখে দেখতে পাবে না হয়তো, কিন্তু তোমার বাইরের রূপে তাদের চোখ খে ঝলসে যাবে, তা আমি নিশ্চয়ই জানি।

কিন্তু, এভাবে কি রূপ দেখানো অশ্রায় নয় ? তাছাড়া বলতে চাও, রূপ কি তাঁদেরও নেই। আমি তো দেখলাম, লগুনে বহু রূপসী !

খেলমা, তুমি জানো না—ফিলিপ বললেন : কত অপরূপ কৌশলে সে রূপ তাদের প্রকাশ করতে হয়। কোমর বন্ধনী দিয়ে কোমর করতে হয় সূর্য, রং দিয়ে গাল করতে হয় রাঙা, ঠোঁট করতে হয় লালচে। ভ্রু আঁকতে হয় পেন্সিলে, নখে দিতে হয় পালিশ। মানে, ধার করা রূপ—পুরুষের রূপেয়া ধার করার মত। কুসুমের কীট আড়ালেই থাকে, কাছে গেলে দেখা যায়। দূরের রূপসী মরিচাকা—সত্যিকারের মরুতান নয় !

সময় হ'লো পার্টিতে যাবার।

তবে ভাড়াভাড়া নেই। আগে গিয়ে দরকার নেই। সময়মত গেলেই চলবে। ইভিনিং ড্রেস প'রে লর্ড এরিংটন প্রস্তুত। বসবার ঘরে সোফায় ব'সে “কীটস” পড়ছেন। থেলমা একটু পরেই সামনে এসে দাঁড়ালো! চোখ দুটি নীল, আয়ত মুখখানি চলচল। বুক দু'টি স্বাভাবিক ঘোবনের সাক্ষী যেন। বাহুলতার অপূর্ণ গড়ন, দীঘল দেহীর অপূর্ণ চলন-ভঙ্গী—সব মিলিয়ে সৌন্দর্যের মহিমায় নিজেই বিকশিত থেলমা। তার উপর শুভ্র গ্রীষ্মায় হীরার নেকলেস, কানের ছল, মাথায় টায়রা, হাতে বালা, কোমরে কারুকার্য করা বন্ধনী! সৌন্দর্যের রাণী যেন!

একি! মানবী, না দেবী?—বইয়ের পাতা থেকে চোখ তুলে দেখলেন এরিংটন। মনে হ'লো তাঁর : এই স্বর্গীয় রত্নটিকে নিয়ে যেতে হবে নরকের কদম্বতার মধ্যে! কিন্তু উপায় নেই!

কী ভাবচো?—থেলমা হাসলো।

কিছু না।

যাবে না?

চলো!—উঠলেন এরিংটন।

সাজ পছন্দ হয়েছে?

পছন্দ? কাছে এসো বলি!—ব'লেই নিজেই কাছে গিয়ে থেলমাকে বুকের মধ্যে নিয়ে তার কপোলে একে দিলেন প্রেম চুষন। বললেন : আমার মতো ভাগ্যবান কে?

লর্ড উনপ্লের বিরাট বাড়িখানা আজ গমগম করছে।

বাড়ির সামনে পথের ছ'ধারে গাড়ি দাঁড়িয়ে সারি দিয়ে। লণ্ডনের সেরা বিলাসীদের সমাগম হয়েছে, এসেছেন গণ্যমান্য অতিথিরাও। লর্ড উনপ্লের বাড়িতে আজ পার্টি।

কিন্তু এর বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়া সম্ভব হবে কি ? ঐ বিরাট বাড়ির বাইরেটা থেকে থমকে যেতে হয়, ভিতর দেখলে যেতে হয় চমকে । একই জিনিসকে হু'রংয়ে রাঙানো শক্ত । সাদা কালোর কারবার ।

ঐ বিরাট বাড়ি ঠাঁর, তাঁর মনে কি সুখ আছে ? না । অত গাড়ি যাদের, তাঁরা কি সুখী ? না । অত লোভনীয় খাণ্ডসামগ্রী যাদের মুখের সামনে, তাঁরা কি আনন্দে মাতোয়ারা ? না ।...না, না । সুখ বাইরে নয়, মনে । গৃহস্থের মেয়েরা ভাবে, যারা মেজেগুজে পাটিতে গিয়ে নাচে, কী মজাই না তাদের ! ভুল । ক্ষুধার্ত ভাবে, রাশি রাশি খাবার যাদের সামনে হাজির, কী মজাই না তাদের ! ভুল । গরীব ভাবে, ঐ বিরাট বাড়ির মালিক কী মজায় না আছে ! ভুল ।

ওদের দেখে বলো না : আঃ কী মজা ! বলো : ওঃ, কী কষ্ট ! মনে ওদের শান্তি নেই, মুখে তবু দেখাতে হয় লোক দেখানো হাসি । যশের জন্তে কাঙাল ওরা, মান যাবার ভয়ে সশংকিত । অর্থের ভয়ে অনর্থের সৃষ্টি ওরাই করে—আবার ভয়ে মরে অনর্থের আশংকায় । ওদের কাজ নেই, তাই অকাজ বেশি, গুণ নেই তাই রূপের চর্চা, পরচর্চায় সময় কাটে ! পেটের খিদেয় ভোগে না, তাই দেহের খিদেয় জরজর । কাম-আগুনে ঝলসে আছে, শাস্তির জল পায় না খুঁজে । ওদের দেখে হিংসে করা ভুল ।

সংসারের অভিশপ্ত শিশু ওরা । আশা, প্রেম, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস হারিয়ে ওরা খেলচে সামান্য কটা রূপের টাকা নিয়ে মাত্র কটা দিনের জন্তে । তাও ওরা নিয়ে যেতে পারবে না সঙ্গে ওদের, রেখে যেতে হবে এই সুন্দর পৃথিবীতে ।

বরং উনঙ্গে-হাউসের সামনে পথে দাঁড়িয়ে ঐ যে খোঁড়া ঝাড়ুদারটা, সে আজ খুশিতে উপচে পড়চে । নতুন ঝাড়ু পেয়েচে একটা, কাজ ক'রে আরাম পাওয়া যাবে । আর মাষ্টার আর্নেস্ট ওকে দিয়েচে দুটো কমলালেবু,

পরে মজা ক'রে খাওয়া যাবে। সে দেখচে দূর থেকে, কত রকমের লোকই না ঢুকচে ঐ বাড়িতে। কত রকমের সাজ গুদের, কত রংই না মেখেচে মেয়েরা! ওরা কারা সব?

কারা? চিনে ওঠা ছুস্কর। তবু বলি। গুদের মধ্যে আছে সব-যৌবনে-পা-দেওয়া তরুণের দল, যাদের প্রাণটা টনটন করে লেডি উনপ্লের সঙ্গে প্রেম করবার জন্তে। তিনি একটু হাসলে তারা গলে যায়, বন্ধুমহলে প্রচার ক'রে বেডায়, লেডি নাকি তার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছেন। এসেচেন প্রৌঢ় ভক্তলোকেরা, অনেক দেখেচেন, অনেক চেখেচেন—এখন বক ধার্মিকটি হ'য়ে আছেন, পরের খুঁত ধরতেই ব্যস্ত, বিশেষ ক'রে মেয়েদের রূপের সাজ পোষাকের। আর মেয়েদের সঙ্গে, তা সে যে বয়সেরই হোক, ঘনিষ্ঠতার স্বযোগ পেলে কাঁচ খোঁকাটি হ'য়ে ওঠেন। তখন যা সব কাণ্ড করেন—থাকগে সে সব কথা। আর এসেচেন 'কিছু নন' ঝারা তাঁরাই। তাঁদের কেউ হচ্ছেন সুন্দরীদের স্বামী, কেউ বা বাবা, কেউ বা ভাই, কেউ-বা বন্ধু। এরা সুন্দরীদের সঙ্গে এসেই খালাস, সুন্দরী গর্বেই তারা গর্বিত।

হলটায় বাজচে মুছ বাজনা। বাজনার সুরের সঙ্গে মিশে গেছে কথাবার্তার গুণগুণ শব্দ। বাজনায় কারোর কান নেই, কথায় কারোর প্রাণ নেই। মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে 'সভ্য-হাসি'। মেয়েদের মুখে খুক-খুক হাসি, পুরুষের মুখে হি-হি-হি। প্রাণ খোলা হাসি হা-হা-হা এখানে অসভ্যতা।

হলঘরে এলেন একজন বয়সী মহিলা। পাকা চুল। মুখখানায় মাতৃস্থ মাথানো। গলায় হীরের নেকলেস। তাঁর সঙ্গে এক তরুণী। রূপময়ী। তব্বী। যুগ নয়না। নাম মার্সিয়া। বয়সী মহিলা গুরুই মা, মিসেস ভ্যান ক্লাপ।

গুদের আসতে দেখে এগিয়ে এলেন লর্ড মেসার্ডিল : কী সৌভাগ্য, দেখা হ'লো।

আমাদেরো :—বললেন মিসেস ভ্যান । স’রে গেলেন অভ্যহিক ।

প্যারী থেকে কবে আসা হ’লো ?—মার্সিয়া প্রশ্ন করলো ।

ছ’তিন দিন হ’লো এসেচি । —লর্ড মেসার্ডিল বললেন : সেদিন থিয়েটারে দেখা হ’লো লেডি উনপ্লের সঙ্গে । পার্টিতে আসবার আমন্ত্রণ জানালেন । জানালেন, পার্টিতে নাকি এক মজার ব্যাপার হবে । জানো নাকি কিছু ?

জানি বৈকি ? —মার্সিয়া বললো : নরওয়ের এক জেলেনী না চাষিণী আসবে এই পার্টিতে—ফিলিপের বিয়ে করা বো !

লর্ড এরিংটনের স্ত্রী ?—লর্ড মেসার্ডিল বললেন : ক্রাবে তাঁর বিষয়ে কথা হচ্ছিল । শুনলাম, তিনি নাকি পবমাসুন্দরী ।

মার্সিয়া ঠোট বোকয়ে বললো : তাই নাকি ?

দু’জনে কথা বলতে বলতে লেডি উনপ্লের কাছে এসে দাঁড়ালো । লেডি অতিথিদের অভ্যর্থনা করছেন । পরনে দামী ভেলভেটের গাউন । মুখে মৃদ হাসি । চোখে কটাক্ষ । দীপ্ত ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে আছেন । হাতে ফুলের তোড়া । পাশে, তবু একটু দূরে দাঁড়িয়ে তাঁর স্বামী লর্ড উনপ্ল । কঠোর পুরুষ । গম্ভীর কিন্তু কতব্যব্রত । অতিথিদের যোগ্য সমাদর দেখাচ্ছেন যথারীতি । তবে লেডি উনপ্লের আরো কাছে যেসে দাঁড়িয়ে স্থার গ্রান্সিস লেনক্স । মাঝে মাঝে ফিসফিস ক’রে লেডির কানে অনাবশ্যক কথা বলছেন—লেডির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা দেখাবার জন্তেই হয়তো । পুরুষের সাহস বেড়ে গেলে সৌজন্যের মাজা বায় ছাড়িয়ে । একসময় ফুলের তোড়াটা লেডির হাতে নৈক থাকতে দেখে সেটা ঠিক ক’রে দেবার অছিলায় তাঁর নগ্ন কাঁধে হাত বুলিয়ে দিলেন, ঠিক ক’বে দিলেন কাঁধের ফিতেটা । ফিতেটা বডিসের উদ্ধাংশ কোন একমে উচু ক’রে রেখে নারীর শালীনতা রক্ষা করচে । সভ্য সমাজে এঁটার নাম নাকি ব্লাউজের হাতা !

মিসেস রাস মার্ভেলের সাজসজ্জাও দেখবার মতো। কালো সার্টিনের গাউন তাঁর প্রোড্‌ দেহে আঁটো হ'য়ে আছে যেন তাঁর যায় যায় যৌবনকে ধ'রে রাখবার জন্তে। তাঁর বিশাল বক্ষযুগল সমুদ্রের ঢেউয়ের মত নিঃশ্বাসের তালে তালে ওঠা-নামা করচে—আশংকা হয়, বাঁধন-ছাড়া না হয়। তবে নেডি উনপ্লের বক্ষ শোভা যতটা নির্গজ্জভাবে অনাবৃত, ততটা নয়। আর আশ্চর্য, হলের মধ্যে বেশির ভাগ মেয়েদেরই কি ঐ একই রকম সাজের ছিদ্ৰি! .. মিঃ রাস মার্ভেল এসেচেন কি? হ্যাঁ। ঐ যে তিনি দাঁড়িয়ে পিয়ানোটীর পেছনে একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে গল্প করছেন।

ঐ ভদ্রলোক এসেচেন জার্মানী থেকে। ভালো পিয়ানো বাজান। জার্মান সম্রাট কায়সার উইলহেল্মকেও নাকি শুনিয়েচেন তাঁর বাজনা। কথায় বিদেশীর গান। নাম, হেব মার্শ্টন।

মিসেস মার্ভেল নেডি উনপ্লেকে জিগোস করলেন। নতুন হেলেনের এখেনো দেখা নেই যে?

আগবে কিনা তাই দেখো

কেন?

ভয় পেয়েচে হয়তো। —ক্রায়ার বললেন : ঐতো মিঃ লরিয়ার আসছেন!

লরিয়ার হলে ঢুকছিলেন ভাড় ঠেলে। মেয়েদের ভীড়। অর্ধনগ্ন কাঁধ, গাউনের বের বাঁচিয়ে পথ ক'রে নেঙরা শব্দ বৈকি!

আসুন, আসুন মিঃ লরিয়ার! লেডি উনপ্লের বললেন : তারপর কবে এলেন নরওয়ে থেকে?

অনেকদিন।

কেমন লাগল জায়গাটা?

চমৎকার।

লর্ড এরিংটনের সঙ্গে দেখা টেখা হয় নিশ্চয়ই।

নিশ্চয়ই। তাঁর ওখানে তো আমার প্রায়ই নেমস্তন্ন থাকে। লেডি এরিংটনের আদর আপ্যায়ন দেখবার মত !

লেডি উনপ্লের মুখে তীব্র শ্লেষ : বাইরের লোক দেখানো আদর আপ্যায়নই বড় কথা নয়। আসলে থাকা চাই কালচার ! আপনার বন্ধুটি যে কেন শেষ পর্যন্ত এক গ্রাম্য মেয়েকে বিয়ে ক'রে বসলেন জানিনে !

লরিমার হেসে বললেন : আপনার ধারণা ভুল লেডি উনপ্লে। তাঁর আচার ব্যবহারে মুগ্ধ হ তে হয়।

বটে ! খুব শিক্ষিত বুঝি ?

হঁ। তবে এই আধুনিক কায়দায় নয়।

হঠাৎ হৃদয়ের চাকুলোর সৃষ্টি হ'লো।

অনেকেই স'রে গিয়ে পথ ক'রে দিলেন ; ঢুকলেন এক লম্বা চঙড়া ভদ্রলোক। সাজগোজের বালাই নেই। চুলগুলো এলোমেলো। চোখ দু'টো দুইমিতে ভরা। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। ভদ্রলোকের নাম, বোর্ফট লাভলেস। লোকে আদর ক'রে ডাকে 'বো' ব'লে। মস্ত বড় লেখক, মানে তীব্র ব্যঙ্গ রচনায় বিখ্যাত। একাধারে ঔপন্যাসিক, সমালোচক, নিষ্করণ ব্যঙ্গ রচয়িতা। ভদ্রলোক আগে শুকনো রুটি চেখে দিন কাটিয়েছেন, কিন্তু এখন যশ, অর্থ, মানে তাঁর সামাজিক আসন পাকা ভিতে গাঁথা। এধরণের রূপ, রং আর জৌলুস দেখানো পার্টিগুলো তাঁর দু'চোখের বিষ, তবু আসেন তাঁর আগামী লেখার মাল মশলা জোগাড় করতে। মেয়েদের বাচালতা—আচারে বা পোষাকে, তাঁর কাছে অসহ্য, একথা মেয়েদের অজানা নয়। তাই তাঁকে তারা সভায় শ্রদ্ধা করে।

বো-কে ঢুকতে দেখে লেডি উনপ্লে হেসে এগিয়ে গেলেন তাঁকে অভ্যর্থনা করতে। কিন্তু ফুলের তোড়া দিয়ে বুকের অনাবৃত জায়গাটুকু

ঢাকা দিতে ভুললেন না। মিসেস মার্ভেল তাঁর অর্ধ-অনারত বিণাল বন্ধ
 হৃদয়কে ভদ্রলোকের দৃষ্টির আড়ালে রাখবার জন্তে অর্থাৎ স'রে গেলেন।
 মাদিয়া তাড়াতাড়ি হীরের পেণ্ডেটটাকে ঠিক ক'রে দিল। অগাধ মেয়েরাও
 নজর দিগ নিজেদের পোষাকের দিকে। মেয়েদের ঐ ঢাকাঢাকি ভাব কিন্তু
 বো-র তীক্ষ্ণ দৃষ্টি গোঁবে এড়াণো না। মনে মনে হ'লেন তিনি।

জজ লরিমারকে দেখে তিনি এগিয়ে গেলেন তাঁর কাছে। বললেন :
 আপনার মা কেমন আছেন ? ভালো তো ?

হ্যাঁ।—লরিমার বললেন : বাড়িতে আছেন তিনি। আপনার নতুন
 বইখানা তাঁর গুব ভাল লেগেছে।

আমারও —লেডি উনশে বললেন।

বো তাড়াতাড়ি টুই-মি-হাম। হ্যাঁ বললেন : তাই নাকি ? কোন
 সুন্দরী আমায় বইয়ের প্রশংসা করলে আমি যেন স্বর্গ হাতে পাই। ভালো
 কথা, আজ নাকি এখানে এক নতুন সুন্দরীর আসবার কথা। কোথায় তিনি ?

আসেন নি এখনো।—লেডি উনশে বললেন : লর্ড ব্রুস এরিংটনের জ্বী
 হিনি। নবম্বরের এক চায়ের মেয়ে। আমাদের সমাজের সঙ্গে পরিচয়
 করার জন্তে তাঁকে আমন্ত্রণ কবেচি। বেচারী। মনে হচ্ছে, এখানে
 এসে মহাবিপদে পড়তে হবে তাঁকে। কোনো কালচার নেই কিনা !

লর্ড ফিলিপ আর লেডি ব্রুস এরিংটন আসছেন।—সহসা ব্রিগস্ এসে
 পবর দিল।

আবার চাকল্য। তবে এ চাকল্যে সংকোচ নেই, আছে কোতুহল।
 নতুন একটি বস্তু দেখবার জন্তে সবাই যেন উদগ্রীব হ'লো, অবশ্য লরিমার
 ছাড়া।

হলে ঢুকলো একটি দীঘলদেহী মেয়ে—খেলমা। মরাল গ্রীবা অপরূপ
 ভঙ্গিতে বাকানো। চলন ভঙ্গী দেখবার মত। মুখে মুহু হাসি। চোখে

সরলতার ছায়া। রূপ? সবাই দেখলো, রাণীর যোগ্য রূপ। পাশে লর্ড এরিংটন।

মেথেরা সবাই এ-ওর মুখ চাওয়াচাওই করতে লাগলো। লেডি উনশ্লের মুখ ফ্যাকাশে।

লর্ড এরিংটন বললেন : লেডি উনশ্লে, ইনি আমার স্ত্রী। থেলমা, ইনি লেডি উনশ্লে।

লেডি উনশ্লে উত্তরে কি বলবেন ভেবে পেয়েছেন না। কে যেন তাঁর গলায় ফাস জড়িয়ে দিয়েছে। ইচ্ছে হলে, ছুটে বেরিয়ে যান ঘর থেকে নিশ্বাস নেন গিয়ে বাইরের দাঁবা হাওয়ায়। কিন্তু উপাস নই। অভদ্রতা সেটা।

থেলমার দিকে হাত এগিয়ে নিশ্বাস নেয় সে হেসে বললেন : আপন এলেন, আমার কী শৌভাগ্য! আপনার স্বামী আমাদের বিশেষ পরিচিত বন্ধু।

জানি।—থেলমা হেসে বললো : আর তাইতো আমি এলাম এখানে আমার স্বামীর বন্ধু-বান্ধবীদের সঙ্গে পরিচিত হ'তে।

তারপর লেডি উনশ্লে থেলমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন মিসেস মার্ভেলকে, মিসেস ভ্যানকে, মাসিহানে। পরে লর্ড উনশ্লে'কে দেখিয়ে বললেন : লর্ড উনশ্লে, আমার স্বামী। আপনার স্বামী'র বিশেষ বন্ধু।

আপনাদের সঙ্গে পরিচিত হ'বে প্রথম আনন্দের আর্মি।—থেলমা বললো : আপনাদের শুভেচ্ছাই আমার স্বামীর পাখ্যে হোক।

মেয়েদের মধ্যে কানাকানি শুরু হলো। মেয়েটো চমৎকার কথা বলে তো! ইংরেজি উচ্চারণও মন্দ নয়। তবে যেন জাকা জাকা গোঁড়ের। তাই কথায় কথায় স্বামী-স্বামী। আমার স্বামী গোহাগিনী দে।

লর্ড ও লেডি এরিংটনের কাছে এলেন লরিমার আর বো। থেলমা পুরোন বন্ধু লরিমারকে দেখে হাসলো। খবর সব ভালো তো?

হ্যা।—লরিয়ার বললেন। তবে ভাবলেন মনে মনে : স্বগন্ধী
গোলাপ দেখচি অহংকারের মকতুমিতে। গরম হাওয়ায় শুকিয়ে না যায়।

লর্ড ফিলিপ বোকে দেখিয়ে বললেন : থেলমা, ইনিই হচ্ছেন
মিঃ বোর্কট ল্যান্ডলেন্স, বিখ্যাত সাহিত্যিক।

থেলমাকে বো-র সঙ্গে পরিচিত হ'তে দেখে মাসিয়া তার মাকে
বললো : এইবার 'গায়ো মেনেটা মা'র পড়বে বো-য়ের পাঠ্যের প'ড়ে।

থেলমা হাত এগিয়ে দিল বো-র দিকে। বললো : এতদিন আপনাকে
স্বাক্ষর ক'বে এসেছি, আজ আপনার সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য লাভ
করলাম।

আমাবও সৌভাগ্য।—বললেন বো।

আপনার 'আজাজিয়েল' আমি পড়েছি। অপ্রব।—থেলমা বললো : তবে
অনন্য একটা আদর্শ চরিত্র সৃষ্টি করেও বলেছেন বাস্তব জীবনে ঐ আদর্শে
ভাসা অসম্ভব। ভালো হ'লে ব'লেও বলছেন, অত ভালো হওয়া যায় না।

বো হাসলেন : আপনার মন্তব্য অকপটে বললেন শুনে ভারি খুশি
হ'লাম। এ বিষয়ে পবে আপনার সঙ্গে আলোচনা করবার ইচ্ছে রহিল।
তবে এইটুকুই জানাই, আমরা, কৈপলাসিকরা জীবনের খারাপটুকুই দেখতে
পাই। আদর্শবাদের চাইতে বাস্তববাদের দিকেই 'আম'দের ঝোঁক বেশি।
আর লোকেও আনন্দ পায় কাদায় গভাগড়ি খেতে, মধুবনে যাবার তাদের
কান ইচ্ছেই নেই। যে হাড়-মাংস ঘাসেতে ভালবাসে, তার আঙুলে
হারের আংটি পরিয়ে লাভটা কি? সেকস্পীয়ার, স্বর্গের দিন আর নেই।
এখন এমিল জোন্সার বাজার।

জোলা আমি পড়িনি।—থেলমা বললো : সেকস্পীয়ার পড়েছি।
পড়েছি স্বর্গের চমৎকার গল্পগুলি।

আপনার জন্তে একটা চেয়ার এনে দিই বরং।—বো বললেন : এভাবে
দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হবে আপনার।

অশেষ ধন্যবাদ আপনাকে মিঃ লাভনেন্স ! আমি বেশ আনন্দ পাচ্ছি এইভাবেই আপনার সঙ্গে গল্প ক'রে।—ব'লেই থেলমা ফরাসীভাষার কী যেন বললো।

মসিয়া মজা দেখবার জন্তে এগিয়ে এসেছিল। থেলমার মুখে ফরাসী শুনে হাঁ হয়ে গেল সে। পাশেই ছিলেন মিসেস ভ্যানক্ল্যাপ। তিনিও অবাক। জেলেনী, না, চাষিণী ফরাসী বলে। সাহিত্য নিয়ে কথা বলে বো-গেব সঙ্গে? তাছাড়া থেলমার সাজ সজ্জা দেখে হলের প্রায় সব মেয়েবাট নিজেদের অর্ধনগ্ন পোষাকের সঙ্গে লজ্জিত হ'লো যেন। থেলমা ছোটগলার ব্লাউজে অভিজাত্যের, শালীনতার ছাপ রয়েছে স্পষ্ট। অত্যাগ মেয়েবা তাই ব্যগ্র হ'লো থেলমার সঙ্গে আলাপ করতে। নিজেদের মধ্যে কানাকাণি হ'লো শুরু : ঠেং সঙ্গে আলাপ করতে হবে। আমাদের বাড়ি যেতে বলবো একদিন। লেডি উনপ্লেকে বললে হয়, একটু আলাপ করিয়ে দিতে, ইত্যাদি

থেলমার শালীনতার লেডি উনপ্লেও কম ধাক্কা খাননি। ফিলিপ ব'বে করেছে রূপেগুণে এক মহিলা নারীকে এতখানি মানতে ইচ্ছে না করলেও, মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। নিদক্ষ সত্য।

এমন সময় হের মাস্টন এলেন লেডি উনপ্লে'র কাছে? বললেন : যদি অনুমতি করেন, পিয়ানো বাজিষে শোনাতে পাবি সবাইকে।

লেডি উনপ্লে বললেন : এখন কে শুনবে আপনার পিয়ানো। ব'ং আর একদিন বাজাবেন।

কথাটা কানে গেল বো-র। বললেন : আরে আপনি পিয়ানো বাজাবেন, আর আমরা শুনবো না? আপনি কি বলেন লেডি এরিংটন?

আমার তো খুব ইচ্ছে শোনবার।—থেলমা বললো : আমি ওঁর অঙ্কিত বাজনা শুনেচি প্যারীতে।

তাই নাকি?—হের মেশটন গ'লে জল।

নিন, শুরু করুন, কি বলেন লেডি উনপ্লে!

হোক, আমার আপত্তি কি ?

শুরু হ'লো পিয়ানো বাজা। হের মেশটন গভীর আবেগে আঙুল চালালেন পিয়ানোর পর্দায় পর্দায়। কিন্তু সে স্বর মূচ্ছর্ণা শোনবার মত শ্রোতা কই। সবাই যে যার মত গল্প করতে ব্যস্ত।

গোলমালের মধ্যে আর যা হোক, গান বাজনা হয় না।

খেলমা বিরক্ত হ'লো। নিজের মনেই বোধহয় বলতে যাচ্ছিল, এত গোলমালে কি শোনা যায়—কিন্তু কথাটা অশুভস্বরে বেরিয়ে এলো মুখে।

সত্যিই তো।—বো চীৎকার করে বললেন : সবাই একটু চুপ ক'রলে শুনাল হয়। উনি পিয়ানো বাজাচ্ছেন।

তখন চুপ করলেন সবাই।

লেডি উনপ্লে ভাবছিলেন, লেডি এরিংটন ঐ লোকটার বাজনা শুনে চলে না পড়ে! হাবাতেপনা। বিজ্ঞী।

বাজনা শেষ হ'লো।

বো বললেন : লেডি এরিংটন একটু বাজাবেন কিংবা গাইবেন ?

খেলমা হেসে বললো : গাইতে পারি।

বেশ গান তবে।—বো-য়ের সঙ্গে অনেকেই সায় দিল। খেলমা শুরু করলো গান—নরওয়ের পার্বত্য গান। অপূর্ব স্বর ঝংকার। চমৎকার কর্তৃস্বর। সবাই প্রায় মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনতে লাগলো।

খানিক পরে গান গেল থেমে। সবাই আনন্দে মুখর হ'য়ে উঠলো। অনেকেই এসে ঘিরে ধরলো খেলমাকে।

এগিয়ে এলেন মিসেস ভ্যান ক্লাপ : আপনি আমাদের বাড়ি এলে খুশি হবো। প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যায় আমার বন্ধুরা আসে।

বেশ আমিও যাবো।—খেলমা বললো : তবে আরো কিছুদিন ভালো ভাবে পরিচিত হই আমরা। যদি আমাকে আপনার ভালো লাগে, তবেই যাওয়া ভাল। তাই নাকি ?

খেলমাকে বিনীত ভাবে অপ্রিয় সত্য কথাটি বলতে শুনে সবাই মনে খুশি হ'লো, মিসেস ভ্যান ক্লাপ ছাড়া। তিনি নিজেও বুঝতে পারলেন না, কি জবাব দেবেন।

এমন সময় মিসেস রাস মার্ভেল খেলমার কাছে এগিয়ে এলেন। তার সরু কোমরটা জড়িয়ে ধ'রে স্নেহের হাসি হেসে বললেন : তুমি কিন্তু আমার কাছে আসবে খেলমা। অন্তত ফিলিপের জন্তে। ফিলিপ যখন ছোট্টটি, তখন থেকে আমি জানি ওকে। আর আমি যে কি ভীষণ, ওর কাছে শুনো তুমি।

খেলমা হাসলেন : ওঁর পরিচিত ঋণী, তাঁদের সঙ্গে আমার পরিচিত হওয়া দরকার বৈকি। আমি চেষ্টা করবো আপনার ওখানে যেতে।

খেলমার কথা শুনে মিসেস মার্ভেল যেন কৃতার্থ হ'য়ে গেলেন। অতগুলি লোকের মাঝে তাঁর আমন্ত্রণ গ্রাহ্য হ'লো দেখে মিসেস যেন উপচে পড়লেন খুশিতে। অল্পতপ্ত হ'লেন মনে মনে। ছি, হি, অত্যাশ্চর্য হয়েছে, এমন মেয়ের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করা, তাকে জব্দ করবার চেষ্টা করা। মিসেস, খেলমাকে নিজের বুকের মধ্যে টেনে এনে স্নেহ চুষন এঁকে দিলেন তাঁর গালে। ঐ স্নেহটুকুর মধ্যে চক্রান্তের কোন বিষ নেই, তা তাঁর আচরণেই বোঝা গেল।

মিসেস মার্ভেল বললেন : আজ আমি চলি। আমি তোমাকে জানাবো, সেদিন আমার সঙ্গে যাবে।

আমাদের ওখানেও আসতে হবে একদিন।—খেলমা বললো।

নিশ্চয়ই।—বিদায় নিলেন মিসেস মার্ভেল। গেলেন লেডি উনপ্লেক্স কাছে বিদায় নিতে : চললাম ক্লারা। সন্ধ্যাটা চমৎকার কাটলো।

ক্লারা বললেন : কেমন দেখলে ?

খারাপ কি ?

বটে !

ওকে শাস্তিতেই থাকতে দাও ।

* কেন, খেয়ে ফেলবো নাকি ওকে ?— ক্লাশ বললেন : বরং চেষ্টা করবো
ওর বন্ধু হ'তে ।

শুনে স্মৃথী হ'লাম ।—মিসেস বললেন : তবে জানা শব্দর চাইতেও বন্ধু
অনেক সমর্থ বেশি ম'থায়ক হ'লে হ'তে কিন্তু ।

ক্লাশ হাসলেন । তুমি বাড়ি যাচ্ছো নাও মমসে । অত ভয় পাবার
কারণ নেই ।

তবে চললাম ।—মাইকেল বিদায় নিলেন । সঙ্গে ব'রে নিয়ে গেলেন
মিঃ ম্যান্ডলকে । হলের এক বোনে বসে ছিলেন গিনি ।

অধ্যাপকদের মধ্যে আনন্দের গেলেন খাখাখ খে । লুই এরিংটন গেলেন
না, কারণ ঐ গবেষে তাঁর ম'থাটা ধ'বে গেছে । শুনে, খেলমা ব্যস্ত হ'য়ে
পড়লো বললো লেডি উনগেবে : কিছু মনে বরবেন না, আমরা চালা ।

কিছু পাবেন না ?—লেডি উনগে বললেন ।

না দেবি হ'বে খাবে ।

আচ্ছা, তবে থাক ।—বললেন লেডি উনগে : যাক আপনার সঙ্গে
ভালোপ হওয়ায় খুব খুশি হ'লাম ।

খেলমার হঠাৎ খেলল হ'লো : কৈ মিঃ লবিমার বোখাব ?

ঐ যে ।—লুই এরিংটন ডাকলেন তাঁকে ।

দুবে বো-র সঙ্গে কথা বলছিলেন, এগিয়ে এলেন কাছে ।

খেলমা অভিমান করলো : বাবে, আপনি কোথায় ছিলেন ? স্নেফ
গা-চাকা দিয়েছেন দেখচি ।

ফিলিপ বললেন : চলো লবিমার ; বাড়ি যাই ।

না ভাই, আজ না, আর একদিন যাবো।

তবে কালই যেতে হবে!—খেলমা বললো।

লরিমার হাসলেন : জানেন তো, কুঁড়ে মানুষ। আচ্ছা, চেষ্টা করবো।

মনে জোর ক’রে খেলমার মুখের দিকে চাইলেন তিনি।

গাড়িতে লর্ড এরিংটন জিগ্যোস করলেন খেলমাকে :

কেমন লাগলো স্ক্যোটা ?

একরকম।

কেন ?

অত অপরিচিতদের মধ্যে আনন্দ পাওয়া যায় না।

তা বটে!

এর পর থেকেই খেলমার জীবনে এলো পরিবর্তন।

নানা জায়গায় থেকে আসতে লাগলো আমন্ত্রণ, অহুরোধ। খেলমা শত্রু জয় করলো বটে, কিন্তু নিমন্ত্রণের সাদর সম্ভাষণের রেশমি জালে গেল জড়িয়ে। লগুনের বড় ঘরের জীবনযাত্রা তার কাছে বিরক্তিকর হ’য়ে দেখা দিলেও ভদ্রতার খাতিরে মুখে দুটিরে রাখতে হ’লো হাসি। শুধু তাই নয়, ক্রমে ঐ সব বড় ঘরের কাণ্ড কারখানা দেখে খেলমা থ’ বনে গেল। নিদারুণ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে লাগলো খেলমা।

তার ধারণা ছিল, সমাজের মাথা ঝাঁরা, দেশের নেতা ঝাঁরা, জনসাধারণের বরণ্য ঝাঁরা, সেরা সাহিত্যিক বা বৈজ্ঞানিক ঝাঁরা, বিখ্যাত শিল্পী ঝাঁরা — তাঁদের অন্তর নিশ্চয়ই উদার, মহৎ। কিন্তু হায়, দেখলো খেলমা, তাঁরা বেশির ভাগই স্বার্থপরতায় সংকীর্ণ, চারিত্রিক কালিমায় কলংকিত। খেলমা লক্ষ্য করলো, লেখকরা একজন আর একজনকে হিংসা করেন,

নিন্দা করেন। কবি যিনি বড় বড় ভাল ভাল কথা লেখেন খাতার পাতায়, মজের পাতায় তাঁর সংকীর্ণতার দাগ। বৈজ্ঞানিক ব্যুৎপত্তি হন যদি পারেন তাঁর কোনো সহকর্মীর দ্বিগুণের দিকে ওলটতে। এক ধর্মের পথিক অগ্রধর্মের পথিকের টুটি চেপে ধরে হাসেন পৈশাচিক হাসি।

একবার ছ'জন লেখিকাকে আমন্ত্রণ করেছিল খেলমা। ভেবেছিল, ছ'জনেই খুব খুশি হবেন পরস্পরকে দেখে এবং সাহিত্য আলোচনায় সময়টাও কাটবে বেশ। দেখা গেল, উল্টো। দেখা হওয়ায় নেহাৎ তত্ত্বতার খাতিরে, মুখে একটু হাসি টেনে এনে ছ'চারটে কথা বলার পরই ইনি একদিকে, উনি একদিকে স'রে গিয়ে অগ্রদের সঙ্গে আজ্ঞে বাজে গল্প করতে শুরু করলেন।

এই ঘটনার পর খেলমা কোনো সাহিত্যিকদের সঙ্গে বেশি মেলামেশা করতো না, এক বোঁ লোভলেন ছাড়া। একজন প্রকৃত জ্ঞানী তিনি, গুণী তিনি। চমৎকার আচরণ। বইয়ের পোকা নন—কারোর প্রশংসা বা নিন্দায় তাঁর আসে যায় না কিছু। সাহিত্য-সেবক ব'লেই নিজেকে পরিচয় দেন; সাহিত্য সেবা করেন, মন চায় ব'লে—মান পাবার জেঞ্জ নয়।

খেলমার তার একটি নতুন অভিজ্ঞতা : সহরের মেয়েরা। মানে, স্বড় ঘরের মেয়েরা। ওঁরা যে কী বস্তুতে তৈরী, তা' সে ভেবে উঠতে পারে না। কেউ সাজসজ্জা নিয়েই মত্ত, কেউবা স্বামী-সেবকটিকে নাকে দড়ি দিয়ে খাটাতে পারলেই খুশি। আর যাদের হাতে কোন কাজ নেই, তাঁরা নানা ক্লাবের সভ্য হন বটে, তবে আচার ব্যবহারে সভ্যতার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাছাড়া আর একজাতের বড় ঘরের ঘরগী তার চোখে পড়েচে—খাঁরা ঘরকে করেচেন বাহির, বাহিরকে করেচেন ঘর। বাইরের মাতনেই সারাক্ষণ মেতে থাকেন তাঁরা। নারীত্বের মাধুর্য তাঁদের নেই—স্বাভাবিক সৌন্দর্য তাঁদের হারিয়ে গেছে; যেটুকু অঙ্গে লেগে থাকে, তা বাইরের ধার করা রূপ, নানা রকমের প্রসাধনীর মাধ্যমে। যথেষ্টাচারে

টাকা খরচ করবার মত টাকা থাকে তাঁদের হাতে—কিন্তু কোনো ভালো কাজে সে সব খরচ করেন না ; করেন যা, তাঁর নিজের খেয়াল চরিতার্থ করবার জন্তে । অবশ্য সখের থিয়েটারেও মোটা কিছু টাকা দিয়ে থাকেন ছুটি কারণে । এক, নাম কেনবার জন্তে ; হুই, সেই অভিনয়ে খুব সেজেগুজে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করবার সুযোগ পেলো ।...

আর চিনলো খেলমা ‘ব্যবসায়ী-বিলাসিনীদের’ । এঁরা পরের মাথা হাত বোলাবার জন্তে নিরেট মাথার খোঁজে থাকেন । শিকারও জুটে যার ঠিক ঠিক ।

আর খেলমার হয়েচে কি, সব খবর বোঁর কাছ থেকে নেওয়া চাই । যত প্রশ্ন তার—তাঁর কাছে । আচ্ছা, ‘ব্যবসায়ী-বিলাসিনী’রা কারা ? যারা নিজেদের ছবি তুলতে দেয় বিজ্ঞাপনের জন্তে কিংবা দোকানের শো-কেসের জন্তে ? প্রশ্ন করে—পার্লীমেন্টের মেম্বাররা বেশ বখা বলেন আর কম কাজ করেন কেন ? কেন চিত্রশিল্পীরা প্রায়ই বিয়ে করেন তাঁদের মডেলকে কিংবা বাড়ির পরিচারিকাকে, আর লজ্জায় পড়েন শেষকালে । কেন নতুন লেখকরা পত্রিকায় লেখবার জন্তে সহজে কোন সুযোগ পান না ?

লেডি উনপ্লের কাছেও খেলমা এই সব প্রশ্ন করেছে । যা তার কাছে দুর্বোধ্য ঠেকেচে, জানতে চেয়েচে শিক্ষাখিনীর মতো । বিশেষ করে লেডি উনপ্ল, খেলমার মন জয় করতে পারায়, মনের কথা এখন সে খুলেই বলে তাঁকে । কিন্তু ক্লারা মনে মনে ভাবেন, যে জল পরিষ্কার, তাতে একফোঁটা কালিই যথেষ্ট । ফুলের পাপড়িতে কড়া রোদ্দুর লাগলে কুকড়ে যেতে কতক্ষণ ? লেডি উনপ্লের রাগ খেলমার উপর নয়, ফিলিপের উপর । প্রেমাহতা নারী সাপের চাইতেও ক্রুর ।

মিসেস রাস মার্ভেল কিন্তু সত্যিই ভালবেসে ফেলেচেন খেলমাকে । ভুল বুঝেচেন নিজের । তবে এটুকু বোঝেননি তিনি—ক্লারা হঠাৎ খেলমার সঙ্গে মেলামেশা করচে কেন । একটু গোলমালে মনে হয়েচে

তাঁর, তবে তাতে খেলমার কোন বিপদাশংকা কবেন নি। আব কবেন নি
 বলেই তিনি নিশ্চিন্তমনে অগ্নিকাণ্ডে হাত দিতে পেরেচেন। কাজটা হচ্ছে,
 লুড মেগার্ডিলকে ধরবার জন্তে জাল পাঠাব কাণ্ডে মার্সিয়াকে সাহায্য
 বব। তবে খেলমার বিপদাশংকা বলেই তিনি সব কাজ দোলে ছুটেন
 নাব কাছে। অবশ্য ঠিক সময়-কো বিপদ আপদে উপস্থিত থাকাকালীন
 হচ্চ আসল কথা এবং স্ক্রু ব্যাপার। পুলিশদের মত চর্য্যচাৰ পবে
 ঘটনাস্থলে এলে স্ক্রু ল পাওয়া চক্ষর।

আব একটি লোক খেলমার সঙ্গে ভব ভমাবাব চেষ্টা কবতে লাগলেন,
 তিনি হাচেন হার ক্র্যান্সিস কেন্দ্র—লেন। সতবে মেয়েদের দেখে
 দেখে অব স্ক্রু—হওয়া লেনীর স্ক্রু র পড়বারই কথা পল্লীবালা খেলমা।
 গোটা ইট কাঠের মাধ্যমে থেকে কামান সাব যান এবটু গোটা
 হাওয়া সবুজ মনে বেতিয়ে আস।। লেনী, খেলমা আশে পাশে কাণ্ড
 বাছে থাকবার চেষ্টা কবলেন। খেলমার স্ক্রু কারার বাড়ি অব পাটি
 দেয়া হ'লই তাব কাছে থাক চাযেব বাপট হাে হুঁজে দেওয়া
 (হাওয়া ববতেও বাপট আপটি ছিল না তবে সেটা নেহাৎই লজ্জার
 বাধে এমনতর তা বাকতকি ছোট খাটো আচরণর মাধ্যমে ফুটে উঠতে
 লাগল। খেলমা পটি লেনীর অন্তবিকতা। খেলমা মেয়েমানুষ।
 প্রথমাত্মকের প্রধরণেব হাবভাব বোঝে দিই হয় নি তার। কিন্তু ওজ্ঞতার
 খাতির কঠোর কিছু বহতে চানি সে। যা কিছু বোঝে সে, তা
 ক্রাবার কাছে। সব কিছু শুনে ক্রবা হেমে বলেচেন : ও একটু ঠে
 ধবণেবই। একটু মিষ্টি বখায় একেবাবে গলে যায়। পোষা কুবুবেব
 মতই পোষ মেনেহ আছে মেন। তবে ভয় নেই, কামডাবে না।

জজ লরিমারের কিস্তি দেখা নেই কিছুদিন ধ'রে। ফ্রান্সে গেছেন তিনি ডুপ্রে'র কাছে। খেলমার সামনে বেশি বাবার সাহস যেন হারিয়ে ফেলেছেন তিনি। তাকে দেখলেই যেন তাঁর মনে জেগে ওঠে অদ্ভুত এক আকাংখা। অশ্রায়। অশ্রুচিত। বোঝেন তিনি। অশ্রায় চিন্তাকে দূরে ঠেঁলবার চেষ্টা করেছেন তিনি বহুবার, পারেন নি। মনের মধ্যে ঠেঁলে ঠেঁলে আসতে চায় ঐ একই অশ্রুচিত আবেদন। তাই তিনি স'রে গেছেন লণ্ডন থেকে দূরে ফ্রান্সে। অবশ্য, ছেলের এই আনমনা ভাব মায়ের চোখ এড়ায়নি। লরিমারের মা সব বুঝেও কিছুই বলেন নি। সত্যিই, বলবার তো কিছু নেই।

খেলমা কয়েকবার গেছে লরিমারের মায়ের সঙ্গে দেখা করতে। ভদ্রমহিলার স্নেহে আদরে ধত্ত হয়েচে সে। তিনিও তৃপ্ত হয়েছেন খেলমার সঙ্গে কথা বলে।

ক্রমে বিবাহিত জীবনের মাধুর্য যেন ফিকে হ'য়ে এলো। সামাজিক নীতিনীতি, আদব-কায়দা, ভদ্রতা রাখতে গিয়ে লর্ড এরিংটন আর খেলমাকে ছাড়া ছাড়ি থাকতে হ'লো প্রায়ই। লর্ড এরিংটনের মাথায় তাঁর ফুরা চুকিয়ে দিলেন পার্লামেন্টের মেম্বার হবার জন্তে দাঁড়াতে। এরিংটন গজি হ'য়ে গেলেন : সত্যিই তো, একটা কিছু করা দরকার। চূপচাপ থাকা উচিত নয় আর। অন্ততঃ প্রীর জন্তেও সমাজে একটা বিশিষ্ট স্থানে স্থায়ী হওয়া দরকার।

স্বতরাং তাঁর সেক্রেটারি নেভিলকে নিয়ে তিনি মত্ত হ'লেন ইংলণ্ডীয় রাজনীতিতে। লাইব্রেরি ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে চলতে লাগলো বইপত্র টাঙাটি, চিঠিপত্রের লেখালেখি, লোকের ঠিকানায় ছোট্টাছুটি। অবশ্য,

তা' বলে খেলমার প্রতি এরিংটনের টান কমেনি। বাইরে রাজনীতির
শ্রোতের টানে ঘুরপাক খেলেও খেলমার প্রতি কর্তব্যজ্ঞান রইলো টনটনে।

খেলমার কিন্তু একলাটি মনে হ'তে লাগলো। কেউ এলে, বা কোথাও
গেলে তবু সময়টা কাটে একবকম; কিন্তু বাড়িতে একলাটি কাটানো,
মানে, মন চাইলেও ফিলিপকে কাছে না পাওয়া—অনেক কিছুই হারিয়ে
যাওয়া ব'লেই মনে হয় খেলমার। বুদ্ধিমতী ব্রিটার চোখে কিন্তু সব কিছুই
ধরা পড়ে। তার ফ্রোকেনের মুখে হাসি ক'মে এসেচে যেন। একদিন
সাহস ক'রে বললো খেলমাকে : আজকাল দিদি তুমি, বদলে গেছো যেন !

কিসে বুঝলি তুই ?—মুখে হাসি টেনে বললো খেলমা।

চোখ নেই বুঝি ?

চোখ থাকতেও তুই কানা দেখচি।

ঠকিয়ে না আমায় তুমি।

ব্রিটার কথায় কান্না যেন ঠেলে এলো গলার কাছে। একটা মেয়ের
চোখে যা পড়লো, স্বামীর চোখে তা' পড়লো না ? না, পড়ে না।
মেয়েদের চোখ অ'র পুরুষের চোখ আলাদা। মেয়েদের মন মেয়েরাই
বোঝে বেশি।

এমন সময় দরজাব শব্দ হ'লো।

খেলমা আছে ভেতরে ?—এরিংটনের গলা।

ব্রিটা খুলে দিল দরজা। এরিংটন ঘরে ঢুকলেন, ব্রিটা বেরিয়ে এলো
বাইরে।

খেলমার মুখখানা থমথমে। গেছে ঢাকা আকাশ যেন। বর্ষণের
পূর্বলক্ষণ বুঝি !

কী ব্যাপার ? কঁাদছিলে ?

না, না।—খেলমা এগিয়ে এসে এরিংটনের বুকে মাথা রেখে বললো :
এমনি মনটা কেন যেন খারাপ লাগচে।

সত্যি, এরিংটন বললেন : তোমার কাছে আজকাল বেশিক্ষণ থাকতে পারিনে। অগ্রায়। চলো, আজ আমরা কোথাও বেড়িয়ে আসি।

মাথা তুললো থেলমা : আজ সন্ধ্যায় আমাদের ত্রিলিয়েন্ট থিয়েটারে যাবার কথা যে ক্লাবের সঙ্গে ? মনে নেই ?

সে না হয় আর একদিন হবে।

না, না। ক্লাব মনে কিছু করতে পারে। তাহাড়া ক্লাবের ভা'রি হচ্ছে নাটকখানা আমাদের নিষে একসঙ্গে দেখে। খুব ভাল নাটক নাকি ?

হাসলেন এরিংটন : ভালো তার বাহে তোমার কাছে নয়।

কেন ? করতে পারবো না বুঝি ?

বুঝতে পারবে না নানে ? এত বেশি দাবী করতে পারবে যে—দাক্ষিণ্য ব'লেই কথাটা গুরিয়ে দি'লেন। ফিলিপ—আচ্ছা তোমার ধারণা কি ! ওরা তোমার চাইতে বেশি বোকে ? তোমার জ্ঞান বা বিবেচনা—অনেকের জ্ঞানচক্ষু খুলে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। অন্তত : আমাব সেই বা'লনা।

মেঘের মাকে বিছানা খেলে গেল। হাসলো থেলমা : আমার বিষয়ে তোমাব বারণা বড় উচ্চ। এক এক মনে এমন লজ্জার কোনো আমাকে !

ফিলিপ, থেলমার রাঙা গালট' টিপ' দিয়ে বললেন : তুমি কিসে লজ্জা পাওনা, বনো তো আমার লজ্জাবতি ?

ত্রিলিয়েন্ট থিয়েটার।

বক্সে ব'সে আছেন এরিংটন, থেলমা, ক্লাব আর এরিংটনের সেক্রেটারি নেভিল।

শুরু হয়েছে অভিনয়। নৃত্য-নাট্য। ব্যাল-নাটে বেশকিছু মেঘেরা নাচছে, স্বল্প-সজ্জায় দেখে তাদের সামান্যমাত্র শব্দ। তাদের বিলোল কটাক্ষ মদিরামণ, অজস্র অলীলতায় ভরপুর।

খেলমা অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো। কিন্তু নৃত্যের তালে তালে হান্ডতালিতে থিয়েটার হল মুখরিত। হান্ডতালি দিচ্ছে কারা? দর্শকরা? না, তাদের মনের আদিম পশুগুলো?

কিন্তু অসহ হ'লো তৃতীয় দৃশ্য।

একটি যুবতী, নগ্ন প্রায়, অন্ধভঙ্গী সহকারে শুরু করলো গাইয়ে পাখীর নাচ। ত্রিকোণাকার এক টুকরো কাপড়ে নাভিদেশটুকু ঢাকা। মাংসল উরুদেশ অনাবৃত। ১ পুষ্ট বক্ষযুগল মাত্র তিন'চার ইঞ্চি কাপড়ে কোন রকমে বেঁধে রাখা, বোধহয় আইনের বাঁধন থেকে মুক্ত পাবার জ্বটেই। তাও কাপড়ের রংটা গায়ের রংয়ের সঙ্গে মেলানো—যাতে দূর থেকে সহজে বোঝা যায় না, গায়ে কিছু আছে, কি, না আছে। পিঠে আঁটা ছুঁটো পাখি।

অশ্লীলতার চূড়া। খেলমার মুখ চোখ লাল হ'য়ে গেল। আড়চোখে স্বামীর দিকেও একবার চেয়ে দেখলো। ক্লারাকে ফিসফিসিয়ে বললো : বিব্রী। বাড়ি গেলে হয় না?

হাসলেন ক্লারা : পাগল। এখন উঠতে গেল হলের সব লোকগুলো হাঁ হ'য়ে যাবে। এমন নাচ কেউ না দেখে যায়? ওর নাচ আর গানের জ্বটেই এত লোক আজ এখানে। ঐ ক'রে যা উপায় করেছে, তাতে তোমাকে আমাকে কিনে নিতে পারে বোধ হয়।

এরিংটন শুনছিলেন সবই। বললেন খেলমাকে কানে কানে : যদি যেতে চাও বাড়ি, চলো। আমি তোমায় নিয়ে যাবো।

মুহূ গলায় বললো খেলমা : না, ক্লারা রাগ করবে। ব'লেই সে একটু স'রে বসলো এমন ক'রে, যাতে রঙ্গমঞ্চ আড়াল পড়লো বক্সের রেলিংয়ে।

এমন সময় নেভিল এরিংটনকে চুপি চুপি বললো : একটু বাইরে আসবেন? কথা আছে।

এরিংটন লক্ষ্য করলেন, নেভিলের মুখখানা সাদা হ'য়ে গেছে, ঠোঁট দুটো কাঁপচে। বললেন : চলো।

একটু আসচি—ব'লে এরিংটন, নেভিলকে নিয়ে বাইরে গেলেন।

এদিকে 'গাইথে-পাখী' তার প্রাণ মাতানো নাচ বন্ধ ক'রে শুরু করলো গান। হাত পা নেড়ে, গলার স্বর কমিয়ে বাড়িয়ে যথাসম্ভব জনয়গ্রাহী করবার চেষ্টার ক্রটি রইলো না। গানটার ভাব ও ভাষাও প্রাণ গলিড়ে দিবার পক্ষে যথেষ্ট।

আমার প্রাণের হাঁস গো তুমি, আমার প্রাণের হাঁস।

তোমার গলার পরাই এসো, আমার প্রেমের ফাঁস ॥

আমার কাছে এসে

ব'সো না ভাই ঘেঁসে,

তোমায় ভালবেসে আমি করি যে হাঁস ফাঁস ॥

তোমায় বুক ধ'বে

চুমায় দেবো ভ'রে

তুমি আমি জানবো শুধু, জানবে না কেউ, ব্যস্ ॥

গান যখন শেষ হ'লো, হাততালির কী ঘট। অন্তরের ছটফটানি যেন চটাপট হাততালির মাধ্যমে স্বতঃফূর্ত হ'য়ে প্রকাশ পেলো। যুবতীর মুখে বিজয়ের হাসি, দর্শকদের মুখে পাশবিকতার উল্লাস।

বুঝলে খেলমা ব্যাপারটা ?

কি ? —খেলমার সরল প্রশ্ন।

কেন, ঐ পুরুষগুলোর কাণ্ড। সবাই যেন মেয়েটিকে গিলে খাবাক জ্ঞে ইঁ ক'রে আছে। ফিলিপ তো বেরিয়েই গেল নেভিলকে নিয়ে সাজঘরের দিকে।

তাই কি ? না, না।—খেলমার কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ।

আজ্ঞে হ্যাঁ। দেখেচো না পুরুষগুলো সব ছুটচে সাজঘরের দিকে। ভায়োলেট ভেরে পুরুষগুলোকে একবারে ভেড়ো বানিষে রেখেচে। এ সময় সাজঘরে মেয়েদেব প্রবেশ নিয়ে। —একটু হেসে ক্লাবা বললেন : তাতে ভাববাব কি আছে গো ? পুরুষদের ঘাঘরার মধ্যে আটকে বাথতে যাওয়া ভুল। একটু বাইবে ঘুবতে দিতে হয়। বাইরে চবা ভেড়া সফ্রাবেলায় খেঁ যাডে ঢুকবে ঠিকই।

থেলমাব মুখ কাবাসে। বললো : তুমি যা বলচো তা অগ্র পুরুষ-দের বেলায় ঠিক হয়তো, উনি কিন্তু অন্য জাতের পুরুষ।

ক্লাবা হাসলেন : আজ্ঞে না থকুম'ন, পুরুষ, পুরুষই।

এমন সময় এলেন সেখানে এন্নি জন। বললেন : নেভিলের শবীর খুব খাপ। তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিলাম।

বিশ্ব এত দেবি যে। — থেলমা ভিগ্যেস করলো।

দেরি ' কৈ বেশি দেরি হ'বেচে কি ? অবগ্র সাজঘরে গেছলাম, তাই একটু দেরি হ'তে পারে।

সাজঘরে ?—থেকে গেল থেলমা। মুচকে হাসলেন ক্লাবা।

হ্যাঁ। সাজঘরে কাজ ছিল একটু।

ভায়োলেট ভেরে-র সঙ্গে দেখা করতে ?

হ্যাঁ।—অস্বস্তি বোধ করলো এরিংটন। বললেন : লেডি উনপ্লে, এখন উঠলে বোধ হয় ভাল হয়। বাড়ি যেতে হবে আমাকে, নেভিলের ব্যবস্থা করতে হবে।

বেশ তো। যাওয়া যাক।—ক্লাবা উঠলেন।

উঠলো থেলমা।

লেডি উনপ্লেকে বাড়ি পৌছে দিয়ে থেলমাকে নিয়ে এরিংটন ফিরে এলেন বাড়ি। গাড়িতে থেলমা বেশি কথা বলে নি। এরিংটন ভাবলেন,

একে থিয়েটারের বন্ধ ঘর, তার উপর ঐ ত্রাকারজনক নাটক দেখেই বোধ হয় খেলমা বিরক্ত হয়েছে।

কিন্তু খেলমা আবার প্রশ্ন করলো : তুমি সত্যি সাজঘরে গেছলে ?
হ্যাঁ।

কেন বলবে ?

লক্ষ্মী খেলমা, কেন গেছলাম জিগ্যোস ক'রো না। বলা অভুচিত হবে।
বেশ, তবে বলো মা।

খেলমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো প্রায় নয় ভায়লেট ভেরে-র মূর্তি। তাকে উদ্দেশ্য ক'বে অশ্রু নৃত্য করচে আর হাসচে।

বাডি এসে এরিংটন তাড়াতাড়ি ঢুকলেন নেভিলের ঘরে। খেলমা তার ঘরে এসে শুয়ে পড়লো বিছানার 'পরে। চোখের জল গড়িয়ে পড়লো তার হ'গাল বেয়ে।

লোডি উনঙ্গে তার ঘরে ব'সে চিঠি লিখছিলেন তখন। লিখছিলেন লেনীকে।

আমার প্রিয় লেনী,

আজ তোমায় থিয়েটারের ঠলে দেখলাম। তুমিও আমাকে দেখেচো নিশ্চয়ই, তবে না দেখার ভান করলে, বুঝলাম। কেন, নতুন ফুলের সন্ধান পেয়েচো নাকি ? আজ বৌ-পাগলা ফিলিপ, খেলমাকে আমার কাছে রেখে তার সেক্রেটারিকে নিয়ে ভায়লেটের সাজঘরে দেখা করতে গেছলো। বুঝলে কিছু পুরুষপ্রবণ ? আচ্ছা, ভায়লেট-টা কা দাক্ষণ মুটিয়েচে, না ? ওকে তোমরা একটু খাওয়ার বিষয়ে ধরা-বাধা করতে ব'লো। তুমিও নিশ্চয়ই গেছলে ওর সাজঘরে। যাওয়া তো উচিত। সুপুরুষের পক্ষে স্ত্রীর স্নানজরে পড়তে কতক্ষণ ! কাল আসবে লাঞ্চে ? আশায় থাকলাম।

ইতি

তোমারই 'ক্লারা।'

চিঠিখানি ভালো ক'রে খামে মুড়ে লেডি উনপ্লে তাঁর পরিচারিকা লুইসা বেণোর হাতে দিলেন ডাকে ফেলবার জন্তে। লুইসা চিঠি নিয়ে ঢুকলো নিজের ঘরে। গরম জল দিয়ে সাবধানে খুললো খামখানা। এধরনের কর্ম তার নতুন নয়। কাজেই অনায়াসেই ভিতরের চিঠিখানি লেডির স্মরণ্য পরিচারিকার হস্তগত হ'লো। পড়লো চিঠিখানা গোড়া থেকে শেষ পৃষ্ঠ।

বডধরের গুপ্তকাহিনী কাগজে প'ড়ে আমরা বিস্মিত হই : ভাবি, কাগজগুলো এত সব জানলো কি ক'রে ? কিন্তু জানা কি এতই শক্ত ? কিছু কপেয়া খরচ করলেই বডধরের ভিতরের রূপ বাইরে প্রকাশ করা যায় সহজেই। শুধু স্মরণ্য এবে বডধরের কর্তা বা গিন্নীর খাস চাবর বা কিয়ের সঙ্গে আলাপ করত পারলেই হ'লো। ওরা সব হাতে কাজ কবে, আর কর্তা গিন্নীর কায়কলাপের উপর রাখে সন্ধানী দৃষ্টি। ঘরের খবর বাইরে পাচার করতে পারলে দু'টো পরস্পর যদি উপরি আসে, সে স্মরণ্য চাডবে কেন ওরা ?

লুইসা বেনো লেডি উনপ্লে চিঠিখানা এঁটে সোঁটে ডাকে দিয়ে এসে ঢুকলো ব্রিগসের ঘরে। জিগ্যেস করলো : আচ্ছা, ভায়লেট ভেবে কে ? থিয়েটারের ভাল অভিনেত্রী বুঝি ?

ইয়া।—ব্রিগস বললো : শুধু অভিনেত্রী নয়, ডিউক লর্ডদের প্রাণ। অদ্ভুত, চমৎকার। হু'খানি পা আর বাহুল্যতা তার দেখবার মত। দেখবে তাব ছবি ?

কৈ ?

ড্রয়ার থেকে বার করলো একখানা ছবি। দেখালো লুইসাকে : এই হচ্ছে বিশ্বপ্রেমিকা ভায়লেট ভেবে। আমারও প্রেমিকা।—ব'লেই চবিত্তে একটি চম খেলো ব্রিগস।

আচ্ছা, লর্ড এরিংটনের অমন সুন্দরী স্ত্রী থাকতে, তিনিও গেলেন ছুটে
ভায়লেটের কাছে ? অদ্ভুত !

তাই নাকি ? — ব্রিগস্ ভাবিত হ'লো ।

তোমাদের, পুরুষদের কোন বিশ্বাস নেই ।

তাই নাকি ? — ব্রিগস্ হাসলো : আর তোমরা বড় বিশ্বাস-
যোগ্য ? দরজার চাবির গর্তে চোখ রেখো আর দরজার কজার ক্যাচ-
কৌচ আওয়াজের দিকে কান বেখো—অনেক কিছু মালুম হবে । তাতে
চাই কি দুই পরস্পর হাতড়াতেও পারবে ।

তার মানে ?

এমন সময় লর্ড উনস্লেব ঘটি গেল শোন' । ব্রিগস্ বললো : মতন
পরে দেবো স্ত্রীবিধে মত ।

স্বীথকালে লর্ড এরিংটন চলে এলেন থেলমা'কে নিয়ে ওয়ারউইকশায়ার
গ্রামে এরিংটন-ম্যানর-এ ।

লণ্ডনের সিজন শেষ হয়েছে । পার্টির হাঙ্গামা আর নেই ! নেই
শুকনো হাসির পালা, ওজন ক'রে কথা বলা । নেই রূপ দেখানোর
নির্লজ্জতা, রূপ দেখাবার অহংকার । থেলমা বাঁচলো ।

এরিংটন-ম্যানর-এর বিরাট বাগানে শুষ্ক হয়েছে পাখির কলরব ।
এখানে ওখানে বনফুলের হাসি, হাওয়ায় হাঙ্গা আমেজ ।

ফিলিপের হাতে কাজ নেই । পার্লামেন্টের নির্বাচনের ব্যাপাবের
চিঠিগুলো তিনি সকালেই লিখে ফেলেন । কাজেই সারাটা দিন কাটে
থেলমার সঙ্গেই । থেলমার সঙ্গে চলচে তাঁর প্রেমবিলাস প্রেমিকের মতোই
—যা স্বামীজন অস্বাধ্য । দু'জনে হাত ধরাধারি ক'রে ঘুরে বেড়ায় বনে বনে,

মাঠে মাঠে, ঝর্ণার ধারে ধারে। ছায়ায় স্ননিবিড় কোন ঝোপের ধারে
হঠাৎ ব'সে পড়ে অকারণে, হেসে ওঠে অকারণে, ছুটে বেড়ায় মনের আনন্দে।

হঠাৎ হযতো মনে পড়ে যাব ফিলিপের পার্লামেন্টের কথা ; মনে পড়ে
যায়, সেখানে কীভাবে বক্তৃতা করে লোক—তাই হেসে বলেন খেলমাকে :
বোসো, তুমি আমার শ্রোতা, আমি বক্তা, বক্তৃতা করবো !

ব'সে পড়ে খেলমা। হেসে বলে : চালাও তোমার বক্তৃতি।

ফিলিপ বক্তৃতা দেবার ভঙ্গীতে দাঁড়ান, বলেন : এমন বক্তৃতা দেবো
যে, নড়তে চাইবে না তুমি।

পারবে তুমি এমন বক্তৃতা দিতে ?

নিশ্চয়ই।

তবে তোমার পার্লামেন্টে খুব নাম হবে। কিন্তু পার্লামেন্টের সভ্যদের
উপর প্রায়শ 'আমার বদলে গেছে। খেলমা বললো : দেখলাম তো
পাটিতে, তেমন কারোর কিছুই জ্ঞান নেই। ঐ যে সেদিনের সেই
পাটির মোটা ভদ্রলোকটি, পার্লামেন্টের সভ্য, তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম,
'জাংলটে' সম্বন্ধে আপন র বাণী কি ? ভদ্রলোক স্নেহ বললেন, ওসব
পড়ে সময় নষ্ট করার মত সময় আমি পাইনি এখনো। পেলে
পড়বো। শো না কাণ্ড। যিনি দেশের অন্তর্ভুক্ত একজন মহাকাবির লেখা
বিখ্যাত বই পড়বার সময় পান না বা দরকার মনে করেন না, তিনি হ'লেন
দেশের একজন মাননীয় ব্যক্তি। আসল কথা, ঠিক লোককে ঠিক জায়গায়
বসানো দরকার।

ঠিক বলেচো তুমি।—ফিলিপ বললেন : কিন্তু দেশের লোকেরাই
তো ওঁদের ভোট দিয়ে পার্লামেন্টে পাঠিয়েচে।

খেলমা বললো : লোকেরা কি ভাল ক'রে ভেবে চিন্তে কাজ করে,
না, পারে ? তাদের যে যা বোঝায়, তাই বোঝে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত
ঠকতে হয়। বিপদে মোদের রক্ষা করো, এইটুকুই ওদের প্রার্থনা।

বিপদে ওরা ভয়েই সারা। বিপদে যারা রক্ষা করতে পারেন তাঁরাই হচ্ছেন প্রকৃত নেতা। দেশের জন্তে দরদ থাকা চাই তাঁদের।

বাঃ, বেশ বলচো তো? — ফিলিপ হাসলেন : তোমাকেও রাজনীতিতে নামিয়ে দেওয়া যাক।

না। রাজনীতি মেয়েদের জন্তে নয়। মেয়েদের কাজ বরে।

অতএব বস। যাক আপাততঃ! — ফিলিপ বললেন : অবস্থা বহুতঃ করবার কোন প্রয়োজন দেখছি নে।

খেলমা হাসলো : আমিও বহুতঃ কোন উপবাসিতা আছে বলে মনে করিনে। পার্লামেন্টে গুপ্ত কথার কতকটি, কাজের বেলায় কিছু নেই। এতে দেশের উন্নতি কতটুকু হয়?

অতরাং হাতে যে স্বর্ণ পেয়েছি, সেটা ছেড়ে দ্যায় এক স্বর্ণের আশা হাত বাড়ানো মর্থন। তাইতো?

জানিনে, বাও!

যাও বললেই যাবো ভাবচো? — বলেই খেলমাকে জড়িয়ে ধরে ফিলিপ চুপন একে দিলেন তার কাপাল।

এমনি ক'রেই ছ'টি প্রেমিক প্রেমিকার দিন কাটতে লাগলো আনন্দে। বিবাহের মধ্যবলে প্রেমের পথেব কাঁটা গেছে সাঁবে, প্রেম স্বর্ণের দ্বার উন্মোচ উন্মুক্ত। দুটি দেহ ও মনের মিলনের মাধ্যম ফুটে উঠেছে স্বর্ণের সুষমা, অনাবিল আনন্দ, অপূর্ব শান্তি।

কিন্তু হায়, স্বপ্নের দিন যে উড়ে পালার তাড়াতাড়ি। আকাশে মেঘ দেখা যায় কোন ফাঁকে তা কে বা জানে! ফিলিপ-খেলমার জীবনে মেঘ ঘনিয়ে এলো। কারণ এরিংটন-ম্যানব-এ দেখা গেল অনেককেই। অবশ্য তাঁরা সবাই এলেন এরিংটন সম্পত্তির আমন্ত্রণে এবং সামাজিক উদ্ভার খাতিরে এঁদের আমন্ত্রণ না ক'রে উপায় ও ছিল না।

এলেন লর্ড আর লেডি উনপ্লে। সঙ্গে আর্নেস্ট। অতএব লেডির

পরিচারিকা লুইসা রেনো এবং লর্ডের খাস চাকর ব্রিগস। এলেন জর্জ লরিমার এবং সেই সঙ্গে ডুপ্রে। থেলমা এবং ফিলিপের ব্যক্তিগত আমন্ত্রণ উপেক্ষা করবার উপায় ছিল না তাঁদের। কাজেই আসতে হ'লো ফ্রান্স থেকে। বো গাব্রিলেস এলেন মাত্র ক'দিনের জন্তে। আর ফ্রান্সিস লেনক্সও বাদ যাননি এবং তিনি সবাইকে জমিয়ে রাখলেন হাসি গল্প ক'রে। এলেন মিঃ এবং মিসেস নাইল। বুথে হাসি তাঁদের। মাসিয়ার এগেচে তার মাব সঙ্গে। আর এগেচেন লর্ড মেসার্ডিল। ফিলিপ আর থেলমা ওলাফ গুন্ডনারকেও আসবার জন্তে অনেক অনুরোধ ব'বে চিঠি দিয়েছিলেন; কিন্তু তিনি উত্তরে লিখলেন, তার আসবার উপায় নেই ব'লে ছাপিত। এক বৎসর সমুদ্রে থাকবার পর মাত্র কয়েক-দিন তিনি এসেচেন আল্যাটনবোত এবং বাড়ি বরদোর আর বাগানের ভঙ্গল পরিষ্কার কর তট বাস। তবে ইচ্ছে আছে আসচে বসবে বা গ্রীষ্মে তার যেতে চানাইকে দেখে আসবেন।

আর একজন আসতে পারে নি। এডওয়ার্ড নেভিল। নেভিল সেই সে শরীর খারাপ হওয়ার ঘিরেটার থেকে চলে গেছলো, তারপর থেকেই কালে গেছে বেন সে। ভাল ক'মে খায় না, ঘুমোয় না, কথা বলে না বেশি। তবে যেটুকু কাজ কববার কাজ ক'রে যায় নিজের মনে। কাজেই সে প্রিন্সেস-গেট-এর বাড়িতে থেকে গেল একলা, ফিলিপের কাজকর্মগুলো দেখাশোনা করতে লাগলো।

ম্যানর-এ একদিন পাণ্ডির ব্যবস্থা হ'লো। গ্রামের অনেককেও আমন্ত্রণ জানানো হ'লো। সবাই যথাসাধ্য মেজেগুজে এলেন। থেলমার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ ছাড়া বোকামি, এটুকু জ্ঞান হ'য়েছিল অনেকেরই। তাছাড়া এসেছেন খাস লগুন থেকে বড় বড় হোমরা চোমরার দল। তাঁদেরও দেখা বাবে।

পাণ্ডিতে হান্সেরিয়ান বাজনা বাজচে। বেশির ভাগ মেয়ে-পুরুষ জোড়ে

জোড়ে বেড়াচ্ছে এখানে ওখানে। বাগানের মধ্যে প্রেমালাপ হচ্ছে নাকি ?
আশ্চর্যের নয়। কেউ কেউবা ছোট্ট দল ক'রে গুরু করেছে গল্প অথবা তর্ক।

বাগানের এক নির্জন কোণে, লোকচক্ষুর আড়ালে দেখা গেল লেডি
উনক্সে আর আর ফ্রান্সিস লেনক্সকে। আলোচনায় মগ্ন।

ক্লারা, তুমি যেন বদলে গেছ আজকাল।

কেন ?

আমার দিকে তোমার আর নজরই নেই।

কি ক'রে বুঝলে ?

বুঝি গো, বুঝি। তোমার মনের কথা আমি বুঝিনে? — লেনী
বললেন : তুমি আজকাল খেলমার সঙ্গে মিশচো কেন, তাও জানি।

কি জানো ?

তুমি খেলমা আর ফিলিপের জীবনে অশান্তি আনবার চেষ্টা করচো।

কে বললে তোমাকে ? — রাগ করলেন ক্লারা।

আহা, চটো কেন ? — হাসলেন লেনী : চেষ্টা তোমার মহৎ কারণ
উদ্দেশ্য আমাদের একই। আর তাদের জীবনে ভাঙ্গন তো শুরু হয়েছেই।

কি রকম ?

ফিলিপ তো মুখ বদলাবার জন্তে ভারলেট ভেরে-র কাছে যাচ্ছে।
তুমি তো চিঠিতে জানিয়েছিলে। তাছাড়া ত্যামিও খবর পেয়েচি, সেদিন
লগুনে গিয়ে ফিলিপ নেভিলকে সঙ্গে নিয়ে ভায়োলেটের সঙ্গে দেখা
করতে গেছিলেন।

ক্লারা বললেন : বেচারী খেলমা জানতে পারলে একেবারে ভেঙে
পড়বে।

লেনী হাসলেন : ভেঙে পড়তে দিলেই হ'লো ? আমি আছি কেন ?
মেয়েদের মন অত সহজে ভাঙে না ! অত রূনকো জিনিস নয়। রবারের
মত টেনে টেনে এদিক ওদিক করানো যায় !

বটে !

আজ্ঞে ইয়া দেবী । এখন এসো একটা কনট্রাক্ট করা যাক ।

কি ?

ফিলিপ আর ভারলেটের খবর আমি তোমাকে দিতে থাকবো ; তুমি সেগুলো খেলনার কানে ঢুকিয়ে ফিলিপের উপর তার মনটা বিষিয়ে দিতে পারলেই ফিলিপকে হাত করা সোজা হবে তোমার পক্ষে । আর তোমাকে করতে হবে একটি কাজ ঐ সঙ্গে—

কি ?

খেলনার কাছে আমার গুণগান গাইতে হবে । মানে, আমরা ছ'তনে তো এখন একঘেয়ে ভ'য়ে গেছি, কাজেই তুমি একটু পুরোন প্রেম কালিয়ে নাও ফিলিপের সঙ্গে আর আমি একটু নতুন প্রেম করে নি । রাজি তো ? আপত্তি নেই ।

ক্লারা চ'লে গেলেন সেখান থেকে । লেনীও বাজিলেন একটু পরেই, হঠাৎ কার পাবের শব্দে থমকে থামলেন । ফিলে দেখেন, লুইসা বেনো আসছে, তাতে ট্রেতে সোডার বোতল, গেলাস ইত্যাদি ।

এখানে কী ব্যাপার ? — লেনী জিগোস করলেন ভদ্রে ভদ্রে ।

মিলেডির খোঁজে ।

ঐ যে তিনি যাচ্ছেন, যাও তাড়াতাড়ি ।

পরিচারিকা বেনো তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলেন ক্লারার পেছনে ।

এই যে ত্রিটা যে ?

এখানে মিঃ ত্রিগস্ ? কী খবর ?

এই, হাতে কাজ নেই । কাজেই একটু ফাঁকে বেড়াচ্ছি । বেশ জায়গাটা কিন্তু ।

ইয়া । লগুনের চাইতে ভাল ।

ইয়া গো সুন্দবি।—ব'লেই ত্রিগস্ ত্রিটাব বোমর জড়িয়ে ধরতে গেল।
শিটা পেল সব। বললো : একটু বাড়াবাড়ি হ'য়ে যাচ্ছে না ?—ব'লেই
স'বে পড় লা ফো ন কে।

ল'ন 'য়ে * টা। টিপ, বিম, * * * খেলমা। এবটু দবেহ
* * * * * না।

দা * * * * * বড়
নস্তু ওপনি।

ল'ন * * * * *
এসি ন * * * * *
* * * * *

আপা * * * * *

ন' * * * * *
স'ইপ * * * * *
বুলাগো * * * * *

এনসমা * * * * *
এ'লে সাও * * * * *

মেইসময় দেখা পে * * * * *
মেটা পেলমা * * * * *
তাই নিয় * * * * *

সবাই * * * * *
পেনীও * * * * *
তিনি।

লজ্জা পেল খেলমা। তবু ভক্তার খাতিরে চাদরখানা নিয়ে গাড়ে
দিল খেলমা।

এবার আড্ডা জমলো আরো ।

ওদিকে নাচ চলচে বাজনার তালে তালে ।

সন্ধ্যার দিকে অন্ধকার গাঢ় ক'রে এলো রাত্রি ।

বাইরের আড্ডা ভাঙলো । সবাই ঢুকলেন ঘরে । থেলমা লেডি উনপ্লেকে নিয়ে নিজের বসবার ঘরে এলো । ক্লান্ত হয়েচে সে । একটু বিশ্রাম দরকার । চুপ ক'রে তো থাকা যায় না, তাই গল্প করবার জন্তে সঙ্গে ক'রে আনলো ক্লারাকে ।

স্বযোগ পেলেন ক্লারা । ছোবল মারলেন তিনি । কথায় কথায় পাড়লেন এরিস্টনের কথা, ভায়লেট ভেরে-র কথা । বুঝিয়ে দিলেন ভেরে-র প্রতি ফিলিপের দুর্বলতা ।

থেলমা তো থ' । কিছুদিন আগেই যে আশংকা তার মনে ক্ষীণ রেখায় দেখা দিয়াছিল—আজ যেন তা' সহস্রগুণ ভয়ংকর হ'য়ে দেখা দিল তার সামনে । ক্লারাকে শুধু বললো : ব'সো আমি, আসচি ।

থেলমা সর থেকে বেরিয়ে গেল ।

একটু পরেই ঘরে ঢুকলেন ফিলিপ, থেলমার খোঁজে । দেখেন, ঘরে ক্লারা একলা ব'সে ।

একলা ব'সে যে ? থেলমা কোথায় ?

শুতে গেছে বোধ হয়, মাথা ধরেচে তার ।

তাই নাকি ? আচ্ছা চলি ।—ফিলিপ ফিরে যাচ্ছিলেন ক্লারা মুহূহে ডাকলেন : শোনো ।

কি ?

এদিকে এসো, ব'সো, বলচি ।

বসলেন ফিলিপ ক্লারার সোফাতেই । ক্লারা স'রে এলো : আমার ওপর রাগ করেচো ?

না তো ?

একদিন তোমার আমার মধ্যে যে ঘনিষ্ঠতা ছিল, সে কি ভুলে গেছ ?
চেষ্টা করচি। সফলও হচ্চি। কিন্তু সে কথা কেন ?
আমি যে পারচিনে ফিলিপ ?—ক্লারার কণ্ঠস্বর গাঢ়।
চেষ্টা করো, পারবে। তুমি আমাদের পরিবারের একজন শুভানুধ্যায়ী
বন্ধু। নয় কি ?

কিন্তু তোমার কি কেউ নই আমি ?

হাসলেন ফিলিপ : কে বলচে নও ? আমার পারিবারিক বন্ধু যখন
তুমি, আমারও বন্ধু তুমি। আচ্ছা, উঠি। দেখি, খেলমার কী
ভ'লো।

ফিলিপ ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। ক্লারা হাসলেন মনে মনে :
প্রতারণা পুরুষ, তুমি ছ'কুলই রাখতে চাও। বাইরে ভেরে, আর ঘরে
খেলমা—দু'জনেরই মন রাখতে ব্যগ্র ?

ক্লারা ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে যোগ দিলেন অত্যাশ্চর্যের সঙ্গে।

এরিংটন পা টিপেটিপে ঢুকলেন খেলমার শোবার ঘরে।

দেখলেন, খেলমা বিছানার উপরে শুয়ে আছে উপুড় হ'য়ে। কাছে
এগিয়ে গেলেন ফিলিপ। চোখ বুজে শুয়ে আছে খেলমা। গাল বেয়ে
গড়িয়ে পড়েছে অশ্রুবারি। ফিলিপ মাথা নত ক'রে স্নেহে চুসন করলেন
তার প্রিয়তমাকে।

খেলমা চমকে উঠে বসলো। তাড়াতাড়ি চোখ মুছলো : তুমি ?

ই্যা।—ফিলিপ বললেন : কীলচো কেন ?

না, না, কান্নিনি।

মাথা ধরেচে বুঝি ?

না তো !

তবে ?

ক্লান্ত হয়ে প'ড়েছিলাম। চলো যাই, বাইরে।— উঠে দাঁড়ালো থেলমা।

ফিলিপ তাকে বৃকের মধ্যে জড়িয়ে ধ'রে হৃ'গালে এঁকে দিলেন প্রেমচিহ্ন।

থেলমা জিগ্যেস করলো : তুমি আমায় ভালবাসো ?

এ প্রশ্ন কেন ?

এমনি।

কেন, অবিশ্বাসের কিছু করেচি নাকি ?

না, না। এমনি জিগ্যেস করলাম।

ফিলিপ বললেন : ভালবাসি তোমায় প্রাণেব চেয়েও থেলমা।

স্বামীর বৃকে মাথা রেখে চোখবুজে রইলো থেলমা। কিছু বললো না। প্রাণ ভ'রে অস্থব্ব করলো যেন তার স্বামীর প্রাণের কথা। মনে মনে বললো : ওগো, তোমায় না বুঝে কষ্ট দিযেচি, মনে কিছু ক'রো না, আমায় ক্ষমা করো।

ফিলিপ, থেলমাকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন হলে, যেখানে আর সবাই তখন গল্পে মত্ত। থেলমার মুখেও নিশ্চিস্তের ভাব। লক্ষ্য করলেন ক্লারা। তাঁর ঠোঁট হৃ'থানায় বাঁকা হাসি।

লড' মেশার্ভিলকে হলের বাইরে যেতে দেখেই মিসেস মার্ভেল মার্সিয়াকে কী যেন ইঙ্গিত করলেন। একটু পরেই সবার অলক্ষ্যে মার্সিয়াও বেরিয়ে গেল বাইরে।

ব্রাণ্ডির মাত্রাটা একটু বেশি বাড়িয়েচেন লড' মেশার্ভিল—তবু মাথাটা ধরে আছে কেন যেন। তাই বাইরে বেরিয়েচেন খোলা হাওয়ায়। বাড়ির

সিঁড়ি বেয়ে নেমে বাগানের মধ্যে ঢুকছেন, পেছন থেকে ডাকলো
মার্সিয়া : এলজি, কোথায় চললে ?

ফিরে দাঁড়ালেন মেশার্ডিল : তুমি যে ?

তোমাকে দেখে ।

ওঃ, এত সৌভাগ্য ?

সৌভাগ্য তো আমারও । তোমায় একলা পেলাম । এসো, ঐদিক
যাই, বেশ নিরালা ।

চলো ।

ছ'জনে গিয়ে ঢুকলো এক ঘোপের আড়ালে । বনফুলের সৌরভ
ছড়ানো চারিদিকে । ঘাসের মোটা কার্পেট পাতা জায়গাটার । আকাশে
অপূর্ণচন্দ্রের স্নান আলো ।

এসো, বাগি—মার্সিয়া বসলো ।

হেসে বসলেন এলজিও : ও, আজ যে বড় ধাতির ? ব্যাপার কি ?

অভিমানের অভিনয় করলো মার্সিয়া : ও, ভালো কথাও বলতে নেই ?
যাক, কথা বলবো না আমি ।

অমনি রাগ ? এলজি, মার্সিয়ার সরু কোমরটা বলিষ্ঠ বাহু দিয়ে
জড়িয়ে ধ'রে কাছে আনলেন । গলে যাওয়া মার্সিয়া ঢ'লে পড়লো
এলজির বুকে । এলজি তাড়াতাড়ি মুখ ঘুরিয়ে বাঁচালেন তাঁর চশমা ।

সত্য মার্সিয়া, তোমায় এখানে দেখে পর্বস্ত সুরোগ খুজছিলাম, একটু
নিরালায় ব'সে গল্প করবার জন্তে ।

যাক সুরোগ পেলে তো ?—হাসলো মার্সিয়া ।

তোমার দয়ায় ।

তবে বেশি সুরোগ নিতে যেয়ো না যেন ?—এবার ঢ'লে পড়লো
এলজির কোলে । এলজি সুরোগ ছাড়লেন না । বুকের মধ্যে জড়িয়ে
থরে মার্সিয়ার ঠোঁটে চেপে ধরলেন তাঁর ঠোঁট ।

হঠাৎ উঠে বসলো মার্সিয়া : নাও, ছাড়ো এবার, যাই।

এরিমধ্যে !

বারে, দেরি হয়ে যাবে না ?

না, না।—এলজির রক্ত নেচে উঠলো : এসো, আমার বুকে এসো।

—এলজির পাথর বুকে নিষ্পেষিত হ'লো মার্সিয়ার যৌবন-সাক্ষ্য ছ'টি।

কী হ'বে এমন ক'বে ?—মার্সিয়া করুণ সুরে বললো।

কেন ?

ফুলের মধু শেষ হ'লেই তো উড়ে যাবে ?

তাই বুঝি পালিয়ে যেতে চাও ?

ধরো তাই ?

কিন্তু যদি এমনি ক'রেই বেঁধে রাখি, তা' হলে ?

লোকে নিন্দে করবে।

লোকনিন্দের ভয় করো ?

করিনে ? মেয়েমানুষ। কুৎসা রটালে বিয়ে হবে না যে !

আর—আর, ধরো তোমায় যদি বিয়ে করি আমি ?

তুমি ? তুমি ?—মার্সিয়া আবেগে জড়িয়ে ধরলো এলজির গলা।

বললো : তুমি লর্ড, তুমি বিয়ে করবে আমার মত একজন সাধারণ মেয়েকে ?

হ্যাঁ, হ্যাঁ ! এসো।—এলজির রক্তে তখন শুরু হয়েছে উদামনৃত্য। মার্সিয়ার সমর্পিত দেহ কাঁপচে থরথর। তার চোখে ভাসচে লর্ড মেশার্ডিলের ইয়র্কশায়ারের বাড়িখানা : মেশার্ডিল পার্ক। বড় বড় ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে, ভেসে বেড়াচ্ছে সে : লেডি মেশার্ডিল। দেহ দীর্ঘ হস্তগত, তাঁর ঐশ্বর্য্য, মান, সম্মান যে তারও হস্তগত প্রায়।

লর্ড মেশার্ডিল মার্সিয়ার দেহের ফাঁদে জড়িয়ে গেলেন।

হলের এককোণে মিসেস মার্ভেল আর মার্সিয়ার মা মিসেস ভ্যান ক্লাপ, গল্প করছিলেন নীচু গলায়। বিষয় : অস্ত্রের কুৎসা। এমন সময় সেখানে এসে দাঁড়ালো মার্সিয়া।

মিসেস মার্ভেল অর্থপূর্ণ হাসি হেসে জিগোস করলেন নীচু গলায় :
কী খবর ?

সুখবর।

বটে !—মা বললেন।

ভালোই হ'লো।—মিসেস মার্ভেল বললেন : ফিলিপকে হাত করতে পারোনি, তবে এলজিও মন্দ নয়। অস্ত্রতঃ মনের মত ক'রে গ'ড়ে পিটে নিতে পারবে। বাক্, এবার খবরটা রটিয়ে দেওয়া দরকার, লর্ড মেশার্ডিল মার্সিয়ার সঙ্গে এনগেজ্‌ড।

মার্সিয়া স'রে গেল সেখান থেকে।

মিসেস ভ্যান ক্লাপ বললেন মিসেস মার্ভেলকে : এসব হ'লো আপনার চেষ্টায়। অশেষ ধন্যবাদ আপনাকে। কালই আপনাকে চেকটু দিয়ে দেবো।

হবে'খন পরে।—হাসলেন মিসেস মার্ভেল।

না, না, আপত্তি করবেন না। সামান্য দু'শো পাউণ্ড আপনার এই কাজের তুলনায় কিছু না। ও আপনাকে নিতেই হবে।

বেশ। দেবেন তা' হলে।

অতএব খবরটা প্রচার ক'রে দেওয়া হ'লো অনেককেই। থেলমা শুনে খুব খুশি। মার্সিয়াকে জানালো তার সাদর সম্ভাষণ !

লর্ড এরিংটনের লাইব্রেরি ঘরে গল্প করছিলেন লরিমার আর ডুপ্রে। অবশ্য, লরিমার বসেছিলেন পিয়ানোর টুলে; তাঁর অলস অঙুলি মাঝে মাঝে পিয়ানোর পর্দায় আঘাত দিয়ে টুংটাং আওয়াজ তুলছিল কথার মাঝে মাঝে।

বাক্, থেলমা স্নেহেই ঘর করতে, দেখা গেল।—বললেন লরিমার।

ডুপ্রে বললেন : আমার ধারণা কিন্তু অগ্ররকম ।

কী রকম ?—অবাক হ'লেন লবিমার ।

মানে, ব্রিটাব কাছে খবরটা পেয়েচি ।

ও, ব্রিটা বুঝি তার মনেব কথা বলেচে তোমাকে ? তার মনেব কথা বলবার মত মনের মানুষ তুমি নাকি ?

যাই বলো, বাধা দেবো না । ব্রিটার মত মেয়েকে প্রশংসা না ক'রে পারিনে । সব সময় শুব চোখ ব'লে খেলমার উপর ! ঐ শোডি উনঙ্গে নাকি খেলমাকে হিংসে করে, কিন্তু মুখে দেখাং ভালবাসা ।

কেন ?

কারণ—বলতে গিবে বাধা পেলেন ডুপ্রে । কারণ, সেই সময় ঘরে চুকলো খেলমা ।

কী ব্যাপার ?—খেলমা বললো : আপনারা দু'জনে এখানে বসে গল্প করছেন, আর ওঁদিকে যে খাবার সময় হ'বে এলো ।

ঠিক তো ?—ডুপ্রে উঠে দাঁড়ালেন : আমি যাই লবিমার, তোমাব মাকে নিয়ে আসি । ওঁকে আমি বনে এ—নিলাম ।

ডুপ্রে চলে গেলেন । খেলমা বসে একটা চোরে ।

পিয়ানো বাজাচ্ছিলেন ?

না, এই এমনি ।—খেলমাব সনল, সুন্দর চোখেব দিকে চাইতেই লবিমারের শরীরের ভিতর দিয়ে খেলো গেল বিদ্যুৎ প্রবাহ । যে নারীকে তিনি মনে মনে ভালবাসেচেন—তার কাছে বসে নির্বিকার হ'য়ে থাকা কত যে দুঃস্থ তা বোঝানো দুঃস্থ ।

একটু বাজান না, শুনি !

লবিমার মাথা নত ক'রে শুক করলো পিয়ানোর পর্দায় পর্দায় অঙুতি চালনা । বেজে উঠলো করুণ বাংকার । ঘরময় কঁদে কঁদে বেড়াতে লাগলো স্বর মর্দনা ।

হঠাৎ খেলমা ব'লে উঠলো : না, না, ও সুর নয়, ও সুর নয়—অন্ত
সুর। আপনাকে অন্তনয় করচি, অন্ত সুর।—চোখ দুটি খেলমার ছলছল
করে উঠলো।

থমকে থেমে গেল সুর। টপ টপ দাঁড়ালেন লরিমার। কাছে এলেন
খেলমার। খেলমার চোখে জল। না, না, উচিৎ হয়নি ও সুর বাজানো।
খেলমা, খেলমা, ক্ষমা করো। ইচ্ছে হ'লো তাঁর, আরো কাছে গিয়ে মুছিয়ে
দেন তাঁর চোখের জল। কিন্তু এই দুর্বল মুহুর্তে সতর্ক না হওয়া বিপজ্জনক।

খেলমা!

জলভরা চোখ দু'টো তুলে ধরলো খেলমা লরিমারের দিকে।

তুমি আমায় বিশ্বাস করো?

করি। কেন এ কথা বলছেন?

মনে তোমার কিসের কষ্ট বোলা আমায় খুলে।

কষ্ট? না, না—খেলমা লরিমারের ডান হাতখানা তার দু'হাতে
জড়িয়ে ধরলো : কোন কষ্ট নেই আমার। এক একসময় এক অদ্ভুত
আশংকা আমাকে অভিভূত করে ফেলে।

কেউ কি তোমাকে কিছু বলেছে?—লরিমার বললেন : তুমি তো
সে কথা ফিলিপকে বলতে পাবে।

না, না, তা হয় না।—খেলমা বললো : আপনি তো কাউকে
ভালবাসেননি—মন দেননি কাউকেই—কাজেই বুঝবেন কি ক'রে এই
মনের কথা। মন থাকে দেওয়া যায়, মনোকষ্ট তাকে দেওয়া যায় না যে।
আমার দুঃখ তাকে ব'লে তাকে ভাবানো, সে তো আরো দুঃখের কথা।
তাঁর মনের স্থখটুকু নষ্ট করবো আমি? তিলে তিলে মরবো বরং সেও
ভালো।

লরিমার বললেন : সত্যি, তুমি এমন বাস্তব জগতের জন্তে তৈরি
হওনি। অথচ ভাবি, কী ক'রে তুমি এই স্বার্থপর, ভয়ংকর পংকিল

সমাজের মধ্যে থেকে নিজেকে আজো আলাদা ক'রে রেখেচো।—লরিমার এবার খেলমার হাত ছ'খানা নিজের হাতের মধ্যে চেপে ধরলেন : অ'মার ভয় হয়, অনেকেই হয়তো তোমাকে ভুল বোঝে। হয়তো বা কেউ তোমাকে আঘাত ক'রেচে অ'তায় ক'রে !

এমন সময় ঘরে এলেন স্ত্রীর ফ্রান্সিস লেনক্স : খাবার টেবিলে আসবেন কি লেডি এরিংটন ?—ব'লেই থেমে গেলেন তিনি ।

লরিমারের হাত থেকে খেলমার হাত গেল খুলে : চলুন, যাই। বললো খেলমা ।

না, না, বরং আপনারা গল্প ককন।—লেনী বললেন : সত্যি, হঠাৎ এসে আপনাদের গল্পে বাধা দেওয়া অ'তায় হযেচে আমার ।

কিছু অ'তায় হয়নি। চলুন। আশ্রয় মিঃ লরিমার।—বললো খেলমা ।

লেনী এগিয়ে দিলেন তাঁর হাতখানা খেলমার দিকে। সৌজন্তের খাতিরে সে হাতে ভর দিয়ে খেলমা বেরুলেন লেনীর সঙ্গে। পাশে লরিমার ।

শরভের শুরুতে 'ম্যানর' আবার খালি হ'লো ।

অতিথিরা আগেই চলে গেছিলেন লগুনে। সহরে লোক তাঁরা, গ্রামে কয়েকদিন থাকা যায় মুখ বুজে, কিন্তু তার পবেই প্রাণ কাঁদে সহরের জন্তে ।

নভেম্বরের গোড়ায় মার্সিয়ার বিয়ে হ'লো। লর্ড এলজির সঙ্গে। সে বিয়ের বরের পিসি, কনের মাসি হ'লেন মিসেস রাস মার্ভিল। বাস্তবিক, ভদ্র মহিলার দূরদৃষ্টির জন্তে সম্ভবপর হ'লো এই বিবাহ ।

মার্সিয়াকে তিনি বলেছিলেন, অনেকদিন ধ'রে কোর্টশিপ চালানো বোকামি। পুরুষ জাতকে বেশি খেলাতে গেলে খেলো হ'য়ে যেতে হয়, আর হাত খোলা পেলেই উড়ে গিয়ে বসে অ'তায় ফুলে। বাঁধতে যখন

হবেই, বেঁধে ফেলাই ভাল। মার্সিয়া প্রবীণার উপদেশ মেনে নিয়েছিল, কাজেই লাভ করলো লর্ড এলজিকে, হ'লো লেডি—তার অনেকদিনের আশা।

ও অনেক বেগ পেতে হয়েছে আমাকে, ঐ দু'টিকে এক করতে। বললেন মিসেস মার্ভিল : কাজেই পাঁচশো গিনি এ কাজের পক্ষে মোটেই বেশি নয়।

কিন্তু দিয়েছেন টাকাটা ?—জিগ্যেস করলেন মিঃ রাস মার্ভিল, ভয়ে ভয়ে।

নিশ্চয়ই। কড়ায়-গড়ায় বকে পেয়েছি। এবারকার শীত থেকে পালাই চলো ইতালীতে। টাকাটা খরচ করা যাক মজা করে।

বেশ তো, কোন আপত্তি নেই!—আপত্তির কি থাকতে পারে ভৃত্যের বা গাধা বোটের!

কাজেই ইতালীতে বেড়াতে গেলেন তাঁরা। মার্সিয়া ও এলজি কন্টিনেন্টে গেলেন মধ্যমিনী ধাপন করতে। বো লাভলেস গেছেন কোমো-তে। লরিমার আর ডুপ্রে গেছেন চলে প্যারীতে। মানে, ইংলণ্ডের শীত থেকে পালালেন অনেকেই। র'য়ে গেলেন, এরিংটন আর খেলমা। এরিংটন ব্যস্ত হলেন আবার পার্লামেন্টের নির্বাচনের ব্যাপারে; তাঁকে সাহায্য করতে লাগলো নেভিল। লেডি উনপ্লেরও যান নি বাইরে—তিনি খেলমার সঙ্গেই কাটাতে লাগলেন প্রায় সময়। বাইরে থেকে মনে হ'তে লাগলো যেন এক বৃন্তে ছাঁটি ফুল। এরিংটন ভাবলেন, ভালোই হ'লো, খেলমা সঙ্গী পেলো একজন। কিন্তু ব্রিটা রাখলো সতর্ক দৃষ্টি ঐ মুখে-হাসি লেডি উনপ্লের উপর। হাসি দিয়েই কাজ হাসিল করতে চান ভদ্র মহিলা, ব্রিটা বুঝতে পারলো তা'। তাছাড়া ব্রিটা ভাব জমালো লেডি উনপ্লের পরিচারিকা লুইসা রেনোর সঙ্গে এবং ব্রিগ্‌স্-এর সঙ্গে।

খেলমা লগুনে ফিরে এসে নেভিলকে দেখে আশ্চর্য হ'য়ে গেল।
 চেনা যায় না। রোগো হ'য়ে গেছে। চুলগুলো সব গেছে পেকৈ।
 একটু ছুয়ে পড়েচে যেন। চোখ দু'টো উদাস, দৃষ্টি বিভ্রান্ত। খেলমার
 সঙ্গে দেখা হ'লে কোনরকমে ছ'চারটে কথা বলেই স'রে পড়ে।
 নিজেকে লুকোতে চায় সর্বদা।

মিঃ নেভিল কি অসুস্থ?—স্বামীকে জিগ্যেস করলো খেলমা।

হঁ।

কেন কি হয়েছে?

বেচারীর স্ত্রী তাকে ছেড়ে চলে গেছিলো কয়েক বছর আগে; কিন্তু
 তাতে সে দমেনি এতদিন। ভেবেছিল, আবার সেরে আসবে নেভিলের
 কাছে ফিরে। কিন্তু আর সে আশা নেই নাকি।

তাই নাকি?

হ্যাঁ।

আচ্ছ', তাকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়?

না।—ফিলিপ বললেন : তা ছাড়া ওনর মোংরা ব্যাপারে না থাকাই
 ভাল।

কিন্তু মিঃ নেভিলের জেতে কষ্ট হয় না তোমার?

হয়। কিন্তু উপায় নেই।

লেডি উনপ্লে প্রতিদিন খেলমার কাছে আসা-যাওয়া করতেন, কিন্তু
 আশাহত হচ্ছেন ক্রমেই। ফিলিপ আর ভায়লেট ভেরে-র কথাটা
 ফলাও ক'রে বলবার সুযোগ পাচ্ছেন না মোটেই। শেষে একদিন
 বলতে গিয়ে খেলমার কাছ থেকে উত্তর পেলেন চমৎকার।

খেলমা বললো : দেখ ক্লারা, স্বামীকে আমি অস্থির করিনি
 মোটেই। আর ওঁর নিজের মুখ থেকে এবিষয়ে কোন কথা

না শোনা পর্যন্ত কিছু ভেবে নেওয়াটা ভুল হবে। তাছাড়া ধরো যদি তিনি অল্প কাউকে ভালো বেসেই থাকেন—তাহলে বুঝতে হবে সে দোষ আমার।

তোমার! —আকাশ থেকে পড়েছিলেন ক্লারা।

কেন নয়? খেলমা স্নান হেসে বলেছিলেন : আমি তাঁকে তৃপ্তি দিতে পারিনি, সুখী করতে পারিনি, তাইতো তিনি গেছেন অল্প কোথাও একটু শান্তি পেতে, রাখী হ'তে। কল যতক্ষণ স্নগন্ধ বিলোম ততক্ষণই তার আদর।

এবম্ব অব কি বখা, থ'বতে পারে? চূপ করে গেছিলেন ক্লারা। তবু বলেছিলেন : তুমি স্বামীকে দেখা, ক'রে বেখেচো বটে, কিন্তু এয়ুগে শুভাবে চলাটা কি কি?

কী কববো ভাই, আমাদের দেশের শিক্ষাই যে ঐ রকম! স্বামীকে আমরা স্বামী বলেই ভক্তি করি, হাজ্জাবহ জীব ব'লে তাবতেও পারিনে হয়তো তোমাদের মনব মতন আমি নই—কিন্তু আমার মনের খতন ক'রে তাঁকে বন্দি পাই—তাই কি আমার সব চেয়ে বড় পাওয়া নয়?

ও মেয়েকে আর কি বলবেন তিনি? ওসব কথা আর না তুলে অল্প কথায় এসেছিলেন তিনি।

কিন্তু এটা তো মিথো নয়, ফিলিপের সঙ্গে রয়েছে ভায়লেট ভেরের গোপন সম্পর্ক—ক্লারা ভাবলেন। এবং এরকম ভাবা, সত্যি কথা বলতে কি, অত্যন্ত হয়নি তাঁর পক্ষে। ব্যাপারটা কানা ঘূসো হ'তে হ'তে অনেক কানেই গিয়ে পৌঁছেছে এবং যদিও ফিলিপের সামনে এসব নিয়ে কেউ কোনদিন আলোচনা করেনি তবে তার পেছনে যে অনেকেই হাসে—তা তো ক্লারার কাছে অজানা নেই।

একদিন সন্ধ্যায় লর্ড এরিংটন ডিনারের পর বেরুলেন তাঁর সেক্রেটারী নেভিলকে নিয়ে। যাবার সময় খেলমাকে বলে গেলেন, ফিরতে দেরি হবে, কাজেই যেন জেগে না থাকে খেলমা তাঁর জন্তে।

স্বামী চলে যাবার পর খেলমার হঠাৎ কি মনে হ'লো—বার করলো তার পুরোন চরকাটা। বসবার ঘরে ব'সে শুরু করলো সেটায় হুতো কাটা। সেই নরউইজান চরকার পুরোন শব্দ খেলমার শ্রোণে জাগিয়ে দিল অতীত দিনের মধুর স্মৃতি। তার ছোটবেলাকার কথা।

এমন সময় ভূত মরিস এসে খবর দিল—শ্রার ফ্রান্সিস লেনক্স এসেচেন দেখা করতে।

বলতে না বলতেই দেখা গেল লেনী ঢুকচেন বসবার ঘরে। খেলমা তাড়াতাড়ি চরকার টুল থেকে উঠে দাঁড়ালো, হেসে অভ্যর্থনা করলো তাঁকে।

লেনী খেমে গেলেন ঘরের মাঝখানেই। বললেন : কী আশ্চর্য, আপনাকে এভাবে চরকা কাটতে দেখবো আশা করিনি। ঠাকুমা, দিদিমাদের এ অভ্যাস আপনার আছে নাকি? চমৎকার তো!—নাটকীয় ভঙ্গীতে হাত পা নেড়ে বললেন : সত্যিই, আপনার গুণ যত প্রকাশ পাচ্ছে, ততই মুগ্ধ হচ্ছি।

খেলমা হাসলো : নিন, বসুন এখন। অত প্রশংসা করবার কিছু নেই।

লেনী বসলেন। বললেন : খা সত্যি, তাই বললাম।

খেলমা ঘুরিয়ে দিল কথা : আপনি এলেন, কিন্তু উনি বাড়ি নেই।

স্বামী আপনার বাড়ি নেই জানি।—লেনী হাসলেন : তাঁকে ব্রিলিয়েন্ট থিয়েটারের কাছে দেখলাম। তবু এলাম এখানে আপনার সঙ্গে একটু গল্প করতে।

লেনীর কথায় খেলমা অবস্তি বোধ করতে লাগলো। তবু ভক্ততার খাতিরে কিছু বললো না। বসলো পাশের সোফায়।

লেনী বললেন : চরকা কাটা বন্ধ করলেন কেন ? আপনার ঐ সোণালী চুল এলিয়ে দিয়ে চরকা কাটা দেখে মনে হচ্ছিল আমি রূপকথার দেশে এসেছি। রূপবতী রাজকন্যা যেন নিভূতে বসে আপন মনে কাটচে চরকা আর ভাবচে রাজপুত্রের কথা। কিন্তু হায়, আপনার রাজপুত্রটি এখন অন্ধ ফুলের মধু খাবার চেষ্টায় আছেন, তা বোধহয় জানেন।

আপনাকে এ খবর কে দিয়েছে ?—থেলমা লজ্জায় লাল হ'য়ে গেল। রাগও হ'লো তার।

লেনী হাসলেন : খবর সবাই জানে, কাউকে দেবার দরকার নেই আর। শুধু আপনিই জানেন না দেখছি। শুধু জানাজানি নয়, এ নিয়ে আমাদের ক্লাবে রীতিমত আলোচনাও হয়। অবশ্য, আপনার জন্তে সবাই চুপ প্রকাশ করে। এমন রত্নকে যত্ন করতে শিখলেন না উনি। সত্যি, আপনাকে দেখলে চুপ হয়।

চুপ হয় আমাকে দেখলে ?—থেলমা রেগে গেল : চুপ হয়, ঘরে বসে কাছন গিয়ে, আমাকে সে চুপের কথা না জানালেও চলবে। এবং দয়া করে আপনি আপনার ক্লাবের বন্ধুদের বলবেন, আমার জন্তে তাঁরা যেন অত না ভাবেন ! অতজনের দীর্ঘনিঃশ্বাস সহ্য করবার মত শক্তি আমার নেই জানবেন। আর জেনে রাখুন আপনি, আমার স্বামীকে আমি প্রাণের চেয়েও ভালবাসি এবং তিনিও ভালবাসেন আমাকে সর্বান্তঃকরণে। আমার মত সুখী বোধহয় এ পৃথিবীতে আর কেউ আছে কিনা সন্দেহ। ঐশ্বর্য, ভালবাসা, সম্মান সব পেয়েছি আমি, সব পেয়েছি।

লেনী হাসলেন : সত্যি আপনার বিশ্বাসকে আমার নষ্ট করবার কোন ইচ্ছেই নেই। তবু কর্তব্যের খাতিরে আপনাকে বলতে বাধ্য হচ্ছি—আর সব পেয়ে থাকতে পারেন আপনি, কিন্তু স্বামীর ভালবাসা থেকে আপনি কিছুদিন থেকে বঞ্চিত। যে ভালবাসা পাচ্ছেন, তা তাঁর অভিনয় মাত্র। কারণ সুন্দরী অভিনেত্রী ভায়লেট ভেরে-র মণাল বাহ-বন্ধনের মধ্যে

থেকে অল্প নারীর কথা, তা সে নিজের স্ত্রীই হোন—ভাবা একটু শক্ত, ভালবাসার কথা তো বলতেই চাইনে।

ও, থেলমা বললো : ভায়লেন্ট ভেরে-র বাহুবন্ধনে থাকলে মনের অবস্থা কেমন হয়, আপনারও জানা আছে দেখছি। দেখুন স্তার ফ্রান্সিস, আপনি এখন আমাকে একটু এফলা থাকতে দিলে বিশেষ বাধিত হবো। আমি অগ্রস্থ বোধ করছি, মাথা ঘুবে আমার—আপনি দয়া ক’রে—

আর বলতে পারলো না থেলমা। সোফার বসে ছিল সে, সেখানেই এলিয়ে পড়লো। অজ্ঞান হ’য়ে গেল থেলমা।

লেনী তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে ভেজানো দরজায় ছিটকিনি এটে দিয়ে সোফার পাশে হাটু গেড়ে বসলেন। সুন্দরী থেলমা অসহায় হ’য়ে শিঙব মতো ঘুমুচ্ছে যেন। আত্ম আশ্বস্তি ক্রান্তিতে মুদে আছে বুঝি। সুউচ্চ, স্তম্ভ বক্ষযুগল গৃহ ওঠা-নামা করচে, শ্বাস বইচে অতি ধীরে ধীরে। সৰু কোমরটি অপকণ্ডভঙ্গীতে বংকম, মাংসল উকর স্পষ্ট ইঙ্গিত তার পাতলা পেটাকের আড়ালে।

থেলমার জ্ঞান ফেরাবার জন্তে লেনী কোন চেষ্টাই করলো না। বরং নির্লজ্জ লেনীর আচরণে দেখা গেল জঘন্য প্রবৃত্তি। লেনী হ’হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলো থেলমার সৰু কোমর—টেনে নিলো নিজের বুকের মধ্যে তারপর ? লিখতে আমাদেরও ঘৃণা হয়—নির্লজ্জ চুষন করলো থেলমাকে। একবার নয়, দুবার নয়—বাববার।

এমন সময় থেলমার যেন জ্ঞান হ’লো। ভাবলো, বুঝি ফিলিপের আলিঙ্গনবন্ধ সে। কিন্তু চোখ খুলে দেখে—লেনী। তাড়াতাড়ি তাকে ঠেলে দিতে গেল। ছাড়ুন, ছাড়ুন আমাকে। একী হচ্ছে!

পাষাণী, দয়া করো।—লেনীর কণ্ঠে আবেগ।

আমাকে ছাড়ুন লীগ গীর।—থেলমা নিজেকে লেনীর কবলমুক্ত করবার চেষ্টা করলো। কিন্তু পারলো না।

লেনী নিজের বুকের মধ্যে থেলমাকে চেপে ধ'রে বললো : থেলমা, সোনাল দয়া করো, আমি তোমার জন্তে পাগল।—ব'লেই আবার চেপে ধরলো তাঁর ঠোঁট থেলমার ফ্যাকাসে গালে।

থেলমা চীৎকার ক'রে উঠলে,—যেন যন্ত্রণায়। লেনী হয়তো ভাবে ভিভোব ছিলেন, সেই সুযোগে থেলমা হঠাৎ কামড়ে দিলো লেনীর হাত। যন্ত্রণায় লেনী হাত ছেড়ে দিতেই এক হেচকাটানে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল পাষাণটার বামনার কবল থেকে। হাফাতে হাঁদাতে বললো : লজ্জা কবে না পরদীর গায়ে হাত দিতে ?

দাঁড়ানোর বাপ্তে লাগলো থেলমা। সোনালী চুলগুলো এলো এ ছড়িয়ে পড়েচে চাদের মত মুখখানিতে। চোখ দু'টি ভীত বিহ্বল!

লেনী বললো : লোডি এরিংটন, থেলমা—তোমার রূপমুগ্ধ আমি। তোমার চরণে আমার স্থান দাও রাণি, মগটুক আমার সৈন্যধ্বজের পিপাসা।

থেলমা ততক্ষণে অনেকটা সাহস দি'রে পেয়েচে। বললো : নিলজ্জ, বিশ্বাসঘাতক,—চমৎকার! শয়তান, বেরোও এখান থেকে। নইলে আমি বন্দি বাজাবো।—থেলমা বন্দির কাছে এগিয়ে গেল।

বুখা চেপ্টা করচো থেলমা—লেনী বললো : দরজায় ছিটকিনি দেওয়া। তোমার ডাকে ঘরে ঢুকতে পারবে না কেউ!

দরজা বন্ধ! ভয় পেলো থেলমা। এসে দাঁড়ালো বড় ভেনাস-এর ছবির কাছে, দেওয়াল ঘেঁসে।

হ্যাঁ বন্ধ। এসো থেলমা, বুকে এসো। কোনো ভয় নেই। জানো তুমি যখন অজ্ঞান হয়েছিলে আমি তোমার নরম গালে চুমু দিয়েছি অনেকবার—অন্ততঃ পঞ্চাশবার। তবু তবু যেন তৃষ্ণা মেটেনি আমার। তবে এইটুকু ভেবেই আমি সুখী হবো যে, আমার সে চুম্বন তুমি কোনদিনই তোমার ঐ লাল গাল থেকে মুছে ফেলতে পারবে না; পারবে না ভুলে যেতে যে, একদিন আমার এই ঠোঁট দুটি পেয়েছিল তোমার গাল

ছোঁবার সৌভাগ্য। এমন কি—যদি মনে করি, এখন এখনও আবার আমি সেই সুখভোগ করতে পারি—

বলেই লেনী এগিয়ে গেল খেলমাকে ধরতে। খেলমা প্রস্তুত ছিল; কাছে আসতেই যত জোরে পারে ঠাস্ ক’রে এক চড় বসালো তার গালে।

আচমকা চড় খেয়ে থেমে গেল লেনী। গালে হাত বুলাতে লাগল। খেলমা সেই সুযোগে—‘ভেনাস’-এব ছবির পেছনে একটা বোতাম টিপলো, দেওয়ালে একটু ফাঁক হ’তেই—ভিতরে খেলমা ঢুকে গেল। দেওয়াল বন্ধ হ’য়ে গেল।

একি ব্যাপার! লেনী অবাক হ’য়ে গেল। এমনটা যে হবে ভাবে নি। গালের জ্বালার সঙ্গে তার গায়ের জ্বালা দেখা দিল। এঃ, খুব পালিয়েচে তো! এই ছিল, এই নেই? তাড়াতাড়ি দেওয়ালটার কাছে গিয়ে ছবির পেছনে অনেক খোঁজা খুঁজি করলো গোপন বোতামটি পাবার জন্যে—কিন্তু হতাশ হ’তে হ’লো তাকে। ভাবলো, পাখী যখন এ যাত্রায় পালিয়েছেই, তখন আর ওখানে দাড়িয়ে থাকে বোকামি। তাড়াতাড়ি ঘরের ছিটকিনি খুলে দিয়ে ঘন্টি ধ’রে টানলো।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উপস্থিত হ’লো মরিস : ডেকেচেন আমাকে?

হ্যাঁ, একটা গাড়ি ডেকে দাও।

চ’লে গেল মরিস। লেনীও ঘর থেকে বেরিয়ে এলো হলে। টুপি আর ওভারকোটটা নিয়ে সদরে এসে দাঁড়ালো। সামনেই একটা গাড়ি পাওয়া গেছিলো, মরিস সেটা ডাকতেই লেনী তার হাতে একটা শিলিং গুঁজে দিয়ে থটখট ক’রে গাড়িতে গিয়ে বসলো।

মরিস সেলাম দিল। পোষাকে-ভদ্রলোক যেদ্বিজে গেলো চমৎকার গাভীৰ বজায় রেখে। গাড়ি ছেড়ে দিল।

গাড়ি গিয়ে দাঁড়ালো ক্রমওয়েল রোডে একটা বাড়িতে।

লেনী তাড়াতাড়ি নামলো। দরজা বন্ধ। হস্টি দিলো। দরজা খুলে দিল এক তরুণী পরিচারিকা।

মিঃ স্নোলে গ্রাবস্ আছেন ?

আছেন। ভিতবে পার্টিতে ব্যস্ত।

ঠিক আছে, এই কার্ডখানা তাঁকে দাও, বলো অপেক্ষা করছেন তিনি।
আম্বন ভিতবে।

লেনী ভিতরে যেতেই দরজা বন্ধ ক'বে দিল পরিচারিকা।

বসবার ঘরের আর্মিচারি নিজেই ছায়া পড়তে লেনী দেখলো, গালটা লাল হ'য়ে গেছে। উঃ, তেজ আছে মেয়েটার। যাক দেখি। টেবিলে কাগজ পেঙ্গিল ছিল। থস্ থস্ ক'রে কী যেন লিখতে লাগলো লেনী।

একটু পরেই মিঃ গ্রাবস এসে হাজির। গোলগাল চেহারা। মুখখানা হাসি হাসি : ঋবে, আপনি ? আম্বন না উপরে পার্টিতে ? অনেক মেয়েরা এসেচে

আজ একটু তাড়া আছে। বিছু মনে করবেন না।—লেনী বললো : আমি এসেছিলাম, আপনাব 'সর্প' পত্রিকার জন্তে একটি চমৎকার খবর নিয়ে। এই নিন কাগজ—এতেই সব লেখা।

মিঃ গ্রাবস্ কাগজের টুকরোটা হাতে নিয়ে প'ড়ে বললেন : সত্যিই একটা ছাপাবার মত খবর। তবে খবরটা ঠিক তো ?

বাজে খবর দিই আমি কখনো ?

না, না, তা নয়। মানে জিগোস ক'রে নিলাম। এসব বিষয়ে আপনার খবর পাকা, তা আমাদের ভালোই জানা আছে।

আচ্ছা, তবে চলি। তবে হ্যাঁ, এই খবরটা ছাপা হ'লে ঐ সংখ্যার একশ'খানা কপি আমাদের দিতে হবে কিন্তু।

নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।—লেনীর পিঠ চাপড়ে দিলেন মিঃ গ্রাবস্।

কিন্তু ছাপাতে ভয় পাবেন না তো ?

ভয়? এ শর্মা সত্যি কথা ছাপাতে ভয় পায় না। সেজ্ঞে জেলে
যেতে হয় সেও স্বীকার।

ওড়্।

চলুন আপনাকে এগিয়ে দিই।

দরকার নেই। গাড়ি বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, আমি চলি। আপনি
বান আপনার পার্টিতে।

লেনী চলে গেল। তার গায়ের জ্বালা জ্বল হ'য়ে গেল। কিন্তু গালের
জ্বালা? গালে হাত বুলালো লেনী : উঃ এখনো জ্বলচে যেন।

গাল জ্বলচে খেলমারও।

ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে খেলমা অশান্তপায়ে। পাঙ্গা, শবতান।
থর থর কাঁপচে তার দেহলতা। নিজেকে অপবিত্র মনে হচ্ছে যেন।
শবতানের ছোঁয়া লেগেচে তার গায়ে। শবতানটা কোথায়? চলে গেছে
তো! ঘটি দিল খেলমা।

এলো ত্রিটা। খেলমা বললো : তার লেনীও চলে গেছেন?

হ্যাঁ!

মরিসকে বলো, আর যেন তাঁকে এ বাড়িতে ঢুকতে না দেয়!

আচ্ছা।—আর কিছু জিগ্যেস করলো না ত্রিটা। দরকার কি?
ক্রোকেন রাগ করবে।

কিন্তু খেলমা বললো : লণ্ডন আমার ভাল লাগচে না ত্রিটা। বিশী,
বিশী। আচ্ছা, যাও এখন, শোও গিয়ে। আমিও শুই।

ত্রিটা চলে গেল। বুঝলো ক্রোকেন তার দুঃখ পেয়েচে কোন কারণে।
কিন্তু জিগ্যেস করে লাভ নেই।

খেলমা শুলো। কিন্তু চোখে ঘুম নেই। ঘুমের কি দোষ? এ
অবস্থায় ঘুম আসে কখনো—অন্ততঃ স্বাভাবিক মাহুঘের চোখে? ওঁকে

বলবো সব ? বললে, লেনীকে আচ্ছা শিক্ষা দেবেন—এটা ঠিকই। কিন্তু উমিও তো পাবেন মনে কষ্ট। ভেঙে পড়বেন উনি। কিন্তু শয়তানটার শাস্তি পাওয়াও তো উচিত। নইলে অত্মায় হবে। সাত-পাঁচ ভাবতে লাগলো খেলমা। ভাবতে ভাবতে মাথাটা ধরে উঠলো যেন।

এমন সময় সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। ঐ যে উনি আসছেন আর সঙ্গে বোধ হয় নেভিল। ই্যা দু'জনের কথা কানে এলো তার। চাপা গলায় কথা হচ্ছে :

আমার মনে হয় খেলমা একদিন জানতে পারবে সবই, কাজেই আগে থেকেই বলা ভাল।

না, না, তা করবেন না। এসব ব্যাপার তাঁর কানে তোলা ঠিক হবে না।

খেলমা সব শুনলো নিজের কানে।

চোখ বুজে প'ড়ে রইলো সে। মাথা ঘুরচে তার।

পরদিন সকাল।

ঘন কুয়াশায় ঢেকে গেছে লণ্ডন নগরী। রাত্তার আলোগুলো তখনও জ্বলচে। স্নান। পথে বরফ। হিম-কাতর নগরী যেন শীতে কুঁকড়ে আছে।

লর্ড এরিংটন ঘুম থেকে উঠেচেন। মাথাটা ধ'রে আছে তাঁর। তার উপর ঐ স্নান আবহাওয়া দেখে মেজাজটা তাঁর আরো বিগড়ে গেল। ভবু এসে বসলেন চাহের টেবিলে। এলো খেলমাও।

এমন সময় এক টেলিগ্রাম আসায় মেজাজটা গেল রীতিমত খিঁচড়ে।

খেংখেরি !—খেলমাকে বললেন : এই ছাথো, পার্লামেন্টের নির্বাচনের ব্যাপারে আমাকে নাকি যেতে হবে মিডল্যাণ্ড সহরগুলোয়। হয়তো রাজে ফেরাই যাবে না। তুমি কি করবে বলো তো ? ক্লারার ওখানে গিয়ে থাকবে রাজে ?

না।—খেলমা বললো : বাড়িতেই আমি থাকতে পারবো, কোন অসুবিধে হবে না।

এরিংটন বললেন : ভাবচি, এসব রাজনীতি কিত্তি ছেড়ে দেবো। আমি না থাকলেও দেশ ঠিকই চলবে।

ও কথা বলচো কেন?—খেলমা বললো : আমার জন্তে তুমি কিছু ভেবো না। আমিও চাই, তোমার উন্নতি হোক।

অতএব লর্ড এরিংটন নিশ্চিত হ'য়েই তাঁর সেক্রেটারীকে নিয়ে রওনা হ'লেন বেলা দশটা নাগাদ। খেলমা বাড়ির কাজকর্ম যা বাকে বলে দেবার ব'লে দিয়ে বেরুলো মিসেস লরিমারের সঙ্গে দেখা করতে। ইচ্ছে, তাঁর সঙ্গে একবার লেনীর বিষয়ে আলোচনা করতে হবে। খেলমার মনে ভায়লেট ভেরে-র ব্যাপারটা বতই আঁকড়ে বসতে চাইছিল—সে ঘেন ততই শক্ত হচ্ছিল মনে মনে। বেড়ে ফেলবার চেষ্টা করছিল মনের বিষাদ!

লেডি উনপ্লের মাথায় ঘুরছিল তখন অত্যন্ত মতলব। তিনি লেনীর কাছ থেকে একটা টেলিগ্রাম পেয়েচেন একটু আগেই। কিন্তু দেখা গেল সেটা তিনি ছমড়ে মুচড়ে ফেলে দিলেন বাজে কাগজের বুড়িতে। অবশ্য, সেটা তাঁর স্বযোগ্যা পরিচারিকা লুইসা এক ফাঁকে সরিয়ে ফেললো এবং রেখে দিলো নিজের কাছে সময়মত প'ড়ে কোন গুপ্ত সংবাদ বার করবার আশায়। লেডি উনপ্লে আদেশ দিলেন ক্রহাম গাড়িখানা বার করতে এবং মনিব্যাগের মধ্যে তাড়াতাড়ি ক'রে গুঁজলেন একতাড়া নোট। লুইসাকে বললেন মনিব্যাগটা তাঁর ভ্যানিটি ব্যাগের মধ্যে ভরতে। তিনি ব্যস্ত হ'লেন সাজ সজ্জা করতে। লুইসা স্বযোগ ছাড়লো না। ভ্যানিটি ব্যাগের মধ্যে মনিব্যাগ ভরবার সময় মনিব্যাগটি অদ্ভুত কৌশলে খুলে কয়েকখানা নোট সরিয়ে ফেললো।

লেডি উনপ্তে গাড়িতে উঠে বললেন ব্রিগস্কে : ব্রিলিয়ান্ট থিয়েটার !
 . কোথায় ?—ব্রিগস্ আবার জানতে চাইলো ।
 চ'টে গেলেন লেডি : কালা নাকি ? চালাও ব্রিলিয়ান্ট থিয়েটার ।
 যে আন্তে !
 গাড়ি চললো ব্রিলিয়ান্ট থিয়েটারে দিকে ।

ব্রিলিয়ান্ট থিয়েটারের তখন অভিনয়ের মহড়া চলচে ।
 থিয়েটারের হলঘরের সঙ্গে সাজঘরের কোন মিল নেই । বরং
 ঠগ্টা । চারিদিকে সোন-সিনারীর দড়া-দড়ি, আলোক সম্প্রাতির ব্যবস্থা,
 টি ও তার । এখানে ওখানে সিগ্রেটের শেবটুকু, মদের বোতলের
 ছিপি, লেবুর খোসা, আরো কত কি ? এখানে একথানা কাঠ উঁচু হ'য়ে,
 কংবা ওখানে একটা দড়ি ঝুলে । সাবধানে ঘোরা ফেরা না করলেই
 হাচট খাবার ভয়—গলায় দড়ি বেধে যাবার আশংকা ।

অভিনেত্রী হিসাবে ভায়োলেট ভেরে-কে পাবার পর থেকে ব্রিলিয়ান্ট
 থিয়েটারের কপাল ফিরে গেছে । লাস্তময়ীর অমন মন মাতনো নাচ
 যার গানে লগুনবাসীরা যাকে বলে তর-রু ! অতএব ভায়োলেট হচ্ছেন
 কতৃপক্ষের মাথার মণি ! আর ভায়োলেটও বোধে তা' । তাই তাদের
 উপর যতটা পারে আকার আর হুকুম যেখানে যেটা চলে চালিয়ে নেয় ।
 আর নেবেই বা না কেন ? যুবকরা যার একটু কটাক্ষের জ্বলে লালায়িত,
 উটকরা যার পায়ে সবস্ব ঢালতে উদগ্রীব, লর্ডরা যার দরজার গোড়ায়
 নাক্ষাৎ প্রার্থী—তার আচরণে সব কিছুই শোভা পায় ।

যে দৃশ্যে মহড়া দিচ্ছে ভায়োলেট, সেটি একটি উজ্জ্বল দৃশ্য । একটি
 গাছ খাড়া করা হয়েছে রক্তমঞ্চে । ভায়োলেট তারই একটা ডালে ব'সে
 আছে পা ঝুলিয়ে, হেলান দিয়ে । পোষাক তার যথারীতি অতি স্নায়
 নগ্ন পা দু'খানা নাচাচ্ছে আপন মনে । আড় চোখে দেখতে এদিক-ওদিক

আর হাসতে একে শুকে দেখে। হাসি। যার দিকে চেয়ে হাসতে ভায়োলেট, সে যেন বসে যাচ্ছে। তা' সে থিয়েটারের ম্যানেজারই হোক, আর সামান্য বেহালা বাজিয়ে বুড়োটাই হোক। ভায়োলেটের হাসি বাসি হয় না কখনো।

বুড়ো বেহালা বাজিয়েকে ডাকলো ভায়োলেট : শোনো, শোনো টমি, এদিকে এসো।

ভায়োলেট ডাকচে ! বুড়ো তো গলে গেল। একগাল হেসে তাড়াতাড়ি ছুটে এলো তার কাছে, ভাবটা : দেবি, হুকুম করো।

ভায়োলেট বললো : যাও, আমার জন্যে একটু মদ আনো। তাড়াতাড়ি।

বুড়ো ছুটলো থিয়েটারের হোটেলের মদ আনতে।

এই সময় রঙ্গমঞ্চে ঢুকলো একজন লালমুখো মোটা ভদ্রলোক। তার পেছনে একদল মেয়ে—ব্যাল গার্ল। অর্জনয় পোষাকে সেজেচে সবাই।

কৈ, দাঁড়াও সব সারি দিয়ে। হয়েছে ? হ্যাঁ, এইবার। এক-তুই-তিন্!—মোটা ভদ্রলোক গাছের ডালের তলায় দাঁড়িয়ে নাচ শেখাতে শেখাতে হঠাৎ বুঝি খেয়াল হ'লো, বললো : মিস ভায়োলেট কোথায় ? তাঁকে দেখছি নে তো !

এই যে আমি !—ব'লেই ভায়োলেট গাছের ডাল থেকে নেমে সোজা ঝুটকো ভদ্রলোকের কাঁধে। দুই উরু দিয়ে তার গলা জরিয়ে ধরলো। ছহাতে তার চুলের মুঠি ধরে মাথাটা চেপে ধরলো নিজের বুকে।

ডাক্তার মাষ্টার তো প্রথমে হকচকিয়েই গেছিলো। কিন্তু যখন দেখলো আকাশের চাঁদ একেবারে তার কাঁধে, তখন তার বুকখানা ক্লে উঠলো বোধহয় দশহাত। কাঁধে তো ভাল, ভায়োলেট যদি জুতো শুদ্ধ পায়ে মাথায় দাঁড়িয়ে খটখটিয়ে ট্যাপড্যান্স করতো তা হ'লেও বোধহয় মাথার যন্ত্রণা ভুলে দাঁত বার করে হাসতো ঐ ডাক্তারমাষ্টার। তা, অতটা না হোক,

খানিকটা জিমনাস্টিক দেখালো ভায়োলেট। অদ্ভুত কণ্ঠালিঙ্গন ছেড়ে ভায়োলেট হঠাৎ তার ছ'কাঁধে ছুঁপা দিয়ে সোজা হ'য়ে দাঁড়ালো। বললো : মাণিক আমার ফেলো না যেন, ম'রে যাবো।

না, গো না, ভয় নেই।

এতক্ষণ ভায়োলেটের ঐ কাণ্ড দেখে ব্যাল-মেয়েরা হেসে লুটিয়ে পড়ছিল, আশে পাশের পুরুষরা ডব্লিংমাষ্টারের সৌভাগ্য দেখে জলে মরছিল হিংসেয়, অবশ্য মুখে তাদের হাসি ছিল ঠিকই।

ভায়োলেট বললো : সোনা, কাল তোমায় চমৎকার একজোড়া স্যুট কিনে দেব। পরলে, তোমার বৌ পর্যন্ত তোমাকে চিনতে পারবে না।... কী গো, লাগচে না তো ?

না, না।

না বাবা, নেমে পড়ি। একে কাঁধে বৌ, তার উপরে আমাকে সইতে পারবে কেন ?—ব'লেই ঝপ্ ক'রে নেমে পড়লো কাঁধ থেকে। বুড়ো বেহালা বাজিয়েকে মদ আনতে দেখে তার হাত থেকে মদের মগ্ কেড়ে নিয়ে ঢক ঢক ক'রে পান করতে লাগলো ভায়োলেট—মাছ যেমন ইঁা ক'রে ক'রে জল গেলে, তেমনি।

আঃ !—ভায়োলেট একটা আরামের নিঃশ্বাস ছাড়লো : গলাটা ভিজলো

জুঁকপে। ও : যেন মরুভূমি হ'য়ে গেছলো।

ডাব্লিংমাষ্টার ভয়ে ভয়ে বললো : মদটা পরে খেলে হ'তো না—নাচের পরে ?

ওঃ, ভারি আমার মদরে !—ভায়োলেট বললো : এ মাদী মদের জালা জানো না। ওসব উপদেশ তোমার ঠাকুমা দিদামাকে দিয়ে। নাও, চালাও—নাচ ! ভাবচো পা টলবে ?—দেখো, এ ষ্টেজ টলবে, নাচ দেখে তোমরা টলবে, তবু আমি টলবো না।

টমী দেখলো, এখুনি ভায়োলেট নাচ শুরু করবে, কাজেই তাড়াতাড়ি বললো : মিস ভায়োলেট, আপনাকে একটা কথা বলবার আছে ?

কী ? ব'লে ফেলো ।

একটি মহিলা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান ।

মহিলা ?—ভায়োলেট অবাক হ'লো : আবার মহিলা ফহিলা এখানে কেন বাবা ! আমার সঙ্গে সব মহিলারাই আসে দেখা করতে জানি । যাও, বলোগে, তিনি রিহার্সে'লে ব্যস্ত, একটু বসতে হবে ।

টমী চলে গেল । ভায়োলেট শুরু করলো নাচ ।

পা ছুঁড়ে ছুঁড়ে ঘুরে ফিরে নানান ভঙ্গীতে নাচতে লাগলো সে । ঘন ঘন হাততালি পড়তে লাগলো চারদিক থেকে । পুরুষরা সবাই যেন ভাবে গদগদ । ব্যালে-মেয়েরা অবাক হ'য়ে দেখতে লাগলো, আর ভাবতে লাগলো : আহা, অমন যদি নাচতে পারতাম !

টমী ততক্ষণে সেই মহিলাকে বসিয়ে রঙ্গমঞ্চে ফিরে এসেচে । ভায়োলেট নাচ শেষ ক'রে তাকে বললো : মহিলাটিকে মিনিট দশেক পরে আমার সাজঘরে নিয়ে এসো !

দশ মিনিটের মধ্যেই মিস্ ভায়োলেট ভেরে নিজের ঐ নাচের-পোষাক খুলে ফেলে কালো ভেলভেটের গাউন পরলো । তার গলার হাতা স্পেনীয় লেস্ লাগানো । পার্শ্ব পাউডারে ভায়োলেটের মুখ ফ্যাকাসে গায়ে উগ্র স্ফঙ্গী । ভায়োলেট একটা ইজিচেয়ারে শরীর এলিয়ে শুয়ে একটা বই খুলে পড়বার ভান করছিল । সেই সময় ঘরে ঢুকলেন লেডি উনপ্লে ।

ভায়োলেট ঘাড় বেঁকিয়ে ঈষৎ হেসে বললো : আপনাকে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করতে হ'লো ব'লে ক্ষুণ্ণিত !—মনে মনে বললো : বাবা, একে দেখতে বড় ঘরের গিন্নী ! এখানে কেন ?

লেডি উনপ্লে বললেন : না না, তাতে কি হয়েছে। আপনি নিশ্চয়ই
কাজে ব্যস্ত ছিলেন।—তিনিও মনে মনে বললেন : ই্যা সুন্দরী বটে।
পুরুষের মাথা ঘুরিয়ে দেবার মতই রূপ আছে মেয়েটার।—এর আগে
ভায়োলেটকে তিনি দূর থেকেই দেখেচেন। আজ কাছে এসেও তাঁর ধারণা
বদলালো না মোটেই।

লেডি উনপ্লে নিজের কার্ডখানা ভায়োলেটের হাতে দিয়ে বললেন :
এই আমার কার্ড। অবশ্য আপনার মত বিখ্যাত নই আমি।...।
এখানে বসতে পারি কি ?

বহন !

পাশের একটা চেয়ারে বসলেন লেডি উনপ্লে। যেচে বসতে হ'লো
নিজেকেই। ভায়োলেটের কাছে লেডি উনপ্লে'র মান নেই, কাজেই কিছু মনে
করা ভুল। বুদ্ধিমতী ক্লারা তাই অভিমান করলেন না। গরজ তাঁর।
এখানে মান-অভিমানের পালা গাইবার জায়গা নেই। বিশেষ ক'রে
মেয়েদের কাছে মেয়েদের ও পালা অচল।

লেডি উনপ্লে বললেন : যদি কিছু মনে না করেন, একটা প্রশ্ন করতে
পারি ? আপনি লর্ড ফিলিপ ক্রস এরিংটন নামে কোন ভদ্রলোককে
চেনেন ?

ভায়োলেট হাসলো। কটাক্ষ হেনে বললো : চিনি।

তিনি আপনার কাছে আসেন ?

প্রায়ই।

আমি এসব প্রশ্ন করছি ব'লে মনে কিছু করবেন না।—লেডি
বললেন।

কিন্তু ভায়োলেট ঝাঁকিয়ে উঠলো : আবার কেঠো ভদ্রতা শুরু করলেন ?
করে যান না প্রশ্ন যা ইচ্ছে আপনার। অবশ্য আমিও উত্তর দেবো
আমার ইচ্ছেমত।

লেডি উনপ্লে এবার অপমানে লাল হ'য়ে উঠলেন। তবু বাইরে প্রকাশ করলেন না কিছু। শুধু বললেন : স্ত্রীর ক্রাসিস লেনজ আমাকে সেদিন বলছিলেন—

ভায়োলেট ব'লে উঠলো : লেনীকে চেনেন নাকি !

হ্যাঁ।

আরে, সে তো আমারও বন্ধু, প্রাণের বন্ধু। আপনারও বৃষ্টি !
বেশ, বেশ !

আবার লাল হ'য়ে উঠলেন লেডি উনপ্লে। উঃ কী অসভ্য মেয়েটা।
কিন্তু উপায় নেই। কিল চুরি করতেই হবে।

ভায়োলেট বললো : লেনী ছোঁড়াটা বেশ। কখনো গায়ে মেখে
থাকে, কখনো বা পায়ে জড়িয়ে থাকে।—ভালকথা, আপনি লর্ড
এরিংটনের বিষয়ে কী জানতে চান ?

মানে, তাঁর এখানে আসবাব কারণ কি ?

তিনি আমার এক ব্যাপারে নাক গলাতে আসেন প্রায়ই।

কী ব্যাপারে জানতে পারি ?

আজ্ঞে না। তবে জেনে রাখুন, ঐসব আদর্শবাদী লোকগুলোকে
আমি ছুচোক্ষে দেখতে পারিনে।

লেডি উনপ্লে হতাশার স্বরে বললেন : আপনি তাহলে তাঁকে পছন্দ
করেন না ?

মোটাই না।—ব'লেই হঠাৎ সোজা হ'য়ে উঠে ব'সে পাশের ডয়ারটা
থেকে টেনে বের করলো একখানা চিঠি : এই দেখুন না, সেদিন আমাকে
একখানা চিঠি লিখেচে যা-তা অলুনয় ক'রে।

লেডি উনপ্লে ব্যগ্রহাতে চিঠিখানা নিলেন, পড়লেন। হ্যাঁ, এরিংটনের
হাতের লেখা। বড় বড় সোজা সোজা অক্ষরগুলো।

চিঠিখানা আমি পেতে পারি মিস ভেরে ?

ভায়োলেট হাসলো : কেন চিঠি দেখিয়ে তাকে ঠাট্টা করবেন বুঝি ?
কিন তাই । সত্যি আপনার ব্যাপারে নাক গলানো লর্ড এরিংটনের
পক্ষে অত্যায । যদি চিঠিখানা দেন তো—

কৌ হ'লো থেমে গেলেন কেন ? বলে ফেলুন, বলে ফেলুন !

মানে তাহ'লে কিছু—

নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই ! কিছু দেবেন, এই তো ! এতে আর আপত্তির
কি ! বার করুন কিছু !

লেডি উনপ্লে কয়েকখানা নোট তাঁর মনিব্যাগ থেকে বার ক'রে
ভায়োলেটের হাতে দিলেন । ভায়োলেটের মুখে হাসি । বললো : বা :
চমৎকার । এরকম চিঠির বদলে টাকা পাওয়া যায় যদি, তবে
আপনাকে আরো চিঠি দিতে পারি । অনেকের কাছ থেকে পাওয়া অমন
চিঠি আমার বাজে কাগজের ঝড়িতে বহুৎ আছে । নেবেন ?

না, অল্পের চিঠি দরকার নেই আমার । এই চিঠির জন্তে ধন্যবাদ
আপনাকে । আচ্ছা, উঠি এবার ।

উঠবেন ?—ভায়োলেট জড়িয়ে জড়িয়ে বললো : আচ্ছা উঠুন তা'
হলে । গুডবাই ।

লেডি উনপ্লে বুঝলেন, মেয়েটা মদ খেতে । আর তার কাছে
বেশিফণ ব'সে থাকার ঠিক হবে না । আর কাজ যা হবার হ'য়ে গেছে ।
ক্লারি বিদায় নিয়ে চলে গেলেন ।

ভায়োলেট হাসলো মনে মনে : লেডি নির্ঘাত এসেছিল কোন বদ
মতলবে । করুক গে যা ইচ্ছে । আমার কি ? এরিংটন যদি বিশদে
পড়ে, আমার ব'য়ে গেছে । লোকটা যেমন আমার ব্যাপারে নাক গলাতে
যায়, তেমন উচিৎ শাস্তি হবে তার ।—ভায়োলেট নোটগুলো গুনে দেখলো :
কুড়ি পাউণ্ড ! বা খাসা ব্যাপার তো ! এক টুকরো চিঠির জন্তে কুড়ি
পাউণ্ড । কার মুখ দেখে উঠেছিলাম আজ !—ভাবতে লাগলো ভায়োলেট ।

এমন সময় দরজায় শব্দ হ'লো : টুকটুক !

কে ? ডেতরে এসো ।

টমী ঢুকলো ভিতরে ।

কী চাই ?—ভায়োলেট জিগ্যেস করলো ।

টমী বললো : বোয়ের অস্থখ—যদি, যদি মানে—কয়েকটা টাকা পেতাম—

আর বলতে হ'লো না । ভায়োলেট তেড়ে ফুড়ে উঠে দাঁড়ালো ।
হাতের মুঠির মধ্যে টাকা । বললো : টাকা ? টাকা কোথায় পাবো ?
আর তোমার বোয়ের অস্থখ, তা আমি কী করবো ? টাকা যদি পকেটে
না থাকে—তার বিয়ে করতে সাধ যায় কোন লজ্জায় ? বাও, ভাগে
হিঁয়াসে—টাকা ফাকা হবে না এখানে । ফের চাইলে—ম্যানেজারকে
ডাকবো । বলবো, ব্রিলিয়ান্ট থিয়েটারে ভিক্ষুকদের উৎপাত হয়েছে ।

টমী দেখলো বেগতিক । তাড়াতাড়ি চলে গেল সেখান থেকে ।

গাড়িতে বসে লেডি উনপ্রে ভাবছিলেন : ফিলিপের সঙ্গে ভায়োলেটের
কোন অবৈধ সম্পর্ক নেই সত্যিই, তবে চিঠিখানা কাজে লাগানো যেতে
পারে । চিঠিখানা খুলে পড়তে লাগলেন তিনি :

“তোমায় আবার অনুন্নয় করচি, আমার কথা শোনো । এতে তোমার
সন্মান বাড়বে ছাড়া কমবে না । টাকা ? টাকার ভাবনাও তোমার
থাকবে না । অন্ততঃ আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি । ওভাবে জীবন
কাটিয়ে লাভ কি বলো ? যে তোমায় একদিন ভালবেসেছিল,
আজো ভালবাসে এবং তোমাকে না পেয়ে জীবন ব্যর্থ বলে মনে

করে তাকে তুমি এমনি নিষ্ঠুর, ভালবাসতে পারো না? আর
একবার ভাবো। আমি তোমার অপেক্ষায় রইলাম।

ইতি—রুস্‌ এরিংটন

লেডি উনপ্লে ভাবতে লাগলেন : চিঠিখানা যখন এমনভাবে লেখা,
তখন স্বীকার করতেই হবে ফিলিপ ভায়লেটের প্রেমে হারুডুবু খাচ্ছে আর
ঐ মেয়েটা তাঁকে আমল দিচ্ছে না। কিন্তু কেন? ব্যাপার কি?
ফিলিপ তো ভায়লেটের অযোগ্য নয়। যাক্, চিঠিখানাকে দেখাতে হবে
খেলমাকে। এই চিঠিই প্রমাণ করবে, ফিলিপ ভায়লেটকে ভালবাসে।
আর, এইটুকু জানতে পারলেই খেলমার অবস্থা কাহিল!

লেডি উনপ্লে নরম ঠোটে কটে উঠলো কঠিন জব হাসি!

মিসেস লরিমার একটা নোফায় ব'সে মোজা বুনছিলেন। তাঁর ছেলের
জন্তে কিছু করতে পারলে বৃদ্ধির প্রাণে আনন্দে আব ধরে না। পাশের
নোফায় খেলমা। খেলমা লেনীর ব্যাপার অকপটে সব বলেচে খুলে—
এমন কি সে তাকে অজ্ঞান অবস্থায় অপমান করেছে, সে কথাও বাদ
দেয় নি। তবে ফিলিপ আর ভায়লেটের বিষয়ে ধৈর্য কথ। সে লেনীর মুখে
শুনেচে, তা বলেনি মিসেস লরিমারকে।

মিসেস লরিমার সব শুনে বললেন : ফিলিপ এলে ব'লে দিয়ে সব।
বলা উচিত। বদমাইসটাকে চিট্ করবে'খন ফিলিপ। লক্ষ্মীছাড়টার
শাস্তি পাওয়া উচিত। অবশ্য, তুমিও তাকে চড় মেরে ভালই
করেচো।

খেলমা স্নান মুখে বললো : সত্যি, আমার জন্তেই ওঁকে এক গোলমালে
পড়তে হবে। আমার লজ্জাই করচে।

এ কথা বলচো কেন খেলমা?

সত্যি মিসেস লরিমার, আমার মনে হয় সেই গল্পের কথা। ঐ যে বাজা বিয়ে করলেন এক ভিখারীকে। ওঁর এত যে ঐশ্বর্য, ওঁসবের কোন মূল্যই যেন আমার কাছে নেই। গরীবের ঘর থেকে এসেছি, অথচ এত ঐশ্বৰ্যের মধ্যে থেকেও যেন প্রাণে আনন্দ পাইনে। মন ভ'রে ওঠে শুধু—যখন উনি থাকেন আমার কাছে। উনি কাছে থাকলে আমি যেন আর কিছু চাইনে—বোধহয় গাছতলাতেও বাস করতে পারি মনের আনন্দে। তবে আমার মনে হয় কি জানেন ?

কি ?

মনে হয়, আমি বোধহয় আমার স্বামীকে স্ত্রী করতে পারিনি। তিনি বোধহয় আমার মধ্যে আর কোন বিশেষত্ব খুঁজে পান না।

মিসেস লরিমার বললেন : এসব তোমার ভুল ধারণা খেলমা।

কিন্তু, ক্লারা তো বলে, পুরুষেরা প্রায়ই স্ত্রীদের উপর বীতশ্রদ্ধ হ'য়ে পড়ে আসন্দ খোঁজে অস্ত্রত।—বললো খেলমা।

মিসেস লরিমার বললেন : ও, তুমি বুঝি ঐ ক্লারাব কথা শুনে ঐ সব ভাবচো। ওঁর কথা ছেড়ে দাও। ও বড় ঘবেব ব'শে যাওয়া বো। ওঁদের হাল চালই আলাদা। ওরা জীবনে কোনদিন সুখ পায় না। স্ত্রীর পেছনে ঘুরে বেড়ায়—যেমন ঘুরে বেড়ায়, আলোর পেছনে মানুষ। তোমার প্রেম পবিত্র, তোমার শিক্ষার মধ্যে কোথাও ফাঁক নেই। তোমার স্বামীর মত স্বামী হয় না কারোর। সেও তোমায় ভালবেসে নিশ্চিন্ত। তুমি বলচো এরিমধ্যে ফিলিপের ভালবাসা শিথিল হ'য়ে গেছে ? না, না। জানো আমরা স্বামী-স্ত্রীতে পঁচিশ বছর একসঙ্গে দর করেছি, প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছি পরস্পরকে। যেদিন উনি গেলেন, আজো মনে আছে, তাঁর হাতখানা ধরা ছিল আমার হাতের মধ্যে। তবু ধ'রে রাখতে পারলাম না তাঁকে। ইচ্ছে হচ্ছিল, আমিও চ'লে বাই তাঁর সঙ্গে—কিন্তু পারলাম না—ঐ ছেলোটোর মুখ চেনে, অর্জেকর কী হবে তা'লে !

মিসেস লরিমারের ছুগাল বেয়ে ছু'ফোটা জল গড়িয়ে পড়লে
কললেন তিনি : থেলমা, জেনে রেখো, এই বিবাহিত জীবন বড়
পবিত্র। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে ভালবাসা—তার চেয়ে মধুর কিছু নেই
এ পৃথিবীতে। আর ত'দিন পরে তুমি মা হ'তে চলেচো, তোমার
দায়িত্ব অনেক।

থেলমা একমনে কথাগুলো শুনছিল। মনটা তার হালকা হ'য়ে
গেল। আবার খানিকক্ষণ গল্প করবার পর উঠলো সে বাড়ি যাবার জন্তে।

বাড়ি ফেরবার পথে গাড়ির কচোয়ানকে ঘেতে বললো চাচীটো
কার্মেলাইট গির্জায়। সেখানে গিয়ে বেদীর সামনে হাঁটু গেড়ে বসলো
সে। প্রার্থনা করলো : হে ঈশ্বর। যদি স্বামীর কাছে কিছু অজ্ঞায়
ক'রে থাকি, আমায় ক্ষমা করো। তাঁর যোগ্য ক'রে তোলা আমায়,
হে প্রভু।

বাড়ি এসে থেলমা শুনলো মরিসের কাছে যে, লেডি উনপ্পে বলে আছেন
তার জন্তে অনেকক্ষণ ধ'রে। থেলমা তাড়াতাড়ি গেল তার বসবার ঘরে :
আরে ক্লারা, তুমি একলাটি ব'সে। কী ব্যাপার!

ক্লারা বললেন গম্ভীর হ'য়ে : পোষাক ছাড়ো বলচি।

ক্লারার মুখ গম্ভীর দেখে ভয় পেয়ে গেল থেলমা। কী গো, কী খবর ?
খবর ?—ক্লারা বললেন : খবর ভাল নয়। খবরটা না পেলেই ভাল
ছিল। কিন্তু পেলাম যখন তখন না ব'লেও তো পারিনি তোমায়। তাই
ব'সে আছি তোমার জন্তে।

কী বলোতো ?—ভয়ে ফ্যাকাসে হ'য়ে গেছে থেলমা : তবে হ্যাঁ, তুমি
ফিলিপ আর ভায়োলেটের কথা বলতে এসে থাকো, তবে দুঃখিত,
তোমার ওসব কথা আমি শুনতে রাজী নই। উনি যদি ভায়োলেটের কাছে
গিয়েই থাকেন, তাতে এ বোঝায় না যে, উনি তার প্রণয়সক্ত। অন্ততকোনো

কাজের জগেও তো যেতে পারেন উনি। কেন, বো লাভলেসও তো যান সেখানে।

তিনি সেখানে যান, তাঁর নাটকের ব্যাপারে। তা ছাড়া তিনি বিয়ে করেন নি—কাজেই তিনি যেখানে ইচ্ছে যেতে পারেন, যা খুশি করতে পারেন। তাঁর সাজে, কিন্তু তোমার স্বামীর সব কিছু করা সাজে না। ষাক্, আমি তোমার বন্ধু হিসেবেই এসেছিলাম তোমাকে জানাতে যে তোমার প্রেম আজ অপমানিত। এই দেখো, তার প্রমাণ—

ক্লারা চিঠিখানা বার ক'রে দিলেন থেলমার হাতে।

আমি ও চিঠি পড়বো কেন?—থেলমা বললো।

পড়বে না চিঠি?—ক্লারা বললেন : জানতে চাও না, আজ এক সামান্য অভিনেত্রীর কাছে তুমি অপমানিত। তার প্রেমের কাছে তোমার প্রেম পরাজিত। এ অত্মায়ের কোন প্রতিকারই করবে না তুমি?

না।—থেলমা বললো! আমার প্রেম সব অত্মায়কে ক্ষমা করবে।—থেলমা হাতের চিঠিখানার ভাঁজ খুললো আন্তে আন্তে। পড়লো চিঠিখানা। মাথাটা ঝিমঝিম ক'রে উঠলো, চোখের চারিদিকে যেন অন্ধকার। পড়লো : যে তোমায় একদিন ভালবেসেছিল, আজো ভালবাসে এবং তোমাকে না পেয়ে জীবন বার্থ ব'লে মনে করে—তাকে তুমি এমনি নির্ধূর, ভালবাসতে পারো না?

হ্যাঁ, স্বামীর হাতের লেখা। উনিই লিখেচেন ভায়োলেটকে। কানটা যেন সাঁ সাঁ করতে লাগলো।

ক্লারা বললেন : কি, কী তোমার মনে হয়?

কিছু না।

কিছু নয়?

না।—থেলমা বললো : এ চিঠি যদি সত্য হয়, তবে দোষ দেবো কাকে? দোষ আমারই। আমিই গুঁকে স্থখী করতে পারিনি, তাই তিনি

অন্তর গেলেন স্থানের খোঁজে । আমিই যখন তাঁর স্থানের পথের কাঁটা—
তখন আমিই তাঁকে দোর দেবো কোন মুখে ? —খেলমা বড় বড় চোখ দুটি
তুলে ধরলো ক্লারার দিকে । জিগ্যেস করলো : এ চিঠি তোমায় কে দিলো ?

ঐ—ঐ ভায়োলেট ভেরে ।—বললেন ক্লারা ।

কেন ?

কেন ? মানে, মানে আমি জানতে চেয়েছিলাম তার কাছে লর্ড
এরিংটনের খবর, তাই ।—আমতা! আমতা ক'রে বললেন ক্লারা ।
আব একটু বাড়িয়ে বললেন : অবশ্য, ভায়োলেট তোমার কোন ক্ষতি
ক'তে চায় না ।

অর্থাৎ স্ত্রীলোকটি দয়া করেছে আমাকে ?—স্নান হাসলো খেলমা ।
ভাবলো সে : একজন অভিনেত্রী, আমার স্বামীকে নিয়েচে কেড়ে আমার
কাছ থেকে, আবার অন্তরহ দেখাচ্ছে আমাকেই । চমৎকার !

ক্লারা ।—হঠাৎ খেলমা বললো ।

কী বল'চো ?—তব পেলেন যেন যেন ক্লারা ।

আজ মনে হচ্ছে, তোমার সঙ্গে দেখা না হওয়াই ছিল মঙ্গল ।
ভেবোঁছিলাম, তুমি আমার বন্ধু । আজ দেখছি, তোমায় ভুল বুঝেছি
আমি । বন্ধু যদি হ'তে—তবে এত ছুটোছুটি করতে না খারাপ খবরটুকু
আমার কানে পৌঁছে দিতো । আমার সুখস্বপ্ন ভেঙে দেবার জন্তে
এতক্ষণ ব'সে থাকতে না তুমি । স্বামীর উপর আমার সন্দেহ জাগাবার
জন্তে তুমি কত না চেষ্টাই করেচো, ক্লারা । আমি যদি না-ই
জানতাম আমার স্বামীর এই আচরণ, তাতে কার কতটুকু ক্ষতি হ'তো
ক্লারা ? অন্ততঃ আমি তো স্বামীকে ভালবেসে শেষ নিঃশ্বাসটুকু ফেলতে
পারতাম । তুমি সে স্বখটুকু থেকেও আমাকে বঞ্চিত করলে !—দ্বীজ,
এখন তুমি যাও, আমাকে একটু একলা থাকতে দাও, একলা ভাবতে দাও ।
খেলমা !—ক্লারা ডাকলেন । উত্তর দিলো না খেলমা ।

তুমি আমার উপর অত্যাচার করচো। ক্লারা বললেন : আমি ভাল ভেবেই তোমাকে বলতে এসেছিলাম।—তুমি ভুল বুঝলে আমাকে। তোমার জন্তে আমি দুঃখিত খেলমা।

তবু খেলমা চুপ করে রইলো।

ক্লারা দরজার কাছে গেল। খেলমা অত্মদিকে ফিরে বসেছিল। ফাঁকা চোখে চেয়ে আছে ঘর গরম করা অগ্নি কুণ্ডটার দিকে। কোলের উপর হাত দু'খানা রাখা। নিষ্ঠুর চিঠিখানা প'ড়ে পায়ের কাছে।

ক্লারা নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

খেলমা ঐভাবে ব'সে থাকলো অনেকক্ষণ।

তারপর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো সে। কৌকড়ানো সোনালী চুলের গোছা ঝুলে প'ড়েছিল সামনে, সরিয়ে দিলো সেগুলো পিঠের দিকে। চিঠিখানার উপর নজর পড়লো তার। উঠিয়ে নিলো হাতে ক'রে। নির্মম চিঠিখানা সবত্রে ভাঁজ ক'রে রাখলো নিজের কাছে।

খেলমার মনে ছুটি চিন্তা দেখা দিল। এক হচ্ছে, স্বামী তার অসুখী এবং দ্বিতীয় চিন্তা হ'লো, স্বামী তার জগেই অসুখী। সেই তাঁর সুখের পথে কাঁটা! অতএব ভাবলো সে, তার উচিত স্বামীর সুখের পথ থেকে সরে দাঁড়ানো!

বুঝি এধরনের ধারণা মনে আনা ভুল। বিশেষ ক'রে আজকালকার দিনে এরকম ধারণা কোন জীবা-ই করে না। বরং এসব ক্ষেত্রে তাঁরা স্বামীর সঙ্গে একচোটি বোঝা পড়া করে নেয়। কান্নাকাটি, মান অভিমান, এমন কি মারামারি করতেও ছাড়ে না অনেকে। স্বামীদের বশে রাখবার ঐসবই হচ্ছে আধুনিকতম উপায়। কিন্তু কি করবো, আমাদের খেলমা ঐ ধরনের জী নয়। বোকা সে? হ'তে পারে। ভীতু সে? তাও হ'তে পারে। স্বামী অস্ত্র প্রাণ তার? মিথ্যে নয় সে কথা। কাজেই

খেলমা বেছে নিল তার নিজের মন যা চাইলো। মন তার ভেঙে গেছে। তার ধারণা, নীড় ভেঙে গেছে তার। স্বামীর ভালবাসা যে হারিয়েচে, সে সব হারিয়েচে, তার আর কিছু নেই নিজের বলতে এই পৃথিবীতে— খেলমার মত তাই। হতভাগিনী খেলমার চোখ ফেটে যেন কান্না আসতে লাগলো। কণ্ঠনালী যেন রুদ্ধ হ'য়ে আসতে লাগলো, টন টন করতে লাগলো এক অব্যক্ত বেদনায়।

স্বামী কাল আসবেন। কাজেই তার আগেই সব ব্যবস্থা করতে হবে। লম্বা আর্শিটায় নিজের ছায়া পড়লো। বাইরের পোষাক ছাড়া হয়নি তার। ভালোই হয়েছে। এই পোষাকেই হবে খন। কটা বাজলো? ষড়্টি দেখলো : সাতটা। খেলমা ঘরের কোণে টেবিলটার পাশে গিয়ে বসলো। কাগজ-কলম নিয়ে চিঠি লিখলো তার বাবাকে, ওলাফ গুল্ডমারকে। ছোট্ট চিঠি। তারপর আর একখানা চিঠি— ফিলিপকে। দু'কলম লিখেই থামে, আবার লেখে। দু'গাল বেয়ে ঝ'রে পড়চে অশ্রুধারা। ভিজ়ে গেল নাকি চিঠি? তাড়াতাড়ি মুছে নিলো অশ্রুচিহ্ন! তাড়াতাড়ি শেষ করলো চিঠি।

চিঠিখানা খামে পু'রে খেলমা ডাকলো ব্রিটাকে। ব্রিটা এলো। তার বাবার নামের চিঠিখানা ব্রিটার হাতে দিয়ে বললো : যাওতো চিঠিখানা ডাকবাক্সে ফেলে এসো, জরুরী।

ব্রিটা জিগ্যেস করলো : এখনো পোষাক ছাড়োনি যে? আবার বেরুবে নাকি?

ই্যা, কাজ আছে। বাইরেই থাকো আমি। তোমরা খেয়ে নিয়ো।

ক্রোকেন!—ব্রিটা বললো : আজ লুইসা আমাকে তার ওখানে খেতে বলেছিল। যাবো?

হেসে বললো খেলমা : বেশ তো, যোগো।

ক্রোকেন!—ব্রিটা কি জিগ্যেস করতে চায়।

কি ?

আজ তোমার শরীর খারাপ নাকি ? কেমন শুকনো শুকনো লাগছে ।

হ্যাঁ, মাথাটা ধরেচে । বাইরে গেলেই সেরে যাবে বোধহয় । ষাণ্ড, তুমি আর দেৱী ক'রো না । বাবার এই চিঠিখানা খুব জরুরী ।

ব্রিটা আর দাঁড়ালো না । চ'লে গেল চিঠি ফেলতে ।

ফিলিপের চিঠিখানা হাতে নিয়ে খেলমা গিয়ে দাঁড়ালো ইঞ্জিচেয়ারটার পাশে । ঐ চেয়ারটায় ফিলিপ ব'সতো প্রায়ই । পাশেই রয়েছে ছোট্ট টেবিলটা । তার উপরে কবিতাব বই একখানা । ফিলিপ বাইরে যাবার আগে ঐ বইখানাই পড়ছিল । বইটার মধ্যে চিঠিখানা রাখবার জন্তে বইখানা খুললো । খুলতেই চোখে পড়লো একটি কবিতা :

ভাঙা সেতারের মতো ভেঙে গেছি আমি

প'ড়ে আছি পৃথিবীর কোণে :

আগুনে দগ্ধ হ'লেও ক্ষতি নেই, ক্ষতি নেই—

ক্ষতি মোর যা হবার, হ'য়েচে তো হায়—

এখন বুখা-ই প'ড়ে থাকা এ সংসারে ;

মিথ্যার মোহজালে জড়িয়ে কী লাভ—

কিসের আশায় ?

ভালবাসার বাসি-মালা হুলিয়ে নিজের গলে,

নতুন প্রেমের আশায় হায়, আর কি থাকা চলে ?

কবিতাটি খেলমাকে আবার কঁাদালো । না, না, প্রেমের বাসি মালা গলায় প'রে নতুন ক'রে প্রেমের আশা করা ভুল ! ভুল ! খেলমা চিঠিখানা সম্বন্ধে ঐ কবিতার পাতার ফাঁকে রেখে বইখানা বন্ধ ক'বে রাখলো । ফিলিপ যাতে দেখতে পান, তাই চিঠিখানার খানিকটা বার ক'রে

রাখলো। তবু যদি না দেখতে পান, তাই নিজের গলার সোনার হারটা খুলে রেখে দিলো বইখানার উপর। হারের লকটের একদিকে ছিল ‘ফিলিপ’ আর একদিকে ‘খেলমা’ লেখা। আর কী হবে ঐ হারের। শুধু হার নয়, সব কিছুই সে ছেড়ে যাচ্ছে। প্রেমের খেলায় হার হয়েছে তার। হাতের আঙুলে রইলো শুধু তার বিয়ের আংটিটা আর পথ খরচের জন্ম কিছু টাকা। খেলমা ইঞ্জিচেনারটার আরো কাছে এসে দাঁড়ালো। ঐখানটায় ফিলিপ মাথা রেখে শুতেন ইঞ্জিচেনারটায়। খেলমা সেই জায়গাটার চুশন করলো। স্বামীর চুলের গন্ধ খেন রয়েছে এখনো। একবার হাত বুলোলো চেনারটায়। আর না, আর না। ওগো, ক্ষমা করো।

কী? চলে যাচ্ছে খেলমা? একটু দাঁড়াও। তোমার স্বামীর ছবিখানা নেবে না সঙ্গে? ঠিক তো। খেলমা ঘুরে দাঁড়ালো। তাক থেকে তুলে নিলো বাঁধানো ছবিখানা। ভরলো নিজের ছোট্ট ব্যাগটিতে। আর দাঁড়ালো না সে। নিজেই সন্দের দরজা খুলে নামলো পথে। সামনে দিয়ে যাচ্ছিল একখানা খালি গাড়ি। তাকে ডেকে চ’ড়ে বসলো। বললো : চালাও চ্যারিংক্রশ স্টেশন।

চ্যারিংক্রশ রেল স্টেশন।

লোকের ভীড়। ব্যস্ততা। মানুষের আসা যাওয়া। শেষ নেই। শেষ নেই। চারিদিকে আলো। কুলীদের চীংকার। যাত্রীদের ব্যগ্রতা। কারোর দিকে কারোর চেয়ে দেখবার সময় নেই। নিজেকে নিয়ে নিজেই ব্যস্ত।

খেলমার দিকে কেউই লক্ষ্য করলো না। ভালোই। একে তো আড়ষ্ট হ’য়ে আছে, তার উপর কেউ যদি লক্ষ্য করে তাকে তবে ধরে

ফেলবে সহজেই যে, মহিলাটি একলা চলতে জানে না। এদিক-ওদিক চেখে টিকিট ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালো থেলমা। কিন্তু নিজের হাতে টিকেট কার্ডতে কেমন যেন বাধ-বাধ লাগতে লাগলো তার। এমন সময় দেখে একটি প্রোচা, একটি শিশুকে কোলে নিয়ে তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট ঘরের জানালায় দাঁড়ালেন। থেলমা তার দেরী করলো না। তাড়াতাড়ি গিয়ে প্রোচার পেছনে গিয়ে দাঁড়ালো। প্রোচাব টিকিট কাটা হ'তেই থেলমা টাকা সমেত তার হাতখানা জানলায় ফোবরের মধ্যে গলিয়ে দিয়ে বললো : একথানা 'হল' দিন।

'হল' যাবার টিকিট একথানা পাওয়া গেল। থেলমা আর দেরি না ক'রে ছুটলো ঐ প্রোচার পেছনে। ঐ প্রোচাই যেন ওর পথ প্রদর্শিকা। মহিলাটি ছেলে কোলে নিয়ে যে কামরায় উঠলেন, থেলমাও উঠলো সেই কামরায়। বসলো তাঁর সামনের বেঞ্চে। মহিলাটি আশ্চর্য হ'য়ে থেলমাকে দেখতে লাগলেন। এমন সুন্দরী, আর বয়সও কম—একলা এই রাত্রে, এই ঠাণ্ডায় কোথায় যাচ্ছে? অথচ বড ঘরের ঘরগী বলেই তো মনে হয়!

একটু পরেই ট্রেন চলতে শুরু হ'লো।

জিগ্যেস করলেন মহিলা : অনেক দূরে যাচ্ছেন নাকি?

ইয়া। 'হল'-এ।

এই শীতের রাত্রে বেরুনো বড কষ্টকর। না?

হঁ!—থেলমা বললো : বিশেষ ক'রে আপনার সজের শিশুটির আরো কষ্ট হবে।

মহিলাটি শিশুটিকে কোলে চেপে ধরলেন : না, না। এ গরম রুটির মত গরম হ'য়ে আছে। বরং আপনিই কষ্ট পাচ্ছেন শীতে। আমার এই শালটা নেবেন?

মহিলাটিকে খুশি করবার জন্তেই শালটা হাতে নিয়ে থেলমা বললো : অশেষ ধন্যবাদ আপনাকে।

ভক্তমহিলা বললেন : এতে ধন্যবাদ দেবার কি আছে ? আচ্ছা, আপনি কি বিবাহিতা ?

হ্যাঁ ।—খেলমা বললো ।

আপনার স্বামী তা' হ'লে 'হল'-এ আপনাকে নিতে আসবেন ?

না ।—খেলমা বললো : তিনি লগুনে আছেন । আমি যাচ্ছি আমার বাবাব কাছে ।

একটু পরেই মহিলাটি শিশুটিকে বুকের মধ্যে নিয়ে সামনের বেঞ্চে শুয়ে ঘুমতে লাগলেন । কিন্তু খেলমাব চোখে ঘুম নেই । সে বেঞ্চে শুয়ে চোখ বুজে রইল । একটু পবেই উঠে বসলো—চেয়ে রইলো আধারের পানে, মন চ'লে গেল স্তম্ভ নরওয়েব আলটেনফোর্ড গ্রামে । মনে জেগে উঠলো ফিলিপের সঙ্গে তাব প্রথম দিনের সাক্ষাতের স্মৃতি । মনে পড়লো তার সিগার্ডের কথা । বেচারী সিগার্ড । মানসপটে দেখা দিল 'উলেলাই',—ফোর্ড নদী, তাদের বাড়ি, উলরিকা, লেভিসা, ডাইসওয়ার্থি । কিন্তু তাদেরই ফাঁকে ফাঁকে দেখা দিচ্ছে ফিলিপের মুখখানি । ফিলিপ ! স্বামী । জীবন-দেবতা । হায়বে, আজ সব হারিয়ে বসে আছে খেলমা ।

ট্রেন চলচে একষেয়ে শব্দ ক'রে । মাঝে মাঝে রাস্তার নিস্তর্র আধারকে সচকিত ক'রে দিয়ে বেজে উঠচে ইঞ্জিনের গলা-ভাঙ্গা শব্দ : হুইসল্ । ছোট ছোট ট্রেনে, ট্রেন না থামায়—সেখানকার মিটি মিটি আলোগুলো স'রে যাচ্ছে সঁ। সঁ। ক'রে বিপরীত দিকে । ট্রেন নয় তো—একটা বিরাট দৈত্য যেন এগিয়ে চলেচে আপন মনে হংকার দিয়ে । শুধু গর্জন আর গর্জন ! অসহ ! ভয়ংকর ! খেলমার মনের মধ্যে যে অব্যক্ত বেদনা গুমরে মরচে, তারই বহিঃপ্রকাশ ঐ ট্রেনের গর্জন নাকি ? হয় তো বা । ট্রেনটা থামলে বোধহয় শান্তি পেতো খেলমা ।

খেলমা ভাবতে লাগলো : আচ্ছা, ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়লে কেমন হয় ? ঐ তো দরজটা, ঐ তো তার হাতল । হাতলটা ঘুরালেই দরজটা

খোলা যাবে—তার পরেই একটা লাফ ! কেউ কাঁদবে না। চমৎকার, নয় কি ? কী ? ভয় করে ? ভয় ! কিসের ভয় ? বাঁচতে চাও ? কেন ? কার জন্তে ? কিসের আশায় ?

খেলমা গাড়ির মধ্যে চেয়ে দেখলো। মহিলাটি খুব নাক ডাকাচ্ছেন। শিশুটি তার কোলের মধ্যে পরম নিশ্চিত্তে ঘুমুচ্ছে। নরম, মোমের মত শিশু। সংসারের মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, অত্যাচার কোন ছোঁয়াচই লাগে নি ওর। তাই বুঝি সে পরম নিশ্চিত্ত।

খেলমা উঠে দাঁড়ালো হঠাৎ। সোজা এগিয়ে গেল কামরার দরজার কাছে। হাতলের উপর রাখলো হাত। আবার চেয়ে দেখলো শিশুটির দিকে। আঁক ! ঘুম ভেঙে গেছে শিশুটির। এবদৃষ্টে সে চেয়ে আছে খেলমার দিকে। হাতল থেকে হাত নামালো খেলমা। তবু চেয়ে আছে শিশুটি। মহিলাটি তেমনিই নাক ডাকাচ্ছেন। খেলমা এগিয়ে এলো শিশুটির কাছে। তার নরম কচি হাতখানা ধরলো তার নিজের হাতে। ফুলের পাপড়ির মত নরম, মোলায়েম হাত। আঙুলগুলি যেন ফুলের কুঁড়ি ! ছোট্ট মুঠি দিয়ে ধরলো চেপে খেলমার একটা আঙুল। রেশমের বাঁধন। পলকা-কিন্তু বজ্র-বাঁধনের শক্তি রাখে।...ট্রেনেব একঘেয়ে শব্দ আর যেন ভয়ানক নয়, মারাত্মক নয়। খেলমার চোখ হুঁটো ভ'রে উঠলো জলে। ফোঁটা হ'য়ে গড়িয়ে পড়লো তার হুঁগাল বেয়ে। শিশুটিকে সন্তর্পণে তুলে নিলো নিজের বুকে। শিশুটি হেসে উঠলো—মিষ্টি হাসি। তাকে কোলে ক'রে দোলাতে লাগলো খেলমা। ক্রমে চোখ বুজে এলো তার। ঘুম। ঘুমিয়ে পড়লো সে। জানলো না সে—তার ঐ ক্ষণিকের আগরণ নাঁচিয়ে দিল একটা জীবনকে। তার একটু ছোঁয়া—ঘুরিয়ে দিল খেলমার জীবন-নদীর ধারাকে।

খেলমা কাঁদলো, ভালই হ'লো। বুকটা তার হালকা হলো। বিশ্বাস এলো ঈশ্বরের উপর। ক্ষমা চাইলো তাঁর কাছে। হে ঈশ্বর, আমায় ঠিক পথে নিয়ে চলো।

একটু পরেই মহিলাটির ঘুম ভেঙে গেল। দেখলেন, তাঁর কোলের শিশু খেলমার কোলে। তাড়াতাড়ি উঠে বসলেন তিনি : ও কাঁদছিল বুঝি, তাই কোলে নিয়েচেন ? সত্যি আপনার খুব কষ্ট হ'লো।

কষ্ট হবে কেন ?- খেলমা হাসলো : আমবা ছুটিতে বেশ সময় কাটিয়েছি। তবে এইবার বোধহয় আমাকে বিদায় নিতে হবে। 'হল'-এ আসবার সময় হ'লো প্রায়।—শিশুটিকে ফিরিয়ে দিলো মহিলাটির কোলে।

খানিক পরে ট্রেন এলো 'হল'-এ। পূবের আকাশ তখন ফিকে হ'য়ে এসেছে।

'হল'-এ নেমে খেলমা উঠলো এক হোটেলে। হোটেলওয়ালার ক্রিষ্টিয়ানার লোক। কথায় কথায় বেরুলো—নরওয়ার আন্টেনফোর্ড গ্রামের গুল্ডমার পরিবারের সঙ্গে ভদ্রলোক অনেক দেন থেকে পরিচিত। শুধু তাই নয়, খেলমাকেও দেখেচে ছোট বেলায়। দেশীয় ভাষায় কথা বলতে শুনে খেলমা তো মহাখুশি। নিজেও আলাপ শুরু করলো তার মাতৃভাষায়।

কিন্তু ফ্রাইডফ আশ্চর্য হ'লেন, যখন শুনলেন—খেলমা দেশে যেতে চায় আজকালের মধ্যেই। বললেন : ভুলে গেছ নাকি আমাদের দেশে এখন শ্রুৎতের ঘুমোবার সময়। সব সময় এখন অন্ধকার। শীতে নদী প্রায় জমে বরফ। তাছাড়া যাত্রী জাহাজও তো এখন যাচ্ছে না দিন পনেরোর মধ্যে।

কিন্তু আমার যেতেই হবে যে!—খেলমার কণ্ঠে ব্যাকুলতা : বাবার সঙ্গে দেখা করা বিশেষ দরকার।

তা তো বুঝলাম!—ফ্রাইডফ ভাবিত হ'লেন : একলা তুমি—যাবেই বা কি করে? অবশ্য, একটা মাছের জাহাজ যাচ্ছে ঐ দিকেই কাল। কাপ্তানের স্ত্রীও যাকেন ঐ সঙ্গে - কিন্তু, কিন্তু—তুমি তো পারবে না তাতে যেতে। খুব কষ্ট হবে, অনেক অসুবিধে।

তা হোক !—খেলমা বললো : আমার বিশেষ অনুরোধ আপনি কাপ্তেনের সঙ্গে ঠিক করে ফেলুন—আমি ঐ জাহাজেই যাবো। আমার কষ্ট হবে না।

বেশ। দেখি কথা বলে।—ফ্রাইডফ বললেন।

ব্যবস্থাও ক'রে দিলেন তিনি। খেলমার দেওয়া টাকা গুঁজে দিলেন কাপ্তেনের হাতের মধ্যে। আর টাকা দিলে কী না হয়? হ'য়ে গেল খেলমার যাবার ব্যবস্থা।

ক্যাপ্তেনের স্ত্রীকে অবশ্য সঙ্গীরূপে পেলো খেলমা—কিন্তু মাছের জাহাজে সুখস্ববিধে নেই একটুও। চারদিকে দড়িদড়। জলে স্ত্রী-সেতে হয়ে আছে মেঝের তক্তাগুলো। সর্বত্র অপরিষ্কার। জাহাজের লোকগুলোও নোংরা। আর সব চাইতে অসহ্য মাছের দুর্গন্ধ। সারা জাহাজের হাওয়াটা ভারি হ'য়ে আছে মাছের আস্টি গন্ধে।

কিন্তু ওসব ভেবে লাভ নেই। যেতেই হবে যখন তখন দাঁতে দাঁত চেপে সব অস্ববিধে সহ্য করা ছাড়া উপায় কি?

জাহাজ ছাড়লো ভোর সাতটায়। চারদিক তখন কুয়াশায় ঢাকা। 'ব্লাক-পলি'র ডেকের উপর দাঁড়িয়ে খেলমা। তাকে বিদায় দেবার জন্তে সঙ্গে এসেছেন ফ্রাইডফ। হাত নেড়ে বিদায় দেবার সম্ভাষণ জানাচ্ছেন তিনি। খেলমাও।

জাহাজ ক্রমে স'বে যেতে লাগলো তীর থেকে। খেলমা মাটি ছেড়ে ভাসলো জলে।

লন্ডন এরিংটন তাঁর সেক্রেটারী নেভিলকে নিয়ে বাড়ি চুকতেই সামনে দেখলেন মরিসকে। ভয়ে বিবর্ণ, চোখ দু'টো বিস্ফারিত, থর থর ক'রে কাঁপচে।

ব্যাপার কি? কি হয়েছে? —এরিংটন জিগ্যেস করলেন।

আজ্ঞে—থেমে গেল মরিস ।

আজ্ঞে কি ? বলো শিগগীর ।

মিলেডি মিলেডি কাল থেকে—

কাল থেকে—কী হয়েছে—অসুস্থ ?

না না—নিখোঁজ ।

নিখোঁজ ?

হ্যাঁ ! কাল রাত্রে তিনি বেরিয়েছিলেন—তারপর আর ফেরেন নি । অনেক, অনেক খোঁজ কবা হয়েছে—তবু, তবু— । —মরিসের চোখে জল দেখা দিল : ব্রিটা লেডি উনগের বাড়িতে, মিসেস লরিমারের বাড়িতে, আবো যেখানে যেখানে তিনি যেতে পারেন খোঁজ করেছে, পাখনি ।

সব শুনে নিখোঁস যেন বন্ধ হ'য়ে আসচে এরিংটনের । বললেন : ব্রিটা কোথায় ?

ব্রিটা আবার গেচে লেডি উনগের ওখানে । তার ধারণা শুধান থেকেই এইসব ব্যাপার ঘটেচে কিছু । তবে তার কথা ঠিক বোঝা গেল না ।

এরিংটনের মাথা ঘুবতে লাগলো যেন । এই কাল দেখে গেছেন খেলমাকে, আর আজ উবে গেল কর্পূরের মতো ? কোনো চর্যটনা ঘটেনি তো ! হঠাৎ কী পেয়াল হ'লো ছুটে গেলেন সোজা উপরের ঘরে—তীর বসবার ঘরে । যদি খেলমা কিছু লিখে গিয়ে থাকে ! বসবার ঘরে এসে হাঁক-পাঁক করে খুঁজতে লাগলেন চাবিদিক । টেবিল, তাক, ঘরের মেজে চারিদিকে সেলতে লাগলেন তাঁর সন্ধানী দৃষ্টি । হঠাৎ নজর পড়লো তাঁর ইজিচেয়ারের পাশে রাখা কদিতার বইটার উপরে । খেলমার গলার সোণার হার ছড়া রয়েছে প'ড়ে । খুলে রেখে গেছে অভিমানিনী । হাত দিয়ে হারছড়া তুলে ধরতেই নজরে পড়লো বই থেকে বার করা চিঠিটার উপর । ভাড়াভাড়ি চিঠিটাকে টেনে নিয়ে শুরু করলেন পড়া । হু'খানা চিঠি ছিল

থামে। একখানা ভায়োলেটকে লেখা তাঁরই হাতের চিঠি। তাঁর কাঁপতে লাগলো হাত, কাঁপতে লাগলো বুক।

প্রিয়তম,

এই সঙ্গে যে চিঠিখানা রয়েছে—সেখানা তোমার, আমার এক বন্ধু আমাকে দিয়ে গেছে। অত্ৰকে লেখা তোমার চিঠি আমার পড়া উচিত হয়নি সেজন্তে মার্জনা ক'রো। তবে চিঠিখানা প'ড়ে আমার ধারণা হয়েছে এই হতভাগিনী খেলমা আজ তোমার প্রেম-বঞ্চিতা। সেজন্তে তোমাকে দোষ দিইনে প্রিয়তম, দোষ আমারই। আমি তোমায় স্ত্রী করতে পারিনি, তাইতো তুমি গেছ অত্ৰ স্ত্রীর সঙ্কানে। সত্যি, এই আধুনিক সভ্যজগতের সঙ্গে আমি আমাকে খাপ খাইয়ে নিতে পারিনি, বিশেষ ক'রে এই লণ্ডন সমাজের সঙ্গে। তাই তুমি যাতে পারো এই সভ্যসমাজে নিক্ষেপ হ'য়ে বিচরণ করতে—তাই, শ্রুগো স্বামী, তোমায় মুক্তি দিলাম আমি। আমি ফিবে যাচ্ছি আন্টেন ফোর্ডে। সেখানেই থাকবো, বতদিন না তুমি আবার আমায় ফিবে পেতে চাও। আন্টেন ফোর্ডে যাবার আব একটা কারণ যাতে তুমি দরকার হ'লে বলতে পারো—আমি বাবার কাছে গেছি। ব্রিটাকে দেখো। তাকে আমি কিছুই ব'লে গেলাম না। বিদায়, প্রিয়তম। সব ব্যাপার জানবার পর—আর থাকা উচিত হবে না ভেবেই এই উপায় অবলম্বন করলাম। তবে জেনে রেখো—তুমি যাকেই ভালবাসো না কেন, যতজনকেই ভালবাসো না কেন—তোমার উপর আমার ভালবাসা আমার আমবণকাল পর্যন্ত থাকবে অক্ষয় হ'য়ে।

ইতি

তোমার চিরানুগত জ্ঞা
খেলমা

লর্ড এরিংটনের মাথা ঘুরতে লাগলো। পা টলতে লাগলো। তাড়াতাড়ি ব'সে পড়লেন ইজিচেয়ারে। মাথায় হাত দিয়ে ব'সে থাকলেন : একী কাণ্ড ! একী ভুল ধারণা খেলমার। না বুঝে হঠাৎ একী কাণ্ড কবলো সে।—তঁার বুঝতে বাঁকি রইলো না—ভায়োলেটের কাছে লেখা তাঁর চিঠিখানাই যত নষ্টের গোড়া। ভায়োলেটের কাছে লেখা চিঠি। হায়, হায় ! কিসের থেকে যে কী হয়, বোঝা দায।

হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন তিনি। ঘর ছেড়ে ছুটে গেলেন নীচে নেভিলের ঘরে। নেভিল, খেলমার ব্যাপার শুনে অবাক হ'য়ে গেছলো। সেও ভাবছিল, হঠাৎ লেডি এরিংটন গেলেন কোথায় ? কেনই বা গেলেন।

এমন সময় লর্ড এরিংটন ঢুকলেন তাব ঘবে প্রায় ঝড়ের মত। চিঠিখানা তার হাতে জুড়ে দিয়ে বেগ বললেন : এই ছাখো, ছাখো একবার কাণ্ড। তোমার দোষেই আজ এই সব কাণ্ড !

আমাব দোষে ?—নেভিল অবাক।

ই্যা, ই্যা, তোমার দোষে। তোমার ঐ পাজি বোটা ভায়োলেট-ভেরের জন্তেই এই সব কাণ্ড।

নেভিল ভয়ে কাঁপতে লাগলো। মুখ শুকিয়ে গেল তার। বললো : দয়া ক'রে আপনি সব খুলে বলুন, আমি কিছুই বুঝতে পারচিনে !

এরিংটন বললেন : আর খুলে বলবো কি ? তখনই বলেছিলাম না, তোমার ঐ ষ্টেজের খেইনাচুনে বোয়ের খবর সব খুলে বলা যাক খেলমাকে—তুমি বললে, না দরকার নেই। তোমার কথা শোনা তখন ভুল হ'য়েছিল আমার।—ঐ যে, ঐ যে সেই চিঠিখানা যা আমি তোমারই কথা মত, তোমারই ভালোর জন্তে লিখেছিলাম তোমার ঐ ভায়োলেটকে। ঐ চিঠি দেখে খেলমার ধারণা হয়েছে আমারই প্রেমপত্নীর গুটা। দেখচো, কোথাকার জল কোথায় এসে গড়িয়েছে ! ওঃ এখন উপায় ?

এরিংটন পাশেই একটা চেয়ারে ব'সে পড়লেন।

নেভিল ভেবে দেখলো। সত্যিই তারই জন্তে তার কর্তার আজ এই অবস্থা! ব্রিলিয়ান্ট থিয়েটারে তার পালিয়ে যাওয়া জীকে ঐর্ভাবে নির্ভজ্জ-পোষাকে নাচতে দেখে নেভিল কী করবে ভেবে পায়নি প্রথমে। পরে লর্ড এরিংটনকে বাইরে ডেকে নিয়ে সব বলেছিল সে—সাহায্য চেয়েছিল তাঁর। লর্ড সাহায্য ক'রেচেন তাকে যথা সাধ্য। ভায়োলেটের সঙ্গে তিনি দেখা ক'রে তাকে সব বোঝাবার চেষ্টা করেচেন। বেচারী নেভিলের অবস্থা দেখে শেষে তার অহুরোধেই ভায়োলেটকে তিনি চিঠি দিয়েছিলেন, যাতে সে এসে তার স্বামীর সঙ্গে দেখা করে এবং আবার ফিরে আসে সংসার জীবনে। সেই চিঠিই আজ মারাত্মক হ'য়ে দাঁড়ালো এরিংটনের জীবনে। একজনর ঘর বাঁধবার চেষ্টা করতে গিয়ে—নিজের ঘর ভেঙেই বসলেন তিনি। নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাস আর কাকে বলে!

নেভিল বললো : আপনি কিছু ভাববেন না। উনি নিশ্চয়ই ফিরে আসবেন আবার। তিনি ভুল বুঝতে পাববেন নিশ্চয়ই।

হঠাৎ এরিংটন উঠে দাঁড়ালেন : চুপচাপ ভেবে লাভ নেই। আমি নরওয়েতে যাবো। পার্লামেন্টের নির্বাচনে আমার কোন দরকার নেই।

কিন্তু নরওয়েতে কি তিনি গেছেন—বিশেষ ক'রে এই সময়ে ?

এমন সময় সেই ঘবে ঢুকলো ব্রিটা। বিবাদের প্রতিমূর্তি যেন। চোখ দুটো ফুলে গেছে কৈদে কৈদে—চুলগুলো এলো মেলো। মুখ চোখ ক্যাকাসে।

কিছু খবর পেলে ? —এরিংটন জিগোস করলেন।

না।—এরিংটনকে দেখে ব্রিটা ফুপিয়ে কাঁদতে লাগলো : ফ্রোকেন কোথায় যে গেলেন, কেন যে গেলেন ! ঐ লেডি—যদি কিছু মনে না করেন—ঐ লেডি উনস্লের জন্তে এইসব হয়েছে।

কেন ?—জিগ্যেস করলেন এরিংটন ।

লেডি উনশ্লে বরাবর ফ্রোকেনকে হিংসে ক'রে আসছেন । তাছাড়া ঐ লেডি আর শ্রাব ফ্রান্সিস লেনক্স প্রায়ই ফ্রোকেনের বিষয়ে যা তা সব আলোচনা ব্যবতেন । ঐ লেডি নাকি আপনাকেও—হ্যাঁ খুলেই বলি, আপনাকেও ভালবাসতেন, আবার ঐ শ্রাব লেনক্সকেও ভালবাসেন । অগচ গুঁর স্বামী আছেন বেঁচে । আর আপনি নাকি থিয়েটারের একজন স্ত্রীলোকের কাছে যান । এ কিন্তু মিথ্যে কথা ! এসব আমি গুঁদের লুইসা আর ব্রিগসের কাছে শুনেচি । আর, আরো শুনেচি, ঐ লেডি নাকি একখানা চিঠি ঐ থিয়েটারের স্ত্রীলোকটির কাছ থেকে এনে আমাদের ফ্রোকেনকে দিয়েছেন ।

বুঝিচি । এতক্ষণে সব বুঝলাম—এরিংটন বললেন : আমি এর ব্যবস্থা করচি । ওঃ নেহাৎ ঐ লেডি উনশ্লে স্ত্রীলোক—নইলে ওকে গুলি ক'রে মারতাম । আব না, আর দেরি নয় ।

এরিংটন ঘব ছেড়ে বাইরে গেলেন । তাঁর দৃঢ় পদক্ষেপের শব্দ শোনা যেতে লাগলো ।

নেভিল বললো : উনি কি করবেন কে জানে । আচ্ছা, ব্রিটা, তুমি এত সব জানলে কি করে ?

সব ঐ বি চাকরদের মুখে । তারা ওবাডির সব খবর রাখে ঐ চাবির গর্তের মধ্য দিয়ে । ব্রিগস বলে, ওটাও তার একটা মরকারি কাজ । আর লুইসার কাজ হচ্ছে, তার লেডির সব চিঠি খুলে খুলে পড়া । তার কারণ হচ্ছে, সে নাকি জানতে চায়, সে কেমন লেডির অধীনে কাজ করচে । লুইসা বলেচে, আর সে ও বাডিতে কাজ করবে না । অমন লেডির অধীনে কাজ করাও পাপ । তবে আমি ঐ থিয়েটারের স্ত্রীলোকটির ব্যাপার ভাল ক'রে বুঝলাম না ।

ব্রিটা—ঐ স্ত্রীলোকটিই আমার স্ত্রী ।

অ্যা! তোমার স্ত্রী ?

হ্যা। তারই জন্তে আজ এই সব কাণ্ড।—নেভিল সব কথা খুলে বললো ব্রিটাকে।

লর্ড এরিংটন রাগে গর গর করছিলেন।

তিনি সোজা হাজির হলেন উনপ্লে-হাউসে। ব্রিগস্ যথারীতি দরজা খুলে দিলো। লক্ষ্য করলো সে লর্ড এরিংটনের চোখমুখের অবস্থা। বুঝে নিলো সব। আর আগেই তো পেয়েচে ব্রিটার মুখে লেডি এরিংটনের গৃহত্যাগের খবর।

লর্ড উনপ্লে কোথায়?—প্রশ্ন করলেন এরিংটন।

লাইব্রেরি ঘরে।—উত্তর দিলো ব্রিগস্।

এরিংটন আর দাঁড়ালেন না। ব্রিগসের সঙ্গে চললেন লর্ড উনপ্লে-লাইব্রেরি ঘরে। ব্রিগস্ চ'লে গেল নিজের কাজে।

লর্ড উনপ্লে যথারীতি তাঁর ছেলে আর্নেস্টকে পড়াচ্ছিলেন। লর্ড এরিংটনকে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা জানালেন। বললেন : আমি আপনাকে চিঠি লিখবো ঠিক করেছিলাম। যাক, আপনি এসে গেলেন, ভালই হ'লো।—আর্নেস্টকে বললেন : যাও পালাও এখন, তোমার ছুটি। পরে তোমাকে ডাকবো।

আর্নেস্ট বই পড়ার বন্ধ ক'রে কয়েক লাফে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

তারপর সব খুলে বলুন তো, ব্যাপারটা কি?—উনপ্লে বললেন : সুনলাম, আপনার স্ত্রী নাকি আপনাকে ছেড়ে গেছেন?

ছেড়ে গেছেন।—রাগে ফুলতে লাগলেন এরিংটন : বলুন বরং আমার বাড়ি থেকে লেডি এরিংটন বিতাড়িত হ'য়েছেন। আমার বিরুদ্ধে তাঁর মনে সন্দেহ জাগানো হয়েছে—তবেই তিনি চ'লে গেছেন!

তাই নাকি?—উনপ্লে বললেন। সারা মুখখানিতে অদ্ভুত হাসি :
ভুলো ক'রে খুলে বসুন। লেডি উনপ্লে এর মধ্যে আছেন? তিনি যদি
থাকেন, আমি আশ্চর্য হবো না।

এরিংটন কথাটা শুনে অবাক হ'য়ে গেলেন। এতদিন তাঁর ধারণা
ছিল উনপ্লে সংসার-উদাসীন, আত্ম-কেদ্রীক, অতি সাধারণ ভাল মানুষটি।
লাইব্রেরির বই হচ্চে তাঁর সঙ্গী—আর ছেলে আর্গেণ্টেকে শিক্ষা দেওয়া
হচ্চে তাঁর জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। স্বীয় আচার ব্যবহার হয়তো তাঁর
তাঁর জানা নেই; আব জানা থাকলেও চোখ বুজে থাকতেই ভাল
বাসেন তিনি। কিন্তু আজ লড উনপ্লে'র আচরণ, কথাবার্তা যেন
অগ্ররন্ধম—তাঁর চারিত্রিক পরিবর্তনের প্রমাণ বহন করচে।

উনপ্লে দেখলেন, এরিংটন খোলাখুলি সব বলতে ইতস্ততঃ করচেন,
কাজেই তাঁর কাঁধের উপর হাত রেখে বললেন তিনি : আমি আবার বলছি,
লেডি উনপ্লে'র যে কোন আচরণ আর আমাকে অবাক করে না। সত্যি কথা
বলতে কি, তিনি বর্তমানে নামে মাত্র আমার জী। তাঁকে সে সম্মান দিচ্ছি—
কেবল ঐ আর্গেণ্টের মুখ চেয়ে।—একটু থেমে বললেন : আমি চাইনে, ছেলে
জানুক তার মার প্রকৃতি। ছেলে তার মাকে ঘৃণা করবে—এ আমি ভাবতেও
পারিনে। তাই, তাই লেডি উনপ্লে আজো লেডি উনপ্লে হ'য়ে আছেন।
—সত্যি এরিংটন, বলুন আপনি, যদি উনি আপনার কোন ক্ষতি ক'রে
থাকেন—আমি প্রাণপণে চেষ্টা করবো তার যথাসাধ্য প্রতিকার করতে।

তখন এরিংটন এক এক ক'রে সব বললেন। নেভিলের দ্বী ভায়োলেট
ভেরে-র সঙ্গে তাঁর নামকে জড়িয়ে কীভাবে খেলমার মনে আঁচড় টানা
হয়েচে বিশ্বাসঘাতকতার। বললেন : লেডি উনপ্লে'র এই সব ব্যাপার একটু
আগে আমাদের ব্রিটার কাছে শুনলাম। জানিনে, কতটা সত্যি এ খবর ;
তবে অবিশ্বাস করবার—

বাধা দিলেন উনপ্লে। উঠে দাঁড়ালেন তিনি : আহুন আমার সঙ্গে।

এরিংটনকে সঙ্গে নিয়ে তিনি ঘর থেকে বেরলেন, পার হলেন হলঘর।
লেডি উনপ্লের ঘরে গিয়ে ধাক্কা দিলেন। ভিতর থেকে শোনা গেল :
আসতো পারো।

সোফাতে ব'সে বই পড়ছিলেন ক্লারা। স্বামীর সঙ্গে এরিংটনকে ঘরে
চুকতে দেখে হতবাক হ'য়ে গেলেন তিনি। ভয়ে মুখখানা ফ্যাকাসে হ'য়ে
গেল। তবু পাকা অভিনেত্রীর মত মুখে হাসি টেনে এনে উঠে দাঁড়িয়ে
'অভ্যর্থনা' করলেন হু'জনকেই।

ক্লারা !—উনপ্লের গলার স্বর কঠোর।

বলো।—সহজ করে উত্তর দিলো ক্লারা।

তোমাকে লর্ড এরিংটনের বিষয়ে কয়েকটা প্রশ্ন করবার আছে। তার
উত্তর চাই সহজ সরল ভাষায়। তুমি ব্রিলিয়েন্ট থিয়েটারের ডায়ালগেট
ভেরে-র কাছ থেকে কোন চিঠি এনেছিলে কি না? আর সে চিঠি তুমি
নিজে গিয়ে লেডি এরিংটনের হাতে গিয়ে দিয়েছিলে কি না? এই
যে এই চিঠি।

এরিংটনের কাছ থেকে পাওয়া চিঠিখানা তিনি দেখালেন ক্লারাকে।
ক্লারা দেখলেন চিঠিখানা—কিন্তু স্রেফ অস্বীকার করলেন : তুমি কি
বলচো, আমি কিছুই বুঝি নে।

সব জানা সম্বন্ধে— আরো বলতে যাচ্ছিলেন এরিংটন, কিন্তু বাধা
দিলেন ক্লারা : এ ধরণের কথাবার্তায় আমি অভ্যস্ত নই জানবেন। আমি
ডায়ালগেট ভেরে-র ব্যাপার কিছুই জানিনে। অবশ্য— বাঁকানো হাসি
হেসে বললেন ক্লারা : অবশ্য শ্রার ফ্রান্সিস লেনক্সের কাছে শুনেচি
আপনার সঙ্গে তাব অস্তরঙ্গতার কথা।

ফ্রান্সিস লেনক্স !—এরিংটন বললেন : যাক্ একটা পুরুষমানুষকে
পাওয়া গেল এই ব্যাপারে। মিথ্যাবাদীকে উচিত শিক্ষা দিতে হবে।

মিথ্যাবাদী তিনি ! আর আপনি ?

উনপ্পে বললেন : ক্লারা !

.বলো !

কাল সকালে তুমি ভায়োলেট ভেরে-ব কাছে গেলে কেন ?

তার নতুন বইয়ের জুড়ে একটা বক্সেব টিকিট আনতে ।

কোথায় সে টিকিট ?

আমার এক বান্ধবীর কাছে ! কিন্তু এত প্রশ্ন কেন, জানতে পারি ?

এরিংটন বললেন : তা হ'লে খেলমার এত চলে যাওয়ার জুড়ে আপনি দায়ী নন ?

খেলমা চলে গেছে ?—ক্লারা বেন আকাণ থেকে পড়লেন । পরে হেসে বললেন : যাবেই তো ! কার সঙ্গে গেল ? বোধহয় আপনার বন্ধু মিঃ লরিমারের সঙ্গে ?

ক্লারা । চূপ করো ।—গজ উঠলেন উনপ্পে ।

ক্লারা বললেন : কেন উত্তেজিত হচ্ছে। তুমি ? লর্ড এরিংটন আর ভায়োলেটের ব্যাপার আমি যা শুনেছি তার লেন্সের কাছে আমি বন্ধুত্বের খাতিরেই তা বলেছি খেলমাকে । অবশ্য, খেলমা সেজুড়ে মোটেই হুঃখিত নয় জানি । কারণ মিঃ লরিমারের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে সে ।

উঃ, এত সাহস আপনার—

হ্যাঁ । সত্যিকথা বলতে কোনো বাধা নেই ।—স্বামীকে বললো ক্লারা : শ্রীজ, তোমার বন্ধুটিকে নিয়ে এখন যাও ; আমার বাইরে যেতে হবে । কয়েকজনের সঙ্গে দেখা করবার কথা আছে ।

কিন্তু লর্ড উনপ্পে নড়লেন না । লর্ড এরিংটন একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন ক্লারার দিকে ; কিন্তু সর্পিণী ক্লারা শুক করেচে বিবোধগার করতে । নারীর প্রতিহিংসা ! ভীষণ, ভয়ংকর !

এরিংটন বললেন : আপনার ধারণা কিন্তু ভুল । ভায়োলেট ভেরে-র সঙ্গে আমার কোন সম্পর্কই নেই । সে আমার সেক্রেটারী নেভিলের স্ত্রী ।

তাকে আবার ফিরিয়ে আনবার জন্তে, আমি চেষ্টা করেছিলাম মাত্র । শ্রাব লেনক্স সব জানেন ! কারণ আমি জানি, ভায়োলেট ভেরে-র সঙ্গে তাঁর গত পাঁচ বছর ধ'রে ঘনিষ্ঠতা ।

আমি বিশ্বাস করিনে !

বেশ, জিগোস করবেন ত্রিলিয়েন্ট থিয়েটারের ম্যানজারকে ।—
উনপ্লেকে বললেন এরিংটন : আর আমার এখানে থেকে লাভ নেই ।
উনি কিছু বলবেন বলে মনে হয় না ।

একটু অপেক্ষা করুন ।—উনপ্লে বললেন ধীর স্থির ভাবে : লেডি উনপ্লে হয়তো কিছু বলতে অস্বীকার করতে পারেন কিন্তু আমি অস্বীকার করচি না । ঔর হ'য়ে আমি আপনাকে সব বলতে চাই ।—ব'লেই জ্রীর দিকে বাকা দৃষ্টিতে একবার দেখে নিয়ে ব্যঞ্ছের হাসি হাসলেন একটু : শুনুন । লেডি উনপ্লে ভায়োলেট ভের-র কাছ থেকে টাকা দিয়ে এই চিঠি কিনেচেন এবং নিজে হাতে গিয়ে দিয়ে এসেচেন আপনার জ্রীকে ।

শুনে ক্লারার মুখ চোখ লাল হ'য়ে গেল । তাড়াতাড়ি বাধা দিতে গিয়ে বাধা পেলো স্বামীর কাছে : থামো ক্লারা । তোমার আমার মধ্যে যে সহানুভূতিটুকু বর্তমান তাতে আমার উচিত তোমার না-বলতে-পারার লজ্জা থেকে তোমাকে মুক্তি দেওয়া ।...শুনুন আপনি । লেডি উনপ্লে বলচেন, তিনি শ্রাব ফ্রান্সিস লেনক্সের কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেছিলেন এবং সেটি কাজে লাগিয়েছিলেন আপনার জ্রীর মনের শাস্তি নষ্ট করবার জন্তে । এটা নেহাৎই বদমতলবেই তিনি করেছিলেন, করেছিলেন হিংসার বশবর্তী হ'য়ে । সত্যি, সত্যকথাকে সহজ সরল করে বলবার মত আনন্দ আর কিছুতেই নেই ।—লর্ড উনপ্লের আশ্চর্য বচনভঙ্গী শোনবার মত, দৃঢ় আচরণ দেখবার মত । জ্রীর ফ্যাকাসে মুখের দিকে আর একবার ফণিকের জন্তে চেয়ে বললেন আবার : আমি যা বললাম, লেডি উনপ্লে

তাতেই মত দিচ্ছেন। তিনি চুপ করে আছেন বলে আশাকরি মার্জনা করবেন তাঁকে।

হাসলেন উনপ্লে। তাক্স তলোয়ারে আলোর রেখা প'ড়ে ঝকঝকিয়ে উঠলো যেন।

স্পাই!—ঠোট চেপে বললো ক্লারা। ঘাঘরা ঘুরিয়ে চ'লে গেল সে পাশের ডেসিংরুমে। দুজন পুরুষ রইলেন সামনাসামনি দাঁড়িয়ে।

উনপ্লে, এতটা আমি আশা করিনি।

আমিও না। —উনপ্লে বললেন : আমার সব চাইতে বড় দুঃখ, আপনার স্ত্রীর অবস্থার কথা ভেবে। তবে দুর্ভাগ্যবশতঃ এসব খবর পেলাম মাত্র আজ সকালে—মানে অনেক দেরীতে। আমি আমার স্ত্রীর জন্তে আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি।

ওকথা বলবেন না উনপ্লে। আজ বুঝেছি, কত বড় দুঃখ আপনি নীরবে সহ্য করে চলেছেন।

দুঃখ ? —উনপ্লে স্নান হাসলেন : এমন অনেকে আছেন, যারা আমার চাইতেও দুঃখী। —দুজনে ঘর থেকে বেরলেন : আপনি লেনক্সের সঙ্গে দেখা করবেন নিশ্চয়ই।

নিশ্চয়ই। তাকে শিক্ষা দিতে হবে ভাল ক'রে।

আমি খুশি হবো তাতে। —উনপ্লে বললেন : আজ আর্গেট্ট আছে তাই। নইলে ওকে গুলি ক'রে মারতাম। জানি, অনেকেই ভাবেন, কেন আমি তা করিনি। কিন্তু ঐ, ঐ বেচারি আর্গেট্টের জন্তে। সে জানতে পারবে—ঐ হত্যার কারণ কি। তারপর তার স্থণ্য মায়ের জন্তে মনটা—না, না, ভাবতেও পারিনে। বিবাহ বিচ্ছেদ বা চাবকানি বা হত্যা—যাই বলুন কেলঙ্কারি ছড়াবেই। তাই আমি আর্গেট্টের মুখ চেয়ে চুপ করে আছি। কিন্তু আপনি—নির্মল, পবিত্র আপনার স্ত্রী কেনা জানে—আপনার কোন ডয় নেই, নেই। এই

পৃথিবীতে অশান্তির জগ্রে কত না নারীকেই একদিন জবাবদিহী দিতে হবে জানিনে।

এরিংটন চুপ ক'রে ছিলেন। উনপ্লের প্রতি সহানুভূতি, শ্রদ্ধা তাঁকে নির্বাক ক'রে দিয়েছে। আধুনিক সমাজের এই একজন শহীদ পুত্রের প্রতি কর্তব্যের অহুরোধে তিলে তিলে দগ্ধ হ'ছেন। জলে পু'ড়ে থাঁক হ'য়ে যাচ্ছে তাঁর অন্তরাআ—কিন্তু চীৎকার ক'রে কাঁদবারও যেন অধিকার নেই তাঁর। এই দৃঢ় চিন্ততাকে সঙ্গ প্রণাম না জানিয়ে উপায় নেই।

যাক, অনেক কিছুই বললাম, মনে কিছু করবেন না।

এরিংটন শুধু বললেন : আপনার সহানুভূতি পেয়ে আজ আমি ধন্য।

হু'জনে করমর্দন করলেন। বিদায় নিলেন এরিংটন।

লর্ড উনপ্লে সোজা গিয়ে ঢুকলেন ক্লারার ডেসিংরুমে। দেখলেন, একথানা সোফায় মাথা রেখে মাটিতে ব'সে আছে সে।

ক্লারা !

চমকে উঠে দাঁড়ালো ক্লারা : তুমি ? এখানে ?

আশ্চর্য লাগচে ? লাগবারই কথা। স্বামী ঢুকেচে স্ত্রীর ঘরে ? —
আশ্চর্যের বৈকি ! তোমাকে আমি কিছু বলতে চাই।

আরো কি বলতে চাও ?

বসো, বলচি। অল্পতেই সারবো আমি ; বেশি বলবার উৎসাহ নেই আমার।

ক্লারা সোফায় বসলো। হাত দুখানা নিজেব কোলের উপর রাখলো অসহায় ভাবে।

উনপ্লে বললেন : তুমি একটু আগে আমাকে বললে, স্পাই। যখন তোমাকে আমি বিয়ে করি—তোমার হাতে আমি সঁপে দিয়েছিলাম আমার নাম, মান, জীবন। কিন্তু আজ তুমি তিনটেই নষ্ট করেচো।

বিশ্বাসঘাতকতা করেচো তুমি—তবু আমি কিছু বলিনি। এরিংটন পরিবাবেব শাস্তি নষ্ট করেচো—সে খবর পেযেচি আমি তোমারই পরিচারিকা লুইসা বেণোর কাছে—আজ সকালে। আজ সকালে তোমাব কাছে তার কাছে ইস্তাফা দেবাব পর সে সব বলেচে আমাকে। একটি সবলপ্রাণা মেয়ের প্রতি তোমার বর্বরোচিত আচরণ, তোমার নিষ্ঠুরতা, তোমার বিশ্বাসঘাতকতা—দুইই আমার আর জানতে বাকি নেই।

তুমি বি-চাকরের কথায় বিশ্বাস করো ?

তুমি লেনক্সের কথায় বিশ্বাস করো কেন ? একটা চাকরের চাইতে সে কোন অংশে বেশি নির্ভরযোগ্য নয়। —উনপ্পে দৃঢ়কণ্ঠে বললেন : তোমাব পরিচারিকা প্রত্যেকটি কথা যেভাবে বলেচে—কয়েকটি ক্ষেত্রে এমন সব প্রমাণ দেখিয়েচে—যে অশ্বাস করবার কোন কারণ নেই। এমন কি, এরিংটন মানবে—তোমাব সঙ্গে লেনক্সের কথাবার্তাও দা হয়েছিল বলেচে আমাকে।স্পাই ! স্পাই তুমি পুঁষেচো তোমার আশেপাশে, আর লেনক্স তোমার মজ্জদাতা, তোমার পরম বিশ্বাসভাজন। তার প্রীতিও তুমি ভায়েলেটের সঙ্গে ভাগাভাগি ক'রে নিচ্চো আশা করি।

কী বলচো তুমি !—দুহাত দিয়ে মুখ ঢাকলো ক্লারা।

ই্যা, হ্যাঁ, মুখ ঢাকো ক্লারা।—উনপ্পে বললেন : ও মুখে আর কোন মাধুর্য নেই, ও চোখে আর কোন স্বর্গীয় স্বপ্ন নেই। নারীত্বের দৃঢ় প্রকাশ আজ তোমার মথ্যে। ক্লারা, ভেবেছিলে আমার চোখ নেই, আমি অন্ধ। তোমার অন্ডায় আচরণ আমার কাছে অবোধ্য। কিন্তু আজ বলি তোমাকে—তুমি যদি আমার এই হৃদয়খানাকে তোমার দুই নিষ্ঠুর হাতের নিষ্পেষণে নিংড়ে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরাতে—তবু, তবু বৃদ্ধি সে হৃদয়গাও ছিল ভালো। কিন্তু আর নয়, আর নয়। এবার শেষ করতে হবে—

বিবাহবিচ্ছেদ চাও নাকি ?—ক্লারা বললো : বেশ. তাই হোক।

বিবাহবিচ্ছেদ ?—হাসলেন উনশ্লে : সে তো অতি সহজেই হ'তে পারে। সাক্ষী সাবুদ তো বাড়িতেই পাওয়া যাবে। কাজেই কৈস জিততে আমার পক্ষে শক্ত হবে না। আর হবেও চমৎকার। কাগজে খবর রটবে, সমাজে কথা রটবে। তোমার বান্ধবীবা হাসবে তোমায দেখে—কেউবা কাসবে তোমায দেখে। আর বুড়ো বয়সে ছেলে যখন জানবে তোমার কীর্তি, ঘৃণায মুখ ফেরাবে—তখন হবে আরো চমৎকার !

নিষ্ঠুর তুমি। এমন যদি কববেই, আমায বিয়ে করলে কেন ?

কেন ? কারণ তখন তোমাকে ভালবাসতাম ক্লারা। প্রাণেব চাইতেও তোমাকে ভালবাসতাম। বিয়েব পব ক'টা দিন তোমার সাহচর্যে পেয়েচি আমি স্বর্গীয় আনন্দ, জানিনে তুমি পেয়েছিলে কিনা। কিন্তু আজ, আজ সে সব স্বপ্ন—অলীক স্বপ্ন ছাড়া কিছু নয়। অ'মাদের স্বথেব সংসারে দেখা দিল যে পুণ্য, কেডে নিলো তোমার মন—তাকে দেবো আমি আমরণকাল অভিশাপ। পাষণ্ডটা এবিৎটনেব জ্বীকেও হস্তগত করবার চেষ্টা করেছিল—পারেনি। সতী নাবীর কাছে তার পাপ কামনা পরাজিত হয়েছে। কিন্তু তোমাকে সে—

ওঃ, আর আমি শুনতে পাবচিনে।—ক্লারা দু'হাত দিয়ে নিজের চুকান চাপলো : যদি চাও, বিবাহবিচ্ছেদের ব্যবস্থা করো, এই মুহূর্তেই করো—আর সহ্য হয় না আমার।

বিবাহবিচ্ছেদ। এত সহজে মুক্তি ?—বল্লেন উনশ্লে : পারলে তোমায হত্যা করতাম !

হত্যা ? আমাকে হত্যা করতে ?—ভয়ে সাদা হ'য়ে গেল ক্লারা।

ই্যা, হত্যা।—আবাব বললেন উনশ্লে : ফরাসী বা ইতালীরা এসং ক্ষেত্রে যা ক'রে থাকে—তাই করতে পারতাম যদি। কিন্তু হায়, আ'গি ইংরেজ—অতি সভ্য, ঘরেব পাপ বাইরে প্রকাশ করতে লজ্জা পাই—তাই, তাই বেঁচে গেলে তুমি। কিন্তু শোনো ক্লারা—

কি ?

আমি তোমাকে পরিত্যাগ করছি।—উনপ্পে বললেন : আর্পেষ্টকে নিয়ে আমি চ'লে যাবো তোমার কাছ থেকে দূরে। যা ইচ্ছে ক'রো তুমি—জানতে আসবো না আমি। আমি কোথায় যাবো, জানাবো তোমাকে—দরকার হ'লে খবর দিরা আসবো। বাঁচাবো তোমাকে লজ্জা থেকে, বিপদ থেকে। আর আর্পেষ্টও জানতে পারবে না তার মায়ের কীর্তি—ছেলের সামনে মাতৃত্বের বলিদান থেকে পাবে মুক্তি। তুমি তার মা, কাছেই তার কাছে তুমি যাতে সম্মান পাও—সেদিকে থাকবে আমার তীক্ষ্ণদৃষ্টি। আমায় বিশ্বাস করতে পারো।

ওগো, তোমার পায়ে পড়ি, আমায় হত্যা করো!—ক্লারা উনপ্পের পায়ের পরে লুটিয়ে পড়লো : আমার ত্যাগ ক'রে যেয়ো না। বরণ ঘৃণা করো, অভিশাপ দাও, আঘাত করো—যা ইচ্ছে করো; কিন্তু আমাকে ছেড়ে যেয়ো না।—উঠে দাঁড়িয়ে স্বামীকে দুহাতে জড়িয়ে ধরলো ক্লারা : আমায় বাঁচাও, বাঁচতে দাও। দয়া করো, ওগো, দয়া করো।

অশ্রুধারা ঝরতে লাগলো তার দু'গাল বেয়ে। উনপ্পে অতি ধীরে ছাড়িয়ে দিলেন স্ত্রীর হাত দু'খানা : তোমাকে ছেড়ে চ'লে যাওয়া ছাড়া আর আমি অত্ৰ কোন উপায় দেখিনে ক্লারা।

কিন্তু আমাকে আর একবারের সুযোগ দাও, আমাকে ভাল হবার পথে এগিয়ে দাও। আমি খারাপ, কিন্তু অসুখীও আমি কম নই। যেদিন থেকে আমি তোমার উপর অত্যাচার করছি—সুখ, আনন্দ সেদিন থেকেই ছেড়ে গেছে আমাকে। তোমার ভালবাসা পাবার—না, না, দয়া পাবার আর কি আমার কোন আশাই নেই ? ওগো, আজ আমার বলতে কি—

আর বলতে পারলো না ক্লারা।

উনপ্পে বললেন : তোমার মনের জোর কতখানি তা তুমি নিজেই জানো না। তবু তোমার কথার উপর নির্ভর ক'রেই অপেক্ষা করবো। লক্ষ্য করবো তোমার আচরণ, অভিজ্ঞায়। পরস্পরের মধ্যে প্রেম আমবা হারিয়েচি। ম'বে গেছে প্রেম। এখন তার মৃতদেহটাকে আগলে বসে থাকা ছাড়া আর আমাদের কিছু করবার নেই, কিছু নেই।

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন তিনি। ধীরে সরিয়ে দিলেন ক্লারাকে।

ক্লারা স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে করুণ স্বরে বললো : একটা চুমু আশা করতে পারি ?

না। এখনো নথ।—আর দাঁড়ালেন না উনপ্পে। চলে গেলেন ঘর ছেড়ে।

দৃঢ় পদক্ষেপের ধ্বনি ক্রমেই গেল মিলিয়ে।

দরজাটা ফাঁক, ক্লারা এবদৃষ্টে দেখলো তার স্বামীর চ'লে যাওয়া। কঠিন পুরুষ। নির্মম। চমৎকার !

হঠাৎ আর্নেস্ট সামনের ঘর থেকে বেরিয়ে ঢুকতে যাচ্ছিল লাইব্রেরি ঘরে। ক্লারা ডাকলো তাকে : শোনো আর্নেস্ট !

মার কাছে এলো আর্নেস্ট। হৃন্দের স্বাস্থ্যবান ছেলে। চোখে মুখে খুশির আনন্দ। আহা এমন ছেলে, অথচ তার দিকে নজর দেবারও সময় পায়নি ক্লারা। নিজেকে নিয়েই নিজে ছিল ব্যস্ত এতদিন। ক্লারা তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। আদরে গলে গেল যেন সে।

কোথায় যাচ্ছিলে থোকন ?

বাবার কাছে। পার্কে বেড়াতে যাবো একসঙ্গে।

ফিরে আমার কাছে আসবে ? আমি থাকবো বাড়িতে।

আসবো মা।

লক্ষ্মী সোনা আমার। এসো, বেড়িয়ে এসো।

‘আগেই ছুটে যাচ্ছিল, আবার তাকে ডাকলো ক্লারা : শোনো শোনো !

ফিরে কাছে এসে দাঁড়ালো আগেই। ক্লারা বললো : আমাকে,
আমাকে একটা চুমু দেবে খোকন ?

দেবো মা।—সাদরে মার গলা জড়িয়ে ধ’রে চুমু দিলো আগেই।

তোমার বাবাকে বলো, তুমি আমাকে চুমু দিয়েচো। বলবে তো ?

বলবো মা।

ভুলে যেয়ো না কিন্তু।

না মা।

লর্ড এরিংটন, উনপ্লে-হাউস থেকে সোজা চলে যাচ্ছিলেন লেনীর সঙ্গে
বোঝাপড়া করতে। খানিকপথ যাবার পর খেয়াল হ’লো তাঁর, থালি
হাতে যাচ্ছেন তিনি। কাজেই ফিরলেন বাড়ির দিকে—চাবুকখানা নিতে
হবে। সামনে দিয়ে একখানা গাড়ি যাচ্ছিল, তাকে ডেকে, তাতে ক’রেই
গেলেন বাড়ি।

বাড়ির কাছে এসে দেখেন, লরিয়ার তাঁর বাড়ির দরজার সামনে
দাঁড়িয়ে ঘণ্টি বাজাচ্ছেন।

আরে, লরিয়ার ! কবে ফিরলে প্যারা থেকে ?—অনন্দে চীৎকার
করলেন এরিংটন !

কালরাত্রে ! তারপর খবর সব ভাল তো ?—লরিয়ার জিগ্যোস
করলেন।

আর ভালো ! চলো ভেতরে বলচি সব।—মরিস দরজা খুলে দিতেই
দ্রুত্বে ঢুকলেন। এরিংটন একে একে সব বললেন তাঁর বন্ধুকে। বলতে
ভুললেন না ক্লারার কথা :

খেলমা নাকি তোমার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে !

শুনে হাসলেন লবিমার। বললেন : বেশ মজাব কথা বলেচেন তো!—মনে মনে বললেন : সে সৌভাগ্য আমি করে আসিনি ফিলিপ, তুমি ক’রে এসেচো।

এরিংটন বললেন : বাড়ী ফিরলাম চাবুকটা নিতে ; লেনীকে সাথেস্তা করতে হবে।

ভাল ক’রে করা দবকাব।—লারমার বললেন : পাজীটা তোমার জীকে অপমান করেছে। মার কাছে গুনলাম।—সব বললেন লবিমার।

বলো কি ? তাই নাকি।—রাগে ফুঁতে লাগলেন ফিলিপ। ওঠো, আর দেবি নখ।

চাবুকটা হাতে নিয়ে বেরুতে যাচ্ছিলেন। এমন সময় ব্রিটা এসে দাঁড়ালো। বললো : আপনি আন্টেনঘোড়ে যাবেন বললেন আমি কিন্তু যাবো আপনার সঙ্গে।

বেশ তো! তুমি জিনিষপত্র বেঁবে নিয়ে শোজা ষ্টেসনে যেযে। আমি লেনীকে সাথেস্তা ক’রে ঐ পথে শোজা যাবো ষ্টেসনে। ওখানেই দেখা হবে।

বাড়ি ফিরবে না ?—লবিমার জিগ্যেস কবলেন।

বাড়ি ? বাড়ি তো আমার কাছে এখন অবশ্যের মত। চলো ভাট। আর দেরি নখ।

পথে একটা খালি গাড়ি পেয়ে চড়ে বসলেন। কিন্তু গাড়িটা খানিকটা যাবাব পব ভাড়ে আটকে গেল। দোর করবার মত মনের অবস্থা নেই ফিলিপের। নেমে পড়লেন তিনি লবিমারকে নিয়ে। গাড়ি ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে জোরে হাঁটতে লাগলেন লেনীর বাড়ির দিকে।

লেনীর বাড়ির দরজার কাছাকাছি শোনা গেল গোলমাল। ব্যাপার কি ? হু’জনে দাঁড়ালেন। দেখেন একদল লোক তাঁদেরই দিকে আসচে। কয়েকজন লোক একটা ট্রেনচাব আনচে ব’য়ে।

স'রে যান, স'রে যান রাস্তা দিন। কয়েকজন চেষ্টায়ে লোক সরাতে লাগিলো সামনে থেকে। স'রে দাঁড়ালেন এরিংটন আর লরিমার। ষ্ট্রেচারে এক আহত লোককে বহন ক'রে তারা সামনে দিয়ে লেনীর বাড়ির দরজায় ঢুকবার সময় সবিস্ময়ে এরিংটন আর লরিমার দেখলেন আহত লোকটি— আর কেউ নয়, লেনী! কী কাণ্ড! মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, রক্তে ভেজা। গালে রয়েছে রক্তের দাগ। গায়ে চাদর, তাতেও রক্তের দাগ। তাঁরা জিগ্যেস ক'রে জানলেন : ষ্টেসনে একখানা চলন্ত ট্রেনে লাফিয়ে উঠতে গিয়ে পা ফড়ে প'ড়ে যায় ট্রেনের আর প্লাটফর্মের মাঝখানে। তাতে দেহের সবটাই প্রায়, ফেংলে, মুচড়ে একসা হ'য়ে গেছে, হাড়গোড় গেছে ভেঙে। জীবনের কোন আশা নেই! অজ্ঞান হ'য়ে আছে এখন। বাঁচবে তো নাই-ই। কাজেই পকেটে ভিজিটিং কার্ড দেখে লোকজন তাকে নিয়ে আসচে বাড়িতে।

আশ্চর্য! এরিংটন আর লরিমার এসেছিলেন লেনীকে উচিত শিক্ষা দিতে। তাকে শাস্তি দেবার জন্তে এরিংটনের হাতে রয়েছে চাবুক— কিন্তু তার আগেই ভগবানই দিলেন ওর শাস্তি। ভগবানের মার ছুনিয়ার বার। এষ্ট ছুনিয়া থেকেই বুঝি তাকে বার ক'রে দিতে চান।

ষ্ট্রেচার ব'য়ে নিয়ে লোকগুলি উপরে লেনীর ফ্লাটে গেল। ঢুকলো লেনীর ঘরে। বিছানায় একখানা যৌন বিষয়ক পত্রিকা প'ড়েছিল, সেখানা সরিয়ে দিয়ে—তুইয়ে দেওয়া হ'লো লেনীকে। মস্তমুস্তের মত এরিংটন আর লরিমারও এলেন লেনীর ঘরে। দাঁড়ালেন লেনীর কাছে।

একটু পরে মনে হ'লো লেনীর জ্ঞান হ'লো। একবার চোখ মেলে চাইলো। চোখ পড়লো তার—এরিংটন আর লরিমারের উপর। ঘটলো মুখ বিকৃতি—ভয়ে, বিস্ময়ে। বুঝিবা যন্ত্রণায়। কথা বলবার চেষ্টা করলো, পারলো না। হাত নাড়বার চেষ্টা করলো, পারলো না। একজন

চান্দরখানা উঠালো একটু। হাত ছ'খানা ভেঙে ছুমড়ে আছে। হাঁটু মোড়া। ঠোঁট কেটে গেছে। একটা চোখে কাগচে দাগ।

মুখ দিয়ে গঁজলা উঠতে লাগলো লেনীর। গৌ-গৌ শব্দ করতে লাগলো সে। একজন ভদ্রলোক এগিয়ে গেলেন কাছে। যতটা সম্ভব পর্যবেক্ষণ করলেন তাকে। পরে মাথা নেড়ে বললেন : নাঃ, কোন আশাই নেই।

সত্যিই, কোন আশাই আর রইলো না। লেনীর গলার মধ্যে ঘড়ঘড়ে আওয়াজ শুরু হ'লো। মরণের লক্ষণ। মরণ তার মারাত্মক হাত দিয়ে চেপে ধরেছে বুঝি লেনীর গলা। চোখ ছ'টো বেরিয়ে আসতে চাইলো বুঝি! একটা অব্যক্ত বেদনায় ছটকট করতে লাগলো সে। কয়েকবার অশ্রুট কি যেন বলতে গেল। বোঝা গেল না। ক্ষমা চাচ্ছিল নাকি? কে জানে! তারপর? একবার মাথাটা ঝেঁকে উঠলো, তার পরেই একপাশে ঢলে পড়লো বালিশের উপরে। পানী ম'রে বাঁচলো।

এরিংটন আর লরিমার নিঃশব্দে নেমে এলেন সিঁড়ি বেয়ে। সঙ্গে নামছিলেন আর এক ভদ্রলোক। বাড়ীওলা। ঐ বাড়ীতেই থাকেন। বললেন তাঁদের : স্ত্রীর লেনক্স মারা গেলেন ক্ষতি নেই। কিন্তু বেচারির বোটি হ'লো বিধবা।

বো?—হ'জনে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইলেন ভদ্রলোকের মুখের দিকে।

ই্যা। বড় ভাল মেয়ে। একবার এসেছিল, কিন্তু কুকুরের মত ভাড়িয়ে দেয় তাকে। কত চিঠি লিখেছে। কোন উত্তর দেয় নি।

কোথায় থাকেন তিনি?

জার্মানীতে, তার এক মাসির কাছে। হাতে মোজা খুনে বিক্রী ক'রে পেট চালায়। একটা মেয়েও আছে।

তাই নাকি?

হ্যাঁ,

হু'জনে বললেন শুধু : পাষণ্ড কোথাকার !

ট্রেনের এখনও অনেক দেরি ! বাড়ি যেতেও আর ইচ্ছে নেই । কাজেই হু'জনে ঢুকলেন এক রেষ্টোরাঁয় । হাতে চাবুকটা তখনো রয়েছে । রাস্তায় ফেলে লাভ নেই । হাতলটা রপেং দিয়ে বাঁধানো । তাতে এরিংটনের নাম লেগা ।

তারা একটা টেবিলে সবে বসেচেন, দেখেন, সাহিত্যিক বো লাভগেস ঢুকচেন । তাঁকে ভেকে বসালেন তাঁদের সামনের চেয়ারে ।

তারপর কি ব্যাপার ? সঙ্গে চাবুক কেন ?—বো জিগেস করলেন ।

এরিংটন সব খুলে বললেন তাঁকে । শুনে বো তো তাজ্জব ব'নে গেলেন । অমন মেয়ে খেলমা, তারও শত্রু থাকতে পারে ? না, সংসারের উপর ঘেমা ধ'রে গেল । ছিঃ ছিঃ ! তবে ভগবান আছেন, তাই বদমায়েসের শাস্তি তিনিই দিলেন । কিন্তু চাবুকটা কাজে লাগলো না ।

এখন চাবুকটা রাখি কোথায় তাই ভাবচি।—এরিংটন বললেন । চাবুকটা আমাকে দেবেন ?

আপনি কি করবেন ?

দরকার মতো কাজে লাগাবো । অনেক কাজে লাগবে ।

নিন তবে ।—এরিংটন বো-কে চাবুকটা দিলেন ।

এমন সময় একজন ছদ্মলোক ঐ রেষ্টোরাঁয় ঢুকলেন । বো-কে দেখে যুহু হেসে অভিবাঁদন জানালেন । বো-ও জানালেন ।

বো বললেন : চেনেন ঔঁকে ?

না ।

উনি হু'জনে বিখ্যাত সমালোচক 'হুইপার' ।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ। আজ আমি যে নাম ক'রেচি, তা ঠিকই রূপায়। ঠিক নির্ভীক সমালোচনা পাঠক সমাজে আমাকে পরিচিত ক'রে দিয়েছে। সমালোচকের জাতি অনেক। অনেকে ধামাধরা হ'য়ে সমালোচনা করে—মানে স্বার্থের জন্ত খারাপকে ভাল বলতেও লজ্জা বোধ করে না। তাদের আমি দেখতে পারিনে। 'পাক্ষ' পত্রিকা আজ বিখ্যাত কেন? তার নির্ভীক সমালোচনার জন্তে। শঠ মিত্রের পাল্লায় পড়ার চাইতে প্রকৃত শত্রুর হাতে পড়া ঢের ভাল।

খাওয়া দাওয়া সেরে তিন জনে বেকলেন। বো বিদায় নিয়ে নিজের কাজে গেলেন। এরিংটন আর লরিমার এগুলেন ষ্টেশনের দিকে। কিছুদূর গিয়ে দেখা হ'য়ে গেল তাঁদের পুরোন বন্ধু ম্যাকফারলেনের সঙ্গে। সেই নরওয়ে থেকে ফেরবার পর এই দেখা। সকলেই খুব খুশি। খেলমার কথা জিগ্যেস করলেন ম্যাকফারলেন। এরিংটন বললেন : ভাল আছে। দেশে গ'ছে বেড়াতে। অর্থাৎ শ্রেফ চেপে গেলেন সব ব্যাপারটা। কী লাভ ব'লে? কী লাভ রটিয়ে? বন্ধু অনেক থাকতে পারে—কিন্তু প্রাণের বন্ধু ছাড়া সবাইকে কি সব কথা বলা যায়?

ম্যাকফারলেনের কাছে অনেক খবর পাওয়া গেল। তিনি নাকি হঠাৎ মাসির সম্পত্তির মালিক হয়েছেন। এসেছেন তাই স্কটল্যান্ড থেকে ইংলণ্ডে বেড়াতে। আছেন লগুনে ইস্টএণ্ডে। মানে, গরীব পাড়ায়। ইচ্ছে ক'রেই আছেন সেখানে। জানতে চান, তাদের অবস্থার কথা। তাছাড়া আছেন ভালই। সবাই সেখানে খাতির করে খুব।

আরো একটা খবর পাওয়া গেল। ডাইসওয়ার্থের খবর। সেই বসকবের প্রাদীপ্রবর। সে নাকি শেষপর্যন্ত দেশেই ফিরে এসেছিল। প্রাদীর পোষাক পরলে কী হবে, স্বভাব যায় না মরলেও। গ্রামে এক পরজীবী সঙ্গে ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে এমনই গভীরভাবে প্রেমচর্চায় মত্ত

ছিল যে—স্বামীটি কখন যে এসে সব দেখে ফেলেছিল, তা' দু'জনেরই খেয়াল ছিল না। তারপর যা হ'য়ে থাকে, প্রহারেণ ধনঞ্জয়। মারু মারু। কোনরকমে প্রাণটা নিয়ে পালিয়েছিল। তাও কি ছাই পালানো যায় সহজে। যা হৌৎকা চেহারা! সেই থেকে আর তাকে দেখা যায়নি।

আরো অনেক আলাপ আলোচনার পর ম্যাকফারলেন বিদায় নিলেন। এরিংটন আর লরিমার চললেন ষ্টেশনের দিকে।

ষ্টেশনে এসে দেখেন, ব্রিটা জিনিষ পস্তর নিয়ে ষ্টেশনে রেডি। ট্রেনের আর বেশি দেরি নেই। দু'খানা টিকিট কিনলেন এরিংটন। লরিমার প্র্যাটফরমে দাঁড়িয়ে রইলেন গাড়ি না ছাড়া পর্যন্ত।

ট্রেন ছাড়লো।

লরিমার বললেন : খেলমা'কে আমার শুভেচ্ছা জানিয়ে।

জানাবো।—এরিংটন বললেন : বিদায় লরিমার।

বিদায়!

সম্পাদক অফিসে আছেন?

ইয়া, আছেন।

তাকে আমার এই কার্ডখানা দাও।

'সপ' পত্রিকার অফিসের বয় বো-লাভলেসের নামের কার্ডখানা নিয়ে গেল। বো ওয়েটিংরুমে গিয়ে বসলেন। তার হাতে সেই এরিংটনের দেওয়া চাবুক। বগলে একখানা পত্রিকা। সেদিনকার 'সপ' পত্রিকা।

একটু পরেই বয় এসে ডেকে নিয়ে গেল বো-কে। সম্পাদক মিঃ গ্রাবস্ ব'সে ছিলেন চেয়ারে। বো-কে দেখে উঠে দাঁড়ালেন : আপনি এসেছেন! কী সৌভাগ্য আমার!

আজ্ঞে না। বড় দুর্ভাগ্য আপনার।—বো বললেন।

তার মানে ?

তারমানে এই যে।—সপ কাগজখানা গ্রাবসের চোখের সামনে মেলে
ধরলেন : এসব কী ব্যাপার ?

কী ব্যাপার ?—গ্রাবস বললেন।

এই যে লিখেচেন—বো পড়তে লাগলেন : লর্ড ক্রস এরিংটন একটি
নরউইজান চাষীর মেয়েকে বিবাহ করিয়াছিলেন বটে। কিন্তু প্রকাশ যে
লেডি এরিংটন শীঘ্রই তাঁহার স্বামীর বিরুদ্ধে বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা দায়ের
করিবেন। কারণ লর্ড এরিংটন সম্প্রতি ব্রিলিয়ান্ট থিয়েটারের এক
অসামান্য সুন্দরী অভিনেত্রীর প্রেমে মত্ত হইয়া আছেন। লেডির
হুর্ভাগ্যের জন্তে আমরা দুঃখিত এবং আশাকরি তিনি শীঘ্রই তাঁহার এই
বিশ্বাসঘাতক স্বামীর হাত হইতে মুক্তি পাইবেন।—এ খবর কে দিচ্ছে
আপনাকে ?

বিশ্বস্তসূত্রে পেয়েছি।

নাম জানতে চাই তার।

নাম জেনে লাভ নেই। তিনি এখন আপনার নাগালের বাইরে।
স্ত্রার লেন্স।

অর্থাৎ আমার হাত থেকে বেঁচে গেল সে।—বো বললেন : শুধুন,
আপনার এই কাগজেই আপনাকে এই খবরের প্রতিবাদ করতে হবে।
ক্ষমা চাইতে হবে এই অজ্ঞায় সংবাদ প্রকাশের জন্তে।

কে বললো অজ্ঞায় ?—রাগ দেখালেন গ্রাবস।

আমি বলছি অজ্ঞায়। ভুল সংবাদ এটা। এঁদের সব খবর আমি
জানি। আমার বিশেষ পরিচিত এঁরা।

হ'তে পারে পরিচিত আপনার। কিন্তু খবর সত্যি !

না। মিথ্যে। ক্ষমা চাইবেন কিনা বলুন।

—

বাস্। আর কথা নয়। শপাং ক'রে চাবুকের এক ঘা গ্রাবসের মুখে।
গ্রাবস্ লাফিয়ে উঠলেন। কিন্তু বো চালালেন চাবুকের পর চাবুক।
দরজা ভেজানো। দরজার দিকে যাতে না এগুতে পারে সম্পাদক, তাই
বো আগে থেকেই দরজা আগলে দাঁড়িয়েছিলেন।

গ্রাবস্ চীৎকার করতে লাগলেন : আমাকে মেরে ফেললো, বাঁচাও।
কে আছ, এসো শীগগীর।

চোপ্‌রাও !—আরো ছ'চার ঘা চাবুক মারতেই গ্রাবস্ টেবিল আর
চেয়ারের মাঝখানে ব'সে আত্মরক্ষা করবার চেষ্টা করলো।

এমন সময় দরজায় ঠক্ ঠক্ শব্দ হ'লো। বো বললেন : কে ?

বাইরে নারীকণ্ঠ শোনা গেল : আমি, মিস ভেরে।

ভেরে ? ভায়োলেট ভেরে ? বো চেয়ার-টেবিলের ফাঁকে গ্রাবসকে
স্নকৌশলে কষাবাত করতে করতে বললো : ভিতরে এসো।

মিস ভায়োলেট ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ ক'রে দিল আবার। বো-য়ের
কাণ্ড দেখে হেসে বললো : আপনি দেখচি আগেই কাজ শুরু ক'রে
দিয়েচেন। ভেবেছিলাম হাতের হুখটা আমি করবো।

করুন না ?—বললেন বো।

আর না, আর না। বাঁচাও।—কাতর অপ্ররোধ করতে লাগলেন
গ্রাবস্।

দাঁড়াও বাঁচাচ্ছি।—ভায়োলেট বললো : কাগজটা কোথায় ? খবরটুকু
দরকার।

এই যে !—বো। এগিয়ে দিলেন হাতে 'সর্প' পত্রিকাখানা।

ভায়োলেট কাগজ থেকে খবরের জায়গাটুকু ছিঁড়ে নিয়ে মুচড়ে গোল
ক'রে নিয়ে গ্রাবসের কাছে ব'সে বললেন : এসো তো প্রাণ, গিলে ফেল
এই পুরিয়াটা। মিথ্যে খবর যেমন উগরেছো, তেমনি গিলে ফেলে দিতে
হবে তোমাকেই।

বো হেসে উঠলেন : বা : চমৎকার তোমার আইডিয়া । ঠিক-
তাই হোক ।

ভায়োলেট বললো : ত্রিলিয়ান্ট থিয়েটারের আসামান্ধা সুন্দরী
অভিনেত্রী বোন দিনই লর্ড এরিংটনের সঙ্গে প্রেম করেনি—বরং
তুমিই আমার পায়ে কিছুদিন গড়াগড়ি দিয়েছিলে—মনে আছে নিশ্চয়ই ।
নাও এখন চিবিয়ে গিলে ফেলো তো চাঁদ । ভাল দেবো ?—ব'লেই
কাগজের পুরিয়াটা গ্রাবসের মুখে ঠুসে দিলো ।

গ্রাবস্ থু থু ক'রে ফেলে দিয়ে বললো : আমাকে ক্ষমা করো । আমি
খবরটা বিশ্বাস ক'রেই লিখেছিলাম ।

তোমার কাগজে তা'হলে বড় স্বীকার ক'রে মাপ চাইবে তো ?
— ভায়োলেট জিজ্ঞেস করলো ।

হ্যাঁ !—চাবুকের কেটে যাওয়া জারগাপুলোয় হাত বুলোতে লাগলো
গ্রাবস্ ।

মনে থাকে যেন । এমো ভায়োলেট যাই !—বো ভালোমানুষের মত
ভায়োলেটকে নিয়ে সম্পাদকের ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন ।

লেনীর মতাসংবাদ পেয়ে সুদূর জার্মানীর এক গ্রামে একটি নারী
ফেললো শুধু অশ্রুধারা । লেনীর হতভাগিনী স্ত্রী । আর কেউ নয় ।
তার কোন প্রশ্নখিনিও নয় ।

ক্লারাও খবরটা পেল । তখন সে একফাট্টের ভুলে দৈবিল গুছোচ্ছিল,
লর্ড উনপ্লে কাগজখানা হাতে ক'বে এনে প'ড়ে শোনালেন লেনীর মৃত্যু
সংবাদ । মাঝে মাঝে লক্ষ্য করতে লাগলেন ক্লারার মুখের অবস্থা ।
ক্লারার মুখ ফ্যাকাসে ।

উঃ, কী ভয়ংকর মৃত্যু !—মন্তব্য করলেন উনপ্লে : তোমাকে এত
তাড়াতাড়ি খবরটা বোধহয় না দিলেই পারতাম । ধাক্কা সামলানো
কষ্ট হবে তোমার পক্ষে ।

না।—ক্লারা বললো : লেনীর মৃত্যুতে আমার দুঃখ করবার কিছু নেই। বরং, বরং আমি সুখী।

সুখী ?

হ্যাঁ।

ক্লারা। তুমি কি বদলে গেলে ?

ওগো, অনেক অগ্নায় কবেচি আমি অনেক কষ্ট দিয়েচি তোমাকে।

—স্বামীর পানের কাছে ব'সে পড়লে' ক্লারা !

উনশে তাড়া গাড়ি তাকে বাপা দিতে গেলেন, পাবলেন না।

ক্লারা স্বামীর পা ভড়িয়ে ধ'রে বললো : ওগো, আমার যথেষ্ট শিক্ষা হ'য়েচে, আব না। আমাকে 'তার আঘাত' ক'রো না। আমি তোমার পাখের কাছে প'ড়ে ক্ষমা ভিক্ষা ক'বাচ। অবশ্য, তোমার ক্ষমা পাবার যোগ্য আমি নই। ক্ষমা না কবতে পারো, দণ্ডা—দণ্ডা ক'রো আমায়।

লর্ড উনশে দ্বীপ হাত দুখানি ধ'বে সাদবে উঠালেন। তার গায়ে মথায় সম্মুখে বুলিয়ে দিলেন হাত। কাছে টেনে নিলেন তাকে বুকে টেনে নিলেন। বললেন : আজ থেকে তোমায় আবার টেনে নিলাম আমায় এই বুকে।

অনন্তর ক্লারা স্বামীর বুকে মুখ লুকোলো। তার চোখে অশ্রুধারা।
আনন্দাশ্রু।

হতভাগিনী কিরে পেলো স্বামী, পুত্র, সংসার। আবার হ'লো সৌভাগ্যবতী।

কিস্তি খেলমা ?

সৌভাগ্যবতী খেলমা এখন হতভাগিনী। স্বামী-সংসার ছেড়ে দিয়ে

চলে গেছে সে, যেখান থেকে এসেছিল এই ছল-চাতুরীর দেশে। বহু
হরিণী এসেছিল ছ'দিনের জন্তে নকল সভ্যতার রং বাহারের মাঝে,
মানুষের মুখোস আঁটা হিংস্র পশুর মাঝে। তাদের আক্রমণে ক্ষত বিক্ষত
হ'লো সে।

কিন্তু এমনি করেই কি তার দিন যাবে? সব পেয়েও সব-হারানো
খেলমা ফিরে পাবে না তার হারানো সুখ, মনের শান্তি?

কে জানে?

দীর্ঘ ছায়ার
দেশ

আল্টেন ফোর্ডে রাত্রি। দীর্ঘ রাত্রি। শীতের রাত্রি।

*পাহাড়গুলো জমাট বরফ মাথায় ক'রে দাঁড়িয়ে আছে রাত্রির অন্ধকারে। পাইন গাছগুলোয় নেই পাতা। ডালে নেই পাখীর বাসা। উত্তরে হাওয়া সে'। সে'। ক'রে ব'য়ে চলেচে গাছের ডালের ফাঁকে ফাঁকে।

শূঁথ ঘুমুচ্ছেন। কোথায় ঘুমুচ্ছেন আলোর রাজা? সোনার বর্ম পরা, বর্শা ধরা রাজা কোথায় পেলেন জিরুবার জায়গা? আর এত ঘুম? মত্ত-ঘুম নাকি?

মধ্যরাত্রির অন্ধকার। ঘড়িতে কিন্তু বেলা চারটে মাত্র।

টেলভিগ গ্রামে লোভিসার ভাঙা ঘরের সামনে বরফ জমা পথের 'পরে দাঁড়িয়ে আছে একখানা স্লেক্স, বগা হরিণ জোড়া। মাথায় তাদের শিং, গলায় ঘণ্টি বাঁধা। লাগাম ব'রে ব'সে আছে চামড়ার পোষাক পরা এক ল্যাপ-ছেলে।

লোভিসার ঘরে এসেচেন ওলাফ গুল্ডমার। লোভিসা মৃত্যুশয্যায়। উলরিকাকে দিয়ে ভেকে পাঠিয়েচে লোভিসা। তাই না এসে পারেন নি ওলাফ।

মাথার তলায় আর একটা বালিশ দিয়ে লোভিসার মাথাটা উঁচু ক'রে দিল উলরিকা। প্রদীপের ক্ষীণ আলোয় লোভিসার মুখে-চোখে কুটে উঠেচে মৃত্যুর বিভীষিকা।

ওলাফ!—লোভিসা ক্ষীণকণ্ঠে বললো : আজ তোমাকে একটা কথা বলতে চাই।

বলো।

মৃত্যুর আগে সে কথা না বললে আমি বোধহয় মরতেও পারবো না।
—হাঁফাতে লাগলো লোভিসা : জানো ওলাফ, আমি তোমাকে ভালোবাসতাম। কিন্তু তুমি বিয়ে করলে আর একজনকে—থেলমার

মাকে । তাই, তাই আমি সহ্য করতে পারলাম না । আমি—!—থামলে
লোভিসা ।

বলো, থামলে যে !—ওলাফ উৎকণ্ঠিত ।

তাই আমি—ই্যা, আমিই তোমার জীকে হত্যা করেছি !

হত্যা করেছিলে তাকে ?

ই্যা । তুমি তা কোনদিনই জানতে পারতে না জানি—কিন্তু, আঙ
নৃত্যর দুয়ারে দাঁড়িয়ে বলে যেতে চাই আমাব কুকর্মের কাহিনী—স্বীকার
করতে চাই আমার পাপ ।

উঠে দাড়ালেন ওলাফ : ভেবেচো, ঐ পাপের কথা ব'লে পাপের
বোঝা হাক্ক করবে রাক্সসী ? ভুল । ভুল । বলো, তাকে কী ক'রে
হত্যা করেছিলে ? আশ্চর্য, আমি বুঝতেই পারিনি ।

পারবে কি ক'রে বুঝতে ? আমি তাকে আমার এই পাপ হাত দিয়ে
তো ছুঁইনি ।—লোভিসা বললো : তোমাব জী পাহাড়ে বেড়াতে এসে যে
পাথর পানায় প্রায়ই বসতো—সেটা আমি নড়িয়ে নড়িয়ে ঢিবে
ক'রে রেখেছিলাম । সে খানায় সে বসতে গিয়ে প'ড়ে গেল নীচেয় ।
তবু ভাগ্য ভালো—তোমার কচি মেয়েটা খেলমা প'ড়ে মরেনি তার মার
সঙ্গে । তখন সে তার মার কোলে ছিল না ।

ওঃ ! রাক্সসী ! তোর নরকেও স্থান হবে না ।—ওলাফ বললেন ।

জানিনে, কোথায় আমার স্থান হবে । কিন্তু এই কথাটুকু বলে যেতে
পারায় অন্ততঃ এখন, এখন অনেকটা শান্তি পেলাম ওলাফ প্রিয়তম !...
উলরিকা, আমাকে ধর, ভালো ক'রে ধর ! উঃ ! কী অন্ধকার ! ঘরে
আলো নেই ?

আছে ।—উলরিকা বললো ।

তবু তবু এত অন্ধকার ' না, আমার চোখে অন্ধকার । কিন্তু সাদা সাদা
ওরা কারা ? আবছা আবছা । ঘুরচে আমার সামনে । উলরিকা, ওরা কেন ?

কারা

ওই যে ওরা। আমাকে চেপে ধর উলরিকা।—লোভিসা অস্থির হ'য়ে উঠলো। চোখ দুটো তার ঘোলাটে, লক্ষ্যহারা।

লোভিসার মাথাটা চেপে ধরলো উলরিকা নিজের বুকের মধ্যে। কিন্তু পারলো না। মাথাটা হেলে পড়লো একটু পরেই। সব শেষ।

বনের মধ্যে দিয়ে স্নেজ চলেচে। বরফ জমা পথে পিছলে চলেচে স্নেজ। বন্যা হরিণদের গলার ঘটি থেকে শব্দ হ'চ্ছে বুন বুন বুন বুন। তাদের পুরের আওয়াজ হচ্ছে খুট খুট খুট খুট। ল্যাপ ছেলেটা রাশ টেনে ধ'রে আছে। স্নেজে চূপ করে ব'সে আছেন গুলাফ।

বাড়ি ফিরচেন গুলাফ। ভাবচেন মনে মনে : লোভিসার ডাকে বুঝি না এলেই হ'তো। অন্ততঃ শুনতে হ'তো না তাঁর জীব ঐ হত্যা-কাহিনী। স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েচে ব'লেই সাস্থনা ছিল তাঁর মনে। কিন্তু একজনের অদৃশ্য হাত ছিল এই মৃত্যুর মধ্যে—তা তিনি ভাবতেও পারেননি কোন দিন।

হঠাৎ উঠলো ঝড়। বরফের ঝড়ো হাওয়া মুখে এসে লাগলো। মেঘ উঠলো ডেকে। বিজ্যৎ দেখা দিল আকাশ চিরে চিরে।

কর্তা, ঝড় এলো যে।—পেছন থেকে ল্যাপ ছেলেটা বললো।

দেখচি তো তাই। সাবধানে চালা।

আজ্ঞে হ্যাঁ কর্তা!

আর এই বনটুকু পার হ'লেই তো বাড়ি।

আজ্ঞে হ্যাঁ কর্তা।

এমন সময় হঠাৎ বিজ্যৎ উঠলো চমকে, কড় কড় কড়াৎ ক'রে জোরে মেঘ ডেকে উঠলো। ভয় পেয়ে গেল হরিণগুলো। থমকে দাঁড়ালো একবার। তারপর প্রাণপণে ছুটতে লাগলো তারা। সঁ সঁ ক'রে

ছুটতে লাগলো স্নেজ। সোঁ সোঁ ক’রে বইতে লাগলো উত্তরে হাওয়া, বরফ হাওয়া। ল্যাপ ছেলেটা রাশ টেনে রাখতে পারলো না। জেপ্টা করলেন ওলাফ, পারলেন না। চীৎকার করতে লাগলেন ওলাফ—কোন ফল হ’লো না। তীরের মত ছুটতে লাগলো স্নেজ। হঠাৎ মনে হ’লো—
 অদূরে পথটা নীচু—হ্যাঁ নীচুই তো! সর্বনাশ। দেখতে দেখতে সেখানে হুমড়ি খেয়ে পড়লো হরিণগুলো, স্নেজটা গেল উন্টে। ওলাফ ছিটকে পড়লেন দূরে, ল্যাপ ছেলেটাও। দুজনেই অজ্ঞান।

ওলাফের জ্ঞান হ’তে দেখলেন, তাঁর বাড়ির খাটে শুয়ে তিনি। পাশে দাঁড়িয়ে ভেল্ডিমার, তাঁর অমুচর। সারা অঙ্গ ছ’ড়ে গেছে। মাথায় ফেটি বাঁধা, সর্বাঙ্গে ব্যাণ্ডেজ।

চোখ মেলে চাইলেন ওলাফ : ছেলেটা কোথায় ?

নেই।—ভেল্ডিমার বললো।

বেচারী।—ওলাফ বললেন : আমি মরলাম না কেন ? আমাকে বাঁচালে কেমন ক’রে ?

ভেল্ডিমার বললেন : সারারাত্রেও যখন ফিরলেন না আপনি, তখন খোঁজ করতে গিয়ে দেখি স্নেজ উন্টে প’ড়ে আছে। একটা ব্লা হরিণ নেই, বোধহয় বেঁচে গেছে, আরগুলো ম’রে প’ড়ে আছে। ল্যাপ-ছেলেটাও। আপনি অজ্ঞান হ’য়ে আছেন। কোন রকমে স্নেজে চাপিয়ে টেনে এনেছি বাড়িতে।

বন্ধুর কাজ করেচো বটে, কিন্তু না বাঁচালেই পারতে ভেল্ডিমার। বাঁচবার আর ইচ্ছে আমার নেই। লোভিসার মুখে যা শুনলাম, আশ্চর্য !

কি ?

সেই নাকি আমার জ্ঞাকে হত্যা করেছে। যে পাথরটায় বসতো সে প্রায়ই, সেটা নাকি নড়িয়ে রেখেছিল ঐ রাক্ষসী।

কী কাণ্ড !

নারীর প্রতিশোধ, ভেল্ডিমার—একে বলে নারীর প্রতিশোধ। তবে খেলমা বেঁচে গেছলো ঈশ্বরের ইচ্ছায়। ভেল্ডিমার, কাগজ কলমটা দাও তো, খেলমাকে একথানা চিঠি লিখি। হয়তো আর তার সঙ্গে দেখা হবে না।

আশ্চর্য, তার আগের দিনই এসে গেছে খেলমার চিঠি খামে মোড়া। চিঠিখানা প’ড়ে আছে ঐ ঘরেই তাকের উপর। ভেল্ডিমার জানেও। কিন্তু ওটা যে খেলমার কাছ থেকে আসা চিঠি জানতো না। আর ঐ বিপদের সময় চিঠির কথাও সে বলতে ভুলে গেল।

ওলাফ কাঁপা হাতে ধ’রে ধ’রে চিঠি একথানা লিখলেন। পরে ভেল্ডিমারের হাতে দিয়ে বললেন : আমি যখন থাকবো না এই পৃথিবীতে, তুমি পাঠিয়ে দিও এই চিঠি খেলমা মায় কাছে। লিখে দিও, এই পৃথিবী ছেড়ে যাবার আগে তোমার বাবা আশীর্বাদ ক’রে গেছেন তোমাদের হৃদয়কে।—আর একটা কথা ভেল্ডিমার—

বলুন কর্তা !

আমার মনে হচ্ছে, আমার দিন ঘনিয়ে এসেছে।—ওলাফ বললেন : দেহ হয়েচে চূর্ণ, মন গিয়েচে ভেঙে, এ অবস্থায় বেঁচে থাকাও বিড়ম্বনা। শক্তির পুরুষের পক্ষে শক্তিহীন হ’য়ে বেঁচে থাকা মানেই মৃত্যু ! তুমি আমার একটা কথা রাখবে ?

নিশ্চয়ই কর্তা।—ভেল্ডিমার বললো : আপনার কাছেই আমার যা কিছু শিক্ষা ! আপনার কথা আমার কাছে আদেশ বলেই জানবেন।

গ্লান হেসে বললেন ওলাফ : আমার কি ইচ্ছা জানো ?

বলুন !

‘আমার অগ্নি-সমাধি ক’রো !

অবাক হ'য়ে গেল ভেল্ডিমার : তার মানে ?

আমার ইচ্ছে অগ্নিকেই আমার দেহ করবো সমর্পণ ! এমনি একটা আদেশই আমি পেয়েচি কাল অর্ধ-অচেতন অবস্থায় ।

ভেল্ডিমার কাঁপা গলায় বললো : কিন্তু এ কাজ আমাকে দিয়ে কেন কর্তা ?

ওলাফ আবার হাসলেন : তুমি ছাড়া আমার কে আর বন্ধু আছে বলো ? আমার ইচ্ছে কি পূর্ণ করবে না বন্ধু ?

ভেল্ডিমার চূপ ক'রে রইলো ।

আমার শেষ ইচ্ছা বন্ধু !—জিজ্ঞাস্য দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন ওলাফ ভেল্ডিমারের দিকে : বলো ?

মুখ ফিরিয়ে ভেল্ডিমার বললো : বেশ, তাই হোক !—ব'লেই চূপ করো রইলো । তার চোখে দেখা দিল জল । ওলাফের চোখ এড়ালো না ।

বললেন : তুমি কাঁদাচো ? তোমার চোখে জল ? আমি চ'লে যাবো ব'লে ? বোকা । আমি যাবো ঈশ্বরের কাছে, তাতে কাঁদবার কী আছে ? এক বাড়ি ছেড়ে অত্র বাড়ি যাওয়া । এতে দুঃখ পাবার কিছু নেই, কিছু নেই—ভেল্ডিমার !

পরদিন ।

সারাদিন কোন রকমে কেটে গেল । ওলাফ শান্ত হ'য়েই শুয়েছিলেন । তবে মাঝে মাঝে বিড় বিড় করে কী যেন বলছিলেন আপন মনে । ভেল্ডিমার কাছেই ছিল । মাঝে মাঝে খাওয়ানোর চেষ্টা করছিল, কিন্তু ওলাফ খেলেন না কিছুই । ডাক্তারে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়েছিল তাঁর সারা অঙ্গে, মাথায় ফেটি বাঁধা । যন্ত্রণা তিনি মুখ বজেই সহ্য করছিলেন—মঞ্চ দিয়ে প্রকাশ করেননি একবারও ।

কিন্তু বিকেলের দিকে চঞ্চল হয়ে উঠলেন ওলাফ। বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে চাইতে লাগলেন এদিক ওদিক। চোখ ছুটো বিস্ফারিত—লাল, যেন আগুনের গোলা ছুটো।

ভেল্ডিমার চিন্তিত হ'য়ে পড়লো, ভয় পেয়ে গেল। বললো : কর্তার কি কষ্ট হচ্ছে ?

উঁ : !— শুধু বললেন ওলাফ।

ডাক্তার ডাকবো ?

না।—হঠাৎ কণ্ঠস্বর দৃঢ় হ'লো ওলাফের : ভেল্ডিমার !

বলুন—

বলুন !

আমাকে সমুদ্রে নিয়ে চলো। এঘরে আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হ'য়ে আসচে ; এই অবস্থায় সমুদ্রে !

হ্যাঁ।—উঠে দাঁড়াতে গেলেন ওলাফ। কিন্তু মাথা ঘুরে প'ড়ে যাচ্ছিলেন তিনি, তাড়াতাড়ি ধরলো ভেল্ডিমার তার বলিষ্ঠ বাহুর মধ্যে।

জ্ঞান নেই, অজ্ঞান। কর্তার আজ্ঞা, সমুদ্রে নিয়ে যেতেই হবে। ভেল্ডিমার বুদ্ধকে তুলে নিল কাঁধে। বেরুলো বাড়ি থেকে। এগিয়ে গেলো ফোর্ড নদীর দিকে। ঘাটে বাঁধা কর্তার নৌকো ভ্যালকিরি। সাবধানে নৌকোয় উঠলো ভেল্ডিমার। ওলাফকে গুইয়ে দিলো নৌকোর পাটাতনের উপর। বলিষ্ঠ বৃদ্ধ। অচৈতন্য। শুভ্র কেশরাশি কাঁধের উপর। শুভ্র শ্মশ্রুশিমে পুরুষালি মুখখানি ঢাকা। চারিদিকের বরফের শুভ্রতা। ভেল্ডিমার তাঁর পাশে হাঁটু গেড়ে বসে কাঁদতে লাগলো।

খানিক পরে জ্ঞান হ'লো ওলাফের। নিশ্চয় মনেই যেন বলতে লাগলেন : এসেছি, হে সমুদ্র, এসেছি তোমার কোলে। কৈ, চালাও, তরলী। দেরি কেন ? হাওয়া তো বইচে।—হাতে ভর দিয়ে মাথা উঁচু করে বললেন : ভেল্ডিমার, এইবার, এইবার তোমার কথা রাখো।

ক কথা কৰ্তা ?

সেই অগ্নি-সমাধিৰ কথা। ভালকিৰিতে ধৰাও আগুন !

আগুন !

হ্যা, অগ্নিৰ কাছে দেহ সমৰ্পণ কৰবো আমি। আমাৰ শেৰ ইচ্ছা।
কথা রাখো ভেল্দিমার।

এত তাড়াতাড়ি ?

ইয়া। আৰ দেৱি নয়।

অগত্যা ভেল্দিমার আস্তে আস্তে নেমে গেল তরুণীৰ নীচের ডেকে।
খানিক পরেই অপরাধীৰ মত নত মস্তকে উঠে এসো উপরে। একটু
পরেই উপরে উঠতে লাগলো ধোয়া—কালো ধোয়া। ভেল্দিমারেৰ
চোখেও যেন সব ধোয়া !

একটু পরেই আগুনের লেলিহান শিখা নৌকোৰ পাটাতন ভেদ ক'ৰে
দাউ দাউ ক'ৰে অলে উঠলো। সন্ধ্যাৰ লাল আলোকেৰ সঙ্গে মিশলো
আগুনেৰ লাল শিখা।

ভেল্দিমার, নেমে বাও নৌকো থেকে।—আদেশ কৰলেন ওলাফ :
খুলে দাও নৌকো।

না, না, আমিও যাবো আপনাৰ শেষ যাত্রায়।

তা হয় না ভেল্দিমার। বাধা দিও না, যেতে দাও। খুলে দাও দড়ি।

ভেল্দিমার নেমে এসো নৌকো থেকে ! চোখ ফেটে জল বেরুচে
তাৰ। কৰ্তা। কৰ্তা। এ তোমাৰ কী খেয়াল ? কিন্তু উপায় নেই।
আদেশ মানতেই হবে। খুলে দিতে হবে দড়ি।

তবু একবাৰ অন্তনয় কৰলো : কৰ্তা !

আৰ কোনো কথা নয়। বিদায় ভেল্দিমার। ঈশ্বৰ তোমাৰ মঙ্গল কৰুন।

থরথর ক'ৰে কাঁপতে লাগলো ভেল্দিমার। চোখ দিয়ে ঝরতে
লাগলো অবিরত অশ্রুধারা।

হাওয়ার মুখে ভেল্ডিমার খুলে দিল দড়ি ।

জলন্ত নৌকো স'রে গেল তীর থেকে । স'রে গেল দূরে, আরো দূরে ।
আর যেন দেখা যায় না । ঘুরে দাঁড়ালো ভেল্ডিমার ।

ফোর্ডের মাঝদরিয়ায় জলচে নৌকো । ওলাফের সাধের ভ্যালকিরি ।
বুক জলচে ওলাফের । বুক জলচে ওলাফের নৌকোর । ওলাফকে বুক নিয়ে
নৌকো জলচে । অগ্নি সমাধি । তারপরেই জলের তলে সলিল সমাধি ।
শান্তি ।

হে ঈশ্বর, তোমারই জয় হোক !—উঠে দাঁড়াতে গেলেন ওলাফ ।
পা কেঁপে উঠলো । কেঁপে উঠলো জলন্ত নৌকো । আগুন এসে ধরলো
ওলাফের সারা অঙ্গ । নৌকোর মান্ডলখানা ভেঙে পড়লো সশব্দে ।

তীরে দাঁড়ানে! ভেল্ডিমার এবার ঘুরে দাঁড়ালো ।

দেখলো, ভ্যালকিরি জলচে । জলচে ওলাফ ।

কর্তা গো—ব'লে কৈদে ব'সে পড়লো ভেল্ডিমার ।

ভেল্ডিমার ফিরে গেল ওলাফের বাড়ির দিকে ।

ওলাফের বাড়ির কাছাকাছি এসে দেখে একখানা স্নেজ দাড়িয়ে । কে
এলো ? স্নেজের ল্যাপ-ছোকরাকে জিগ্যোস ক'রে জানলো, কর্তার মেয়ে
এসেচেন বিদেশ থেকে !

খেলমা?—ছুটে গেল ভেল্ডিমার ভিতরে ।

হ্যাঁ । খেলমাই বটে । খালি বাড়ি । খেলমা আশা ক'রেছিল,
বাবা বেরিয়ে এসে তাকে বুক তুলে নেবে । কিন্তু বাবাকে সামনে না
পেয়ে তন্ন তন্ন ক'রে এবর ওঘর খুঁজতে লাগলো, কোথাও পেলোও না
দেখা । তবে বাড়ি যখন খোলা, নিশ্চয়ই কাছাকাছি কোথাও আছেন ।
হয়তো বাগানে । ঘর থেকে বেরিয়ে বাগানে যাচ্ছিল খেলমা—সামনে
পড়লো ভেল্ডিমার । রুদ্ধ কেশ, চোখ ছ'টো লাল ।

বাবা কোথায় ?

চুপ ক'রে রইলো ভেল্ডিমার ।

বাবা কোথায় বলো ।

ভেল্ডিমার দূরে ফোর্ড নদীতে জলস্ত নৌকাখানা দেখিয়ে বললো : ঐ
যে, ওখানে ।

তাব মানে !

ভ্যালিকির পুডচে, পুডচেন কর্তা ।

কী বলচো তুমি ?

ই্যা, কর্তার ইচ্ছে । আর আমার কম্মো !—ভেল্ডিমার সব খুলে বললো ।

পথক্রান্ত খেলমা ভেঙে পড়লো যেন । একটুর জগ্গে বাবার সঙ্গে
দেখা হ'লো না । বিছানায় গুটিয়ে প'ড়ে কাদতে লাগলো সে : এখানে
এসেছিলাম একটু শাস্তির জগ্গে । ভগবান, সেটুকুও দিগে না তুমি !
তোমার ক'ছে এত কি দোষ করেচি ভগবান !

খেলমার কাগ্না দেখে ভেল্ডিমারের চোখের জল গেল শুকিয়ে, দেখলো,
বেগতিক ব্যাপার । তাড়াতাড়ি ছুটি গেল উলরিকার কাছে । সব বললো
তাকে । ডেকে আনলো তাকে খেলমার কাছে । মেয়েদের হুঃখ—মেয়েরাই
ব্রাব'খন ভাল ক'রে । এসময় খেলমাব কাছে উলরিকা থাকা ছাড়া আর
কাবোর কথা মনেও পড়লো না তার । উলরিকা ! খেলমাকে সেও জালামনি
কম । তবে সে উলরিকা আর নেই । পাত্রীপ্রবরের কাছে কাজ করবার
সময় উলরিকা ছিল রাহুগ্রস্ত । এখন সিগার্ডকে হারিয়ে বদলে গেছে সে ।
বোঝে, পরের অমঙ্গল করতে গেলে নিজের অমঙ্গল হয় আগে ।

ছুটে এলো উলরিকা । বুকে তুলে নিল খেলমাকে । সাস্তনা দিল তাকে ।
বললো সব কথা । শুনলো অনেক কথা । জানলো, খেলমা সন্তানসম্ভবা ।

অতএব সাবধানে রাখলো তাকে । যত্ন করতে লাগলো তাকে । ভুলিয়ে
ভালিয়ে কিছু খাওয়ালো তাকে । মায়ের স্নেহে তাকে ঘিরে রাখলো উলরিকা ।

আমাই কেমন আছেন ?—একদিন জিগোস করলো, উলরিকা ।

ভালো ।—বললো খেলমা ।

আসবেন না এখানে ?

জানিনে ।—কথাটা চাপা দিলো খেলমা ।

ভেল্ডিমার তাক থেকে বার ক’রে দিয়েচে খেলমার হাতে খেলমারই চিঠি । ওলাফের চিঠিখানিও দিয়েচে খেলমাকে । খেলমা পড়েচে সে চিঠি । বাবার আশীর্বাদ । মাথায় ঠেকিয়েচে সে চিঠি । সে চিঠি বুকে নিয়ে ঝেঁদেচে সে । শেষ বিদায় নেবার সময়ও বাবা ভোলেনি তাকে । বাবা । বাবা গো ।

কাদতে থাকে খেলমা ।

কয়েকদিন পরে পেটে বেদনা বোধ করলো খেলমা ।

রাত্রি তখন । কাছে শুয়ে উলরিকা । পাশের ঘরে ভেল্ডিমার । খেলমার ডাকে উঠলো তারা । উলরিকা বললো ভেল্ডিমারকে ডাক্তার ডাকতে । ছুটলো ভেল্ডিমার স্নেজ নিয়ে । কিন্তু শোনা গেল, ডাক্তার গেছেন রোগী দেখতে সহরে, কাল ফিরবেন । ফিরে এলো ভেল্ডিমার ।

ততক্ষণে খেলমা প্রসব করেছে এক মরা ছেলে । লর্ড এরিংটনের উত্তরাধিকারী প্রাণহীন শিশু ভূমিষ্ঠ হ’লো এক আধ অন্ধকার ঘরে—উলরিকার অনভ্যস্ত হাতে । টানাটানা চোখ ছ’টি চিরনিদ্রায় মূদে আছে । কৌকড়ানো চুলে মাথা ভরা । যাকে তুমি নিয়ে নাও, তাকে অত সাজিয়ে পাঠাও কেন ঈশ্বর ! লোভ দেখাও নাকি ?

ভেল্ডিমার ছোট্ট কফিন তৈরী করলো । ছোট্ট শিশুটিকে তাতে শুইয়ে দিলো । বাগানে গর্ত ক’রে কফিনটা রেখে মাটি চাপা দিল ভেল্ডিমার । স্বর্গীয় শিশু এলো ধরায়—এ পৃথিবীর দেখলো না কিছুই ।

সমাধিস্থ হ'য়ে রইলো মাটির বুকে হয়তো মাটি কেনা ছিল তার, তাই
এই মাটিতে আসা।

খেলমা কাঁদলো না। দাঁতে দাঁত চেপে রইলো। বুক ভ'রতো তার,
কোল ভ'রতো তার—কিন্তু ভরলো না কিছুই। সব হারাতে বসলো নাকি
খেলমা। স্বামী নেই কাছে, বাবা গেছে ছেড়ে, ছেলে এসেও গেল চ'লে।

জামাইকে খবর দেবো?—উলরিকা জিগ্যেস করলো।

দরকার নেই।—খেলমা বললো।

একবার খবরটা জানানো দরকার তো?

লাভ নেই। আসবেন না তিনি।

আসবেন না?

না।

চুপ ক'রে গেল উলরিকা।

এমন সময় একখানা স্নেজের শব্দ শোনা গেল বাইরে। জানাল
দিয়ে তাকালো উলরিকা। কী আশ্চর্য, স্নেজে ব'সে এরিংটন, আর
ল্যাপ ছোফরার পাশে ব'সে সেটা চালাচ্ছে ব্রিটা।

খেলমা, জামাই আসচেন। ব্রিটাও।

খেলমার প্রাণ নেচে উঠলো। প্রসবের পর দুর্বল, তাই বিছানা ছেড়ে
উঠতে পারলো না।

বাইরে ছুটে গেল উলরিকা। একটু পরেই ছুটে এলো ঘরে ব্রিটা :
ত্রোকেন, দিদি, এসেচি আমরা।—খেলমাকে জড়িয়ে ধরলো সে।

পেছনে তার ঢুকলেন এরিংটন। মুখে হাসি। হাসলো খেলমাও।
স'রে দাঁড়ালো ব্রিটা। খেলমার কাছে গেলেন এরিংটন। ঘর থেকে
বেরিয়ে গেল ব্রিটা।

খেলমা ।—খাটের পাশে বসে জড়িয়ে ধরলেন তাকে : আমি এসেছি
তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে । সোনা আমার, লক্ষ্মী আমার ।

আমীর কাঁধে মাথা রাখলো খেলমা । চোখে জল ।

ব্রিটা রান্নাঘরে ব'সে উলরিকার সঙ্গে গল্প করছিল । তার দিদিমার
মৃত্যুর খবর পেলো, আরো অনেক নতুন খবর জানলো তার কাছে ।
এভাবে তার দিদিমা যে খেলমার মাকে হত্যা করেছে সে কথা চেপে গেল
উলরিকা । কী হবে ব'লে ? বেচারী মনে কষ্ট পাবে । বরং উলরিকা
ব্রিটার কাছে ইংলণ্ডের গল্প শুনতে চাইলো । ব্রিটা হাত-পা নেড়ে নানা
গল্প বলতে লাগলো তাকে । শেষে বললো : মাগো, ওসব দেশে আবার
মাছুষ থাকে ? কেবল ফ্যাশন করতেই ব্যস্ত । কেউ কাউকে দেখতে
পারে না । আর কেলেংকারীর কথা সব আর বলা যায় না ।

হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো ব্রিটা । বললো : দেখে আসি খেলমা দিদির
যদি কিছু দরকার থাকে ।

গেল সে খেলমার ঘরের কাছে । দরজার কাছে ব্রিটাকে দেখে এরিংটন
ডাকলেন তাকে ভিতরে । এরিংটন বসেছিলেন তেমনি ভাবেই খেলমার
বিছানার পাশে, আর তাঁর বুকে মাথা রেখে নিশ্চিন্ত হ'য়ে শুয়ে আছে খেলমা ।

এরিংটনের ডাকে ব্রিটা এলো ঘরে । এরিংটন বললেন খেলমাকে :
জানো, ব্রিটা না থাকলে আমার হয়তো এত তাড়াতাড়ি আসা হতো না
এখানে । এদিককার সব জানা আছে ওর । তাছাড়া ব্রিটা যা প্লেজ
চালালো—ওঃ, চমৎকার । পাকা ওস্তাদ মেয়ে তোমার এই ব্রিটা ।

খেলমা হেসে বললো : সেই জন্তেই তো তোমার কাছে রেখে
এসেছিলাম ওকে ।

ব্রিটা হাসলো শুধু । বললো : তোমার কিছু লাগবে দিদি ?
না ।

আপনি চলুন, পোষাক ছাড়াবেন, খাবেন কিছু।—এরিংটনকে বললো ত্রিটা।

যাচ্ছি আমি!—এরিংটন বললেন।

ত্রিটা চ'লে গেল খাবারের ব্যবস্থা করতে।

খেলমা এরিংটনকে বললো : তোমার অনেক কষ্ট হ'লো।

কিসের কষ্ট! বা-বে!—এরিংটন বললেন : তোমার দেখা পেলাম, ফিরে পেলাম তোমাকে আমার বৃকে, সে কি কম পাওয়া? এজন্তে আরো কষ্ট স্বীকার করতে আমি রাজি ছিলাম।

সত্যি, আমার অস্থায় হ'য়েচে। আমার মাপ কবো।

হাসলেন এরিংটন : এতে মাপ কববার কি আছে? তুমি যা করেচো, ভুল বুঝে করেচো! তাই ছুঃখ পেলে তুমিই। কষ্টও পেলে যথেষ্ট।

আমি যে দেখলাম তোমার হাতের লেখা চিঠি—ভায়োলেটকে লিখেছিলে তুমি।

ঠিকই বটে, সে চিঠি আমারই লেখা খেলমা—তবে সে চিঠি ভায়োলেটের কাছে লেখা আমার প্রেমপত্র নব। নেভিলের অনুরোধে তার স্ত্রী ভায়োলেটকে লেখা।

ভায়োলেট নেভিলের স্ত্রী?—অবাক হ'লো খেলমা।

হ্যাঁ।—এরিংটন বললেন : আমাদের সঙ্গে ব্রিগিয়ান্ট থিয়েটারে অভিনয় দেখতে গিয়ে দেখে সেই অভিনেত্রী তারই স্ত্রী—ভায়োলেট নাম নিয়ে অভিনয় করচে। তাই সে আমাদের ডেকে নিয়ে গেছলো বাইরে। অনুরোধ করেছিল আমাদের, তার স্ত্রী যাতে তার কাছে ফিরে আসে তাব ব্যবস্থা করতে।

তুমি তো এত সব কথা কিছুই বলোনি আমাদের।

আমাকে বলতে বারণ করেছিল নেভিল, লজ্জা। আর বলিনি বলেই আজ এত কাণ্ড। কাজেই ধরতে গেলে দোষ আমারই। আর বত নষ্টের গোড়া ঐ ক্লার।

খেলমা চুপ করে থাকলো।

এমন সময় ব্রিটা এসে একখানি চিঠি দিয়ে গেল। খেলমার নামে চিঠিখানা। খেলমা খামখানা খুললো। দেখে, ক্লারার চিঠি।

ক্লারা চিঠি দিয়েচে।—খেলমা উঠে বসলো।

কি লিখেচে সে ?

পড়ি।—খেলমা পড়তে লাগলো :

আমার বোনটি খেলমা,

স্বামীর ভালোবাসা আবার ফিরে পেয়ে আজ আমি সৌভাগ্যবতী। আমি ফিরে পেয়েছি আমার স্বামী, পুত্র, সংসার—যা নারীর জীবনে একমাত্র কাম্য। অথচ তোমাকেই আমি করেছি গৃহছাড়া, বঞ্চিত করেছি স্বামী ও সংসারের সুখ থেকে ! এ যে কত বড় অপরাধ, আজ আমি মর্মে মর্মে বুঝতে পারছি বোন। আমায় ক্ষমা করো খেলমা। তোমার কাছে আমার কৃতকর্মের জন্তে মার্জনা ভিক্ষা করছি।

লর্ড এরিংটন গেছেন তোমাকে আনতে। আমার একান্ত অনুরোধ, তুমি তাঁর সঙ্গে ফিরে এসো। তাঁর কোন দোষ নেই। তাঁর চরিত্র স্ফটিকের মতই নির্মল। আমিই গেছলাম তাতে কলংকের কালি লেপন করতে।

আর একটা খবর : লেনী দুর্ঘটনার মারা গেছে। তোমার আমার ছুটিগ্রহ, সে মরে বেঁচেছে, আমাদেরও বাঁচিয়েচে। সেদিন খবর পেলাম, ভায়োলেটও অসুখে মারা গেছে আমেরিকায়। সেখানে সে বেশি টাকায় গেছলো অভিনয় করতে।

খেলমা, বোন, আমি তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থিনী। আমায় ক্ষমা করো, ফিরে এসো বোন। ইতি—

অনুতপ্তা

ক্লারা।

এরিংটন জিগ্যেস করলেন থেলমাকে : তুমি কি ক্ষমা করবে স্মারাকে ?

অল্পতপ্ত যে, তাকে ক্ষমা করাই বোধহয় ভাল ।

এরিংটন হাসলেন : বেশ, তাই হোক ।

থেলমা বললো : ভায়োলেট মারা গেল তাহ'লে !

নেভিলের কাছে তার দ্বী মরেই ছিল—শুধু কিছুদিনের জন্তে
বিভীষিকা হ'য়ে জেগে উঠেছিল তার সামনে । ফলভোগ করতে হ'লো
আমাদেরও—এখন সত্যি ম'রে বাঁচলো সে, বাঁচলো নেভিলকেও ।

লেনীও তো দেখলাম মারা গেছে দুর্ঘটনায় । কী হ'য়েছিল জানো
নাকি ?—থেলমা জিগ্যেস করলো স্বামীকে ।

এরিংটন খুলে বললেন সব ।

প্রায় বছর পনের কথা ।

এরিংটন ম্যানরের লনে বেতের চেয়ারে বসে গল্প করছেন প্রৌচ লর্ড ফিলিপ এরিংটন, প্রৌচ লরিমাব, বুদ্ধ বো-লাভলেস আব আমাদের খেলমা । খেলমাব সেই আলো করা কপ মাতৃহের স্নেহেরসে সিক্ত হ'য়ে শিশু, শাস্ত্র এক অপূর্ব সৌন্দর্যে বিকশিত । যৌবন তার যাই-যাই করেও যেতে পারে নি যেন । ঠোঁড়ের হাসি মনে ব'বিয়ে দেব পুরোন দিনের কথা, অতীত দিনের স্মৃতি ।

গল্প চলছিল পুরোদমে, এমন সময় বাড়ির ভিতর থেকে ছুটে এলো এক রূপময়ী তরুণী । সেই পুরোন দিনের খেলমা যেন । খেলমার মতই চোখ, মুখ, নাক, মাথা ভরা সোনালী চুলে : ঢেউ । তেমনি হাসি, তেমনি চলার ভঙ্গী । খেলমার মেয়ে । যেন নতুন খেলমা ।

ছুটে সে এসে হাত ধবে টানলো লরিমাবের । অভিমানের স্তরে বললো : বা রে, এখনো ব'সে ব'সে গল্প হচ্ছে, আমাকে আজ বোঝাতে নিয়ে যাব কথার আছে না ?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক তো ।—হেসে উঠে দাঁড়ালেন লরিমাব : না, আর বসে যায় না ।

কৈ, আবার দাঁড়িয়ে !—হেঁচকা টান দিলো মেয়ে ।

এরিংটন হাসলেন : ও :, খুব পেয়ে বসেচে তো তোমায় দেখছি ।

তাই তো দেখছি !—লরিমাব খেলমার দিকে চেয়ে হাসলেন : শেষে ধরা পড়লাম এরই হাতে ।

গুড-বাই-ই !—বিলায় জানিয়ে নতুন খেলমা টেনে নিয়ে চললো লরিমাবকে !

পাগলী মেয়ে !—মুহূ হাসলো আমাদের পুরোন খেলমা ! মা ।